আল কুরআনের শিক্ষা

২

আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

www.pathagar.com

আল কুরআনের শিক্ষা-২

(আল কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত)

আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ৩১৪

১ম প্রকাশ
জিলক্বদ ১৪২৪
পৌষ ১৪১০
ডিসেম্বর ২০০৩

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৭৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

AL QURANER SHIKKHA Voll-2 Allama Yusuf Islahi. Transalated by Mohammad Khalilur Rahman Momin. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 75.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দু'আ

সাত্তার ও গাফ্‌ফার আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ তিনি যেনো আমার এ কুরআনী খেদমতটুকুর বিনিময় ও সওয়াব আমার মুহ্‌তারামা মরহুম আম্মা এবং আমার মুহ্‌তারাম ও মুকাররম আব্বাজানের আমলনামায় লিখে দেন। যাদের দু'আয়, ইচ্ছায় এবং প্রচেষ্টায় এ খেদমতটুকু করার উপযুক্ত হয়েছি।

আর আমার স্নেহশীল মেহেরবান উস্তাদ হযরত মাওলানা আখতার আহসান ইসলাহীর ওপরও এর সওয়াব পৌঁছে দিন। যার চেষ্টা, প্রশিক্ষণ ও ফায়েজের বরকতে এ মহান কাজটুকু সম্পাদন করতে পেরেছি।

—মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অভিমত

কুরআন মজীদ হচ্ছে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে হিদায়াতের সর্বশেষ আকৃতি। যা তিনি মানব সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে দিয়ে আসছিলেন। এটি এমন একটি গ্রন্থ যা আপন মর্যাদায় ও মহিমায় নিজেই নিজের উদাহরণ। শুধুমাত্র সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানদান করেই এটি বিরত থাকেনি বরং যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তার দলিল-প্রমাণও উপস্থিত করেছে। আল কুরআনের এ আহ্বান মানুষের চিন্তা ও কর্মকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। শুধু তাই নয়, মানুষের প্রকৃতিকে পর্যন্ত জাগ্রত করে আল্লাহ্র হুকুমের অনুসারী বানিয়ে দেয়। এটি নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ড কিংবা নির্দিষ্ট কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে আহ্বান করে না, এটি গোটা মানব সমাজকে আহ্বান করে যাতে তারা আল্লাহ্র পুরোপুরি অনুগত হয়ে যায়। কুরআন মানুষকে জীবনের কোন বিশেষ দিকের সমস্যা নিয়ে কথা বলে না বরং মানুষের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় সমস্যা নিয়েই কুরআন কথা বলে। সমাধান দেয়।

গোটা পৃথিবীতে এটিই একমাত্র সংরক্ষিত আসমানী কিতাব যার সামান্যতম অংশও রদবদল হয়নি কিংবা ভবিষ্যতে হবেও না, যার ইতিহাসের একটি পাতাও কালের গর্ভে হারিয়ে যায়নি বরং দ্বিপ্রহরের রোদ্রোজ্জল সূর্যের মতোই জ্বাজল্যমান। এটি শুধুমাত্র হিদায়াত দিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি, এটি কল্যাণ ও মুক্তির বাস্তব পথ বাতলে দিয়েছে। যা মানুষকে মন্জিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এটি এমন একটি গ্রন্থ যার পথ নির্দেশকে মেনে চললে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির পথ সুগম হয়। তাই দেখা যায় এটি কোন জাতির পথ নির্দেশ নয়, সমস্ত মানব জাতিকেই এটি পথ-নির্দেশনা দেয়।

এ রকম একটি অসাধারণ গ্রন্থ থেকে কল্যাণ লাভের জন্য মানুষ এর ব্যাখ্যা ও ভাষ্যগ্রন্থের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে তা হতে পারে না। তাছাড়া এ গ্রন্থ কী বলে তা যদি না-ই বুঝা গেল তবে এর হক আদায় করবে কিভাবে ? তাই বলে সকলেই এ কুরআনের নিগুঢ় তত্ত্ব বুঝে ফেলবে তাও হতে পারে না। এজন্যই যাদেরকে আল্লাহ্ ইল্ম দিয়েছেন তাদের কর্তব্য এ মহাগ্রন্থটিকে সহজ-সরল ভাষায় সাধারণের সামনে উপস্থাপন করা।

www.pathagar.com

বিভিন্নভাবেই তা হতে পারে। কারণ এটি কোন রচনা কিংবা প্রবন্ধ নয় এটি হচ্ছে দাওয়াতী ভাষণের সমষ্টি। এজন্যই এ গ্রন্থে বিষয়বস্তুর কিংবা বর্ণনার ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা হয়নি। সত্যিকথা বলতে কি এটি স্বয়ং আহ্বানকারী হিসেবে মানুষকে আহ্বান করে থাকে। এজন্য এর দৃষ্টি সর্বদা মানুষের ওপর নিবদ্ধ থাকে। বক্তব্যের সময় মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মানুষের সাথে কথা বলে যাতে সেই আবেদন তাদের মন-মস্তিষ্ককে আলোড়িত করতে পারে। কিন্তু অনেক সময় বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা না থাকায় সাধারণ মানুষের বুঝতে কষ্ট হয়। এজন্যই বিষয়বস্তু অনুযায়ী সবগুলো আয়াতকে ভাগ করে যদি তাদের সামনে পেশ করা যায় তবে এক নজরে তারা পুরো বিষয়টিকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

আলহামদুলিল্লাহ ! উলামায়ে কিরাম এ গুরুত্বপূর্ণ দিকে সর্বদা দৃষ্টি দিয়ে এসেছেন। কখনো গুরুত্বপূর্ণ এ দিকটিকে তারা অবহেলার চোখে দেখেননি। এ গ্রন্থখানা 'আল কুরআনের শিক্ষা' যা আপনার হাতে বর্তমান এটিও সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার-ই অংশ। এ পুস্তকের মধ্যে আল কুরআনের হিদায়াত, শিক্ষা ও নির্দেশাবলী বিভিন্ন শিরোনামে বিন্যাসিত হয়েছে। বর্ণনা ভঙ্গিও অত্যন্ত সাদামাটা। অতি সাধারণ একজন লোকও এ গ্রন্থখানা থেকে অনায়াসে কল্যাণ লাভ করতে পারবেন।

আমার বিশ্বাস এ গ্রন্থখানা সর্বস্তরের লোককেই আল কুরআনের অত্যন্ত নিকটবর্তী করে দেবে। ফলে কুরআনের দাওয়াত তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কেও তারা অবহিত হতে পারবে। উপরন্তু কুরআন অধ্যয়নের আগ্রহ তাদের কাছে বেড়ে যাবে। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে—আল কুরআনের অনুসরণের জন্য তাদের অন্তর খুলে যাবে।

আল্লাহ্ যেন এ ইচ্ছেটাকে পূরণ করেন এবং এ মুবারক খেদমতটুকু কবুল করে নেন। আমীন।

—সদরুদ্দীন ইসলাহী
২৭শে জিলহাজ্জ, ১৩৮৫ হিজরী।

www.pathagar.com

লেখকের অভিব্যক্তি

আল কুরআনের দাওয়াত ও প্রশিক্ষণকে সার্বজনীন করে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত মহৎ ও সৌভাগ্যের কাজ। 'আল কুরআনের শিক্ষা' আমার সেই প্রচেষ্টারই একটি অংশ, যা মানুষকে আল কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করবে। সাথে আমাকেও যেন মহিয়ান গরিয়ান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনের নগণ্য এক খাদেম হিসেবে কবুল করে নেন।–আমীন।

আল কুরআন মানব সমাজের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়। তা একদিকে যেমন পার্থিব কল্যাণের আকর অন্যদিকে পরকালিন মুক্তি ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। মানুষের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় নেই যার সমস্যার সমাধান আল কুরআন দিতে পারে না।

'আল কুরআনের শিক্ষা'য় সেইসব সমস্যার সমাধান ও প্রয়োজনীয় হিদায়াত সম্বলিত আয়াতগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট শিরোনামের নিচে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে এবং তা সহজে বুঝানোর লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা হয়েছে।

- সহজ ও সরল অনুবাদ।
- প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।
- কোথাও কোথাও ব্যাখ্যাটিকে আরো সুস্পষ্ট করার জন্য হাদীসে রাসূল আনা হয়েছে।
- ভাষার দূর্বোধ্যতা পরিহার করে সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।
- ফিক্হী ও ইল্মী বির্তককে এড়িয়ে চলা হয়েছে।
- কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা কুরআনের আয়াত দিয়েই করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করি যারা সঠিকভাবে আল কুরআনকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন তারাও এ গ্রন্থটি পড়ার পর কুরআনের প্রতি উৎসুক হয়ে ওঠবেন। আল কুরআনের দাওয়াত ও তা'লীমের সাথে পরিচিত হতে

www.pathagar.com

পারবেন। তাছাড়া আয়াতগুলো বিষয়ভিত্তিক সাজানো থাকার ফলে প্রতিটি হুকুম-আহকাম তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারা বুঝতে পারবেন কোন্ বিষয়ের আয়াত আল কুরআনের কোথায় কোথায় আছে।

সব ধরনের লোক-ই (মুসলিম কিংবা অমুসলিম) এ গ্রন্থটি থেকে উপকৃত হতে পারবেন এবং আল কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি, তা জানতে পারবেন। বিশেষ করে যারা লেখক, চিন্তাবিদ, বক্তা, শিক্ষক কিংবা ছাত্র তারা সবাই সমানভাবে উপকৃত হবেন।

যাতে মানুষ এ গ্রন্থটিকে সহজে ক্রয় করতে পারেন এবং বহন করে স্থানান্তরে নিয়ে যেতে পারেন সে জন্য দু' খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। প্রথম খণ্ডে তিনটি অধ্যায় [ঈমানিয়াত, আত্মশুদ্ধি ও ইবাদাত] আর দ্বিতীয় খণ্ডে চারটি অধ্যায় [সচ্চরিত্র, সুন্দর জীবন, আচরণ বিধি এবং তাবলীগে দীন] রাখা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই আলোচনা এসেছে। প্রতিটি আলোচনাই সহজ সরলভাবে করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরম কৃপানিধান আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ আল কুরআনের এ খেদমতটুকু তিনি যেনো কবুল করেন এবং তাঁর বান্দাদের যেনো এ থেকে উপকৃত হবার তওফিক দান করেন। আর এ অধম খাদেমের আখিরাতকে উজ্জ্বল ও কল্যাণময় বানিয়ে দেন। আমীন।

—মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী
২৮, জিলহজ্জ, ১৩৮৫ হিজরী

www.pathagar.com

শিরোনাম বিন্যাস
প্রথম অধ্যায়

❑ সচ্চরিত্র ২৪
❑ সচ্চরিত্র গঠনের উপাদানসমূহ ২৫
১. সত্যবাদিতা ২৫
[১.১] সত্যবাদী মুমিন ২৫
[১.২] সত্যবাদীদের মর্যাদা ২৬
২. সবর (ধৈর্য) ২৬
[২.১] আবেগ উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণ ২৭
[২.২] সত্যের ওপর অবিচল থাকা ২৭
[২.৩] কষ্ট সহিষ্ণুতা ২৮
[২.৪] সবরের ভিত্তি ২৮
[২.৫] সবরের পুরস্কার ২৮
৩. ভারসাম্য বা মধ্যমপন্থা অবলম্বন ২৯
[৩.১] নামাযে ভারসাম্য ২৯
[৩.২] দান সাদকায় ভারসাম্য ২৯
[৩.৩] খরচে ভারসাম্য ২৯
[৩.৪] চালচলনে ভারসাম্য ২৯
৪. ইহ্সান ৩০
৫. অপরকে অগ্রাধিকার প্রদান ৩০
৬. লজ্জা ৩০
৭. শালীনতা ৩১
৮. আমানতদারী ৩১
৯. প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ৩২
১০. সত্য প্রকাশ ৩২
১১. বীরত্ব ৩২
১২. আল্লাহ নির্ভরতা (তাওয়াক্কুল) ৩৩
১৩. অল্পে তুষ্টি ৩৩
১৪. বদান্যতা ৩৪
১৫. ক্ষমা ৩৪
১৬. ক্রোধ সংবরণ ৩৫
১৭. সহনশীলতা ৩৫
১৮. কোমলতা ৩৫
১৯. ভালো আচরণ দিয়ে মন্দ আচরণের মুকাবেলা ৩৬
২০. বিনয় ৩৬
২১. আত্মমর্যাদা ও গাম্ভীর্য ৩৬
২২. আদল ও ইনসাফ ৩৭
০ সচ্চরিত্রের পরিপন্থী বিষয়সমূহ ৩৯
১. মিথ্যে ৩৯
২. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ৪০
৩. খিয়ানত ৪০
৪. অহমিকা ৪১
৫. আত্ম প্রশান্তি ৪১
৬. দুমুখোপনা ৪২
৭. হিংসা ৪২
৮. কৃপণতা ৪৩
৯. অপব্যয় ৪৪
❑ মুসলমানদের পারস্পরিক স্বভাব চরিত্র যেমন হওয়া উচিত ৪৫
১. ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা ৪৫
২. জীবনের নিরাপত্তা প্রদান ৪৬
৩. সম্মানহানি না করা ৪৭
৪. কাউকে তুচ্ছ মনে না করা ৪৮
৫. কারও মনোকষ্ট না দেয়া ৪৮
৬. দোষারোপ না করা ৪৯
৭. বিকৃত নামে না ডাকা ৪৯
৮. খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকা ৪৯
৯. কারো পেছনে না লাগা ৫০
১০. গীবত (পরচর্চা) না করা ৫০
১১. চোগলখুরী থেকে বেঁচে থাকা ৫১
১২. ভাই ভাইয়ের মত থাকা ৫১
১৩. পরস্পর লড়াই ঝগড়া হলে মীমাংসা করে দেয়া ৫২
১৪. অত্যাচারীকে রুখে দাঁড়ানো ৫২
১৫. কল্যাণমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করা ৫২
১৬. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন ৫৩
১৭. সৎকাজে উৎসাহ প্রদান ৫৩

www.pathagar.com

১৮. অন্যায়ের প্রতিরোধ ৫৪
১৯. মিষ্টভাষী হওয়া ৫৪
২০. সভা সমাবেশে অপরের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়া ৫৪
২১. অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেয়া ৫৫
২২. মুসলমানের জন্য দুআ করা ৫৫
২৩. অপরকে সালাম দেয়া ৫৬
২৪. উত্তমভাবে সালামের জবাব দেয়া ৫৬
২৫. জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা ৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

❑ সুন্দর জীবন ৬০
বিয়ে ৬১
১. মানব সভ্যতায় বিয়ের মর্যাদা ৬১
২. বিয়ে আম্বিয়া কিরামের সুন্নাত ৬২
৩. বিয়ে একটি মযবুত প্রতিশ্রুতি ৬৩
৪. বিয়ে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক ৬৩
৫. সুসন্তান লাভের জন্য বিয়ে ৬৩
৬. বিয়ে সভ্যতার ভিত্তি ৬৪
৭. বিয়ে মানব ধারা অব্যাহত রাখে ৬৫
৮. বিয়ে নারী পুরুষের ভালোবাসার ভিত্তি ৬৬
৯. বিয়ে মানসিক প্রশান্তির উপকরণ ৬৬
১০. বিয়ে ইজ্জত ও শালীনতার গ্যারান্টি ৬৬
১১. বিয়ে সংরক্ষিত দুর্গ ৬৭
১২. বিয়ের উৎসাহ প্রদান ৬৭

❑ বিয়েতে ঈমান ও ইসলামের গুরুত্ব ৬৯
১. সৎ পুরুষের জন্য সতী নারী ৭০
২. ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারীই বিয়ে করবে ৭০

❑ যেসব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম ৭১
১. সৎ মা ৭২
২. মা ৭৩
৩. কন্যা ৭৩
৪. বোন ৭৩
৫. ফুফু ৭৩
৬. খালা ৭৪
৭. ভাতিজী ৭৪
৮. ভাগ্নি ৭৪
৯. দুধ মা ৭৪
১০. দুধ বোন ৭৫
১১. শাশুড়ী ৭৫
১২. স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঘরের মেয়ে ৭৫
১৩. পুত্র বধু ৭৬
১৪. দুই সহোদরাকে একত্রে বিয়ে ৭৬
১৫. অন্যের বিবাহাধীনে থাকা মহিলা ৭৬

❑ যাদেরকে বিয়ে করা বৈধ ৭৭
১. যুদ্ধ বন্দিনী ৭৭
২. যাদেরকে বিয়ে হারাম তারা ছাড়া সকল মহিলা ৭৭
৩. আহলে কিতাব মহিলা ৭৭
৪. মুসলিম বাঁদী ৭৮
৫. সৎ কন্যা [যদি তার মাকে বিয়ে করে সহবাসের পূর্বেই তালাক দেয়া হয়] ৭৮
৬. মুখে ডাকা পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ৭৮

❑ বিয়ের নিয়ম কানুন ৮০
১. বিয়ে প্রকাশ্যে হতে হবে ৮০
২. দেনমোহর নির্ধারণ ৮০
৩. পাত্রী নির্বাচনের স্বাধীনতা ৮০
৪. একাধিক বিয়ের অনুমতি ৮১
৫. ইনসাফ করতে না পারলে একটি বিয়ের অনুমতি ৮১
৬. স্ত্রীদের মধ্যে সমতা ৮২
৭. একাধিক বিয়ের সীমা ৮২
৮. ইদ্দত পালনরত অবস্থায় বিয়ে নিষিদ্ধ ৮৩
৯. ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে বিয়ের পয়গাম না পাঠানো ৮৩

www.pathagar.com

❑ দেনমোহর ৮৪
১. দেনমোহর প্রদান বাধ্যতামূলক ৮৪
২. স্বেচ্ছায় দেনমোহর প্রদান ৮৪
৩. দেনমোহর বাবদ প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেয়া যাবে না ৮৪
৪. যৌন সম্পর্কস্থাপন করা হয়নি এমন মহিলার দেনমোহর ৮৫
৫. দেনমোহর প্রদানে বদান্যতা প্রদর্শন ৮৫
৬. দেনমোহর মাফ করে দেয়ার অধিকার স্ত্রীর ৮৬
৭. মাফকৃত দেনমোহর স্বামীর ৮৬
৮. মাফ তাকেই বুঝায় যা সন্তুষ্টচিত্তে করা হয় ৮৬
৯. দেনমোহর নির্দিষ্ট করা না হলে ৮৭
১০. দেনমোহর স্ত্রীর অধিকার একে নষ্ট না করা ৮৭

❑ স্বামী স্ত্রীর সুসম্পর্ক ৮৮
১. স্বামী স্ত্রীর অধিকার সমান ৮৮
২. পুরুষের কিছুটা প্রাধান্য ৮৯
৩. পারিবারিক জীবনে পুরুষের মর্যাদা ৮৯
৪. পুরুষের প্রাধান্যের কারণ ৮৯

❑ স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্য ৯০
১. স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার ৯১
২. উভয়ে সমঝোতার মনোভাব নিয়ে চলা ৯১
৩. স্ত্রীর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ ৯১
৪. দয়া ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন ৯২

❑ স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য ৯৩
১. স্বীয় আদর্শে নিষ্ঠাবান ৯৩
২. স্বামীর আনুগত্য ৯৩
৩. আমানতের হিফাযত ৯৩
৪. দাম্পত্য সমস্যায় ধৈর্যশীলা ৯৪
৫. দাম্পত্য সমস্যায় সমাজের ভূমিকা ৯৫

❑ তালাক ৯৬
১. তালাকের অনুমোদন ৯৬
২. তালাক সর্বশেষ ব্যবস্থা ৯৬
৩. দাম্পত্য কলহে সালিসের ভূমিকা ৯৭
৪. বিচ্ছেদ হয়ে গেলে উভয় পক্ষ আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে ৯৮

❑ তালাক কিভাবে দেবেন ৯৮
১. পবিত্রাবস্থায় তালাক দিতে হবে ৯৮
২. তালাকের সীমা ৯৯
৩. রিজঈ তালাক ১০০
৪. স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার স্বামীর আছে ১০০
৫. ফিরিয়ে নেবার ছলে স্ত্রীকে কষ্ট না দেয়া ১০০
৬. বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ও ভদ্রতা বজায় রাখা ১০১
৭. তিন তালাকের পর পুরোপুরি বিচ্ছেদ ১০১
৮. তাহলীলের পর পুনরায় বিয়ে দোষনীয় নয় ১০২
৯. ঈলার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তালাক কার্যকরী হয়ে যায় ১০২

❑ খুলা ১০৩
❑ যিহার ১০৩
১. যিহার করলেই স্ত্রী মা হয়ে যায় না ১০৪
২. যিহারে বিয়েতে কোনো ত্রুটি আসে না ১০৪
৩. যিহার নির্বুদ্ধিতামূলক কাজ ১০৪
৪. যিহারের কাফ্ফারা ১০৫

❑ লি'আন ১০৫
১. লি'আনের পদ্ধতি ১০৬

❑ ইদ্দত ১০৮
❑ ইদ্দতের নিয়ম কানুন ১০৯
১. ইদ্দতের মেয়াদ ১০৯
২. যাদের মাসিক হয় না তাদের ইদ্দত ১০৯
৩. গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত ১০৯
৪. বিধবার ইদ্দত ১১০
৫. গর্ভবতী তার গর্ভের কথা লুকোবে না ১১০
৬. নির্জনবাসের পূর্বেই তালাকপ্রাপ্তা হলে তার ইদ্দত ১১০
৭. ইদ্দতকাল সঠিকভাবে গণনা করা ১১১

www.pathagar.com

৮. তালাকপ্রাপ্তার সাথে সদ্ব্যবহার ১১১
৯. স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পালন ১১১
১০. ইদ্দত পালনরত অবস্থায় তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে না দেয়া ১১২
১১. ইদ্দত পালনকালে তাদেরকে কষ্ট না দেয়া ১১২
১২. অশালীন আচরণ করলে বের করে দেয়া যাবে ১১২
১৩. বিদায়কালে কিছু উপহার দেয়া ১১২
১৪. গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তার ব্যয়ভার বহন করা ১১২
১৫. সন্তানকে দুধপান করালে বিনিময় দেয়া ১১৩
১৬. ইদ্দত শেষে তাদেরকে অন্যত্র বিয়েতে বাধা না দেয়া ১১৩
১৭. প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেয়া যাবে না ১১৪

❑ বিধবার সাথে সদাচারণ ১১৪
১. বিধবাকে ওয়ারিসীস্বত্ব মনে না করা ১১৫
২. বিধবার সম্পদ আত্মসাত না করা ১১৫
৩. বিধবাকে পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করা ১১৫

❑ রাযা'আত বা দুধ পান করানো ১১৬
১. সন্তানকে দুধ পান করানোর মেয়াদ ১১৬
২. দু বছরের আগেও দুধ ছাড়ানো যায় ১১৬
৩. দুধ পান করানোর ব্যাপারে উভয়ের সহযোগিতা ১১৬
৪. অন্য মহিলাকে (ধাই) দিয়ে দুধ পান করানো ১১৭
৫. ধাত্রীর ভরণ পোষণের ভার সন্তানের পিতার ১১৭
৬. পিতার অবর্তমানে সন্তানের অভিভাবক যিনি, তিনি ব্যয় নির্বাহ করবেন ১১৭
৭. কাউকে সমস্যায় ফেলা যাবে না ১১৮

❑ পালক পুত্র কিংবা মুখে ডাকা পুত্র ১১৯
১. মুখে ডাকা পুত্রের মর্যাদা ১১৯
২. প্রকৃত পিতার সাথেই তাকে সম্পর্কিত করা হবে ১১৯
৩. পিতৃ পরিচয় জানা না থাকলে সে মূলত দীনি ভাই ১২০
৪. সোহাগ করে পুত্র ডাকা ১২০

❑ পর্দা ১২১
১. পর্দার উদ্দেশ্য ১২২
২. পর্দার বিধান ১২৪
[২.১] নারীর আবাসস্থল ১২৪
[২.২] মুখমণ্ডল আবৃত রাখা ১২৫
[২.৩] ঠমকের সাথে বাইরে না বেরুনো ১২৭
[২.৪] পরপুরুষের সাথে সতর্কতা অবলম্বন করে কথা বলা ১২৮
[২.৫] অলংকারাদির টুংটাং শব্দও শোনানো যাবে না ১২৯
[২.৬] দৃষ্টি অবনত রাখা ১২৯
[২.৭] সতরের হিফাযত করা ১৩০
[২.৮] সাজসজ্জা ঢেকে রাখা ১৩১
[২.৯] মাথা ও বুক ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখা ১৩১
[২.১০] অতিবৃদ্ধাদের জন্য শিথিলতা ১৩৩
[২.১১] চাদর ব্যবহার করাই উত্তম ১৩৩
[২.১২] পুরুষরাও তাদের দৃষ্টি অবনত রাখবে ১৩৪
[২.১৩] তারাও সতরের হেফাযত করবে ১৩৪
৩. আত্মীয়-স্বজনের সাথে পর্দা ১৩৫
[৩.১] মহিলাদের সাজসজ্জা যাদেরকে দেখানো যায় (মুহাররাম আত্মীয়-স্বজন) ১৩৬
১. স্বামী ১৩৭
২. পিতা ১৩৭
৩. শ্বশুর ১৩৮
৪. ছেলে ১৩৮
৫. সৎ-ছেলে ১৩৮
৬. ভাই ১৩৮
৭. ভাইপো ১৩৮
৮. বোনপো ১৩৯
৯. একত্রে বসবাসকারী মহিলা ১৩৯

www.pathagar.com

১০. মালিকানাভুক্ত দাস দাসী ১৩৯
১১. যৌন কামনামুক্ত পুরুষ কর্মচারী ১৪০
১২. অবুঝ বালক ১৪১

❑ বাপ মায়ের অধিকার ১৪২
১. বাপ মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ১৪২
২. তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা ১৪২
৩. তাদের আদব রক্ষা করা ১৪৩
৪. বাপ মায়ের জন্য খরচ করা ১৪৩
৫. তাদের ইচ্ছের গুরুত্ব দেয়া ১৪৪
৬. তাদের সাথে বিনম্র আচরণ ১৪৪
৭. বাপ মায়ের জন্য দুআ করা ১৪৪
৮. মায়ের অধিকার বেশী ১৪৫
৯. মায়ের বিশেষ অনুগ্রহ ১৪৫
১০. বাপ মায়ের আনুগত্যের সীমা ১৪৬
১১. মুশরিক পিতামাতার সাথে সদাচারণ ১৪৬
১২. বাপ দাদার অন্ধঅনুকরণ জাহিলিয়াত ১৪৭
১৩. পিতামাতার আনুগত্যে ত্রুটি বিচ্যুতি ১৪৮

❑ সন্তানের অধিকার ১৪৮
১. সন্তানের জন্য অধিকার নিশ্চিত করা ১৪৮
২. সন্তানকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও ১৪৮
৩. সন্তানের জন্য দু'আ করা ১৪৯
৪. সন্তান চোখ জুড়িয়ে দেয় ১৫০
৫. সন্তান কেন কামনা করা হয় ১৫০

❑ আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ১৫১
১. আত্মীয়তার সম্পর্ক ১৫১
২. আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা ১৫১
৩. আত্মীয় স্বজনের অধিকার আদায় করা ১৫২
৪. তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ১৫২
৫. আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসা ১৫৩
৬. তোমাদের সম্পদে প্রথম হক আত্মীয় স্বজনের ১৫৩
৭. আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করা ১৫৪
৮. যারা ওয়ারিশ নয় এমন পরিজনের সাথে আচরণ ১৫৪
৯. আত্মীয় স্বজন অসদাচারণ করলে তবু তাদের অধিকার প্রদান করা ১৫৪

❑ ইয়াতীমের অধিকার ১৫৬
১. ইয়াতীমের সাথে ভালো ব্যবহার করা ১৫৬
২. ইয়াতীমকে সন্তানের মতো মনে করা ১৫৬
৩. তাদেরকে ধমক না দেয়া ১৫৭
৪. তাদের জন্য নিজের সম্পদ খরচ করা ১৫৭
৫. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ না করা ১৫৭
৬. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতের পরিণাম ১৫৭
৭. ভালো সম্পদকে খারাপ সম্পদ দিয়ে বদল না করা ১৫৮
৮. তাদের সাথে প্রতারণা না করা ১৫৮
৯. প্রয়োজনে নিজের সম্পদের সাথে ইয়াতীমের সম্পদ মিলিয়ে রাখা যেতে পারে ১৫৮
১০. তাদের সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় ১৫৮
১১. সচ্ছল ব্যক্তি তাদের সম্পদ থেকে নিজের জন্য ব্যয় করতে পারবে না ১৫৯
১২. দরিদ্র অভিভাবক প্রয়োজনীয় ভাতা গ্রহণ করতে পারেন ১৫৯
১৩. ইয়াতীমের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা ১৬০
১৪. তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করা ১৬০
১৫. বুদ্ধির পরিপক্কতা না আসা পর্যন্ত সম্পদ নিজেদের দায়িত্বে রাখা ১৬০
১৬. বয়সপ্রাপ্ত হলে তাদের সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া ১৬১
১৭. সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সম্পদ হস্তান্তর করা ১৬১
১৮. ইনসাফ করতে না পারলে ইয়াতীমদেরকে বিয়ে না করা ১৬১

www.pathagar.com

❑ অভাবীদের সাথে আচরণ ১৬৩
১. মুমিনের সম্পদে দুঃস্থদের অধিকার ১৬৩
২. ভিক্ষুককে তাড়িয়ে না দেয়া ১৬৩
৩. মিসকীনকে না দেয়ার ভয়াবহ পরিণাম ১৬৩
৪. দরিদ্রকে ফাঁকি দেয়ার পরিণতি ১৬৪
৫. অভাবীদের সাহায্য না করা আখিরাতকে অস্বীকার করার নামান্তর ১৬৫
৬. প্রতিবেশী ও সাথীদের সাথে সদাচারণ ১৬৫
৭. মুসাফির এবং মেহমানের সাথে সদ্ব্যবহার ১৬৬
৮. চাকর চাকরানীর সাথে ভালো আচরণ ১৬৬

তৃতীয় অধ্যায়

❑ আচরণ বিধি ১৬৯
১. হালাল-হারামের বিধান দেয়ার অধিকার আল্লাহর ১৬৯
২. হালাল হারামের কুরআনী দৃষ্টিকোণ ১৭০
৩. হারাম প্রাণী ১৭০
৪. অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ১৭০
৫. ব্যভিচার ১৭১
[৫.১] ব্যভিচারের শাস্তি ১৭১
৬. মাদক দ্রব্য এবং জুয়া-লটারী ১৭২
৭. হত্যা এবং লুট-তরাজ ১৭২
৮. চুরির শাস্তি ১৭৩
[৮.১] তাওবার আহ্বান ১৭৩
৯. খুন-খারাপী পরিহার করা ১৭৩
[৯.১] একজনকে হত্যা মানে গোটা মানব জাতিকে হত্যা ১৭৪
[৯.২] খুন-খারাপী মুমিনের কাজ নয় ১৭৪
[৯.৩] কোনো মুমিনকে হত্যার ভয়াবহ পরিণতি ১৭৪
[৯.৪] কিসাস ১৭৫
[৯.৫] কিসাস প্রত্যাহার ১৭৫
[৯.৬] কিসাসের যৌক্তিকতা ১৭৬
১০. ব্যক্তি মালিকানার সংরক্ষণ ১৭৬
১১. সুদ ১৭৭
[১১.১] যারা সুদকে বৈধ মনে করে তাদের পরিণতি ১৭৭
[১১.২] যারা সুদে লেন-দেন করে তাদের স্থায়ী ঠিকানা ১৭৮
[১১.৩] সুদখোরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ১৭৮
১২. ঋণ গ্রহীতার সাথে কোমল আচরণ ১৭৯
[১২.১] ঋণের ডকুমেন্ট রাখা ১৭৯
[১২.২] ঋণপত্র লেখকের প্রতি নির্দেশ ১৮০
[১২.৩] ঋণপত্র লেখাবার দায়িত্ব ঋণগ্রহীতার ১৮০
[১২.৪] ঋণপত্র বা লেনদেনের দলিলে সাক্ষ্য গ্রহণ ১৮০
[১২.৫] সাক্ষীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৮১
[১২.৬] দলিল লিখানোর যৌক্তিতা ১৮১
১৩. নগদ বেচা কেনায় দলিল লেখা জরুরী নয় ১৮১
[১৩.১] সাক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজন ১৮২
[১৩.২] সাক্ষী ও লেখকদেরকে কোনো চাপ প্রয়োগ করা যাবে না ১৮২
[১৩.৩] সাক্ষ্য গোপন করা অপরাধ ১৮২
১৪. বন্ধক বা রেহেন ১৮২
১৫. ওসিয়তের গুরুত্ব ১৮৩
১৬. শপথ ১৮৪
[১৬.১] কল্যাণমূলক কাজ না করার জন্য শপথ করো না ১৮৪
[১৬.২] শপথের কাফ্ফারা ১৮৪
১৭. উত্তরাধিকার বা মীরাস ১৮৬
[১৭.১] উত্তরাধিকার আইনের দীনি গুরুত্ব ১৮৬

www.pathagar.com

[১৭.২] এ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর ১৮৬
[১৭.৩] পুরুষ ও মহিলা প্রত্যেকেই মীরাসের অধিকারী ১৮৭
[১৭.৪] ওয়ারিসী–স্বত্ব অবশ্যই বণ্টন করতে হবে ১৮৭
[১৭.৫] বণ্টনের আগে ঋণ এবং ওসিয়ত পূর্ণ করতে হবে ১৮৮
[১৭.৬] একজন পুরুষ পাবেন দুজন মহিলার সমান ১৮৮
[১৭.৭] সন্তানের অংশ ১৮৮
ক. ছেলে মেয়ের অংশ ১৮৮
খ. শুধু কন্যা সন্তান থাকলে সকলে মিলে $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে ১৮৯
গ. শুধু একজন হলে সে অর্ধেক পাবে ১৮৯
[১৭.৮] পিতা-মাতার অংশ ১৮৯
ক. মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে বাপ-মা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবেন ১৮৯
খ. মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে মা $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন ১৮৯
গ. মৃত ব্যক্তির ভাইবোন থাকলে মা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবেন ১৯০
[১৭.৯] স্বামী-স্ত্রীর অংশ ১৯০
ক. মৃত স্ত্রী নিঃসন্তান হলে স্বামী $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবেন ১৯০
খ. স্ত্রীর সন্তান থাকলে স্বামী $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবেন ১৯০
গ. মৃত স্বামী নিঃসন্তান হলে স্ত্রী $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবেন ১৯০
ঘ. স্বামীর সন্তান থাকলে স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবেন ১৯০
[১৭.১০] ভাইবোনের অংশ ১৯১
ক. মৃত ব্যক্তির একজন ভাই কিংবা একজন বোন থাকলে ১৯১
খ. ভাই বোনের সংখ্যা একাধিক হলে ১৯১
গ. মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান এবং মাত্র একজন বোন থাকলে ১৯১
[গ.১] দু বোন ওয়ারিস হলে ১৯১
[গ.২] ভাই বোন একাধিক হলে ১৯২

চতুর্থ অধ্যায়

❑ **তাবলীগে দীন বা দীনের প্রচার** ১৯৪
১. মানুষের প্রকৃত জীবন ব্যবস্থা ১৯৫
২. সকল নবী একই দাওয়াত দিয়েছেন ১৯৫
৩. সকল নবী রাসূলই ইসলামের দিকে ডেকেছেন ১৯৫
৪. সকল মানুষ একই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত ১৯৬
৫. জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ছাড়া আর কিছু গ্রহণযোগ্য নয় ১৯৭
❑ **হযরত ইবরাহীম (আ) এবং ইসলাম** ১৯৭
১. হযরত ইবরাহীম (আ) ও বিশ্ব নেতৃত্ব ১৯৭
২. ইবরাহীম (আ)-এর ওসিয়ত ১৯৮
৩. ইবরাহীম (আ)-এর দীন থেকে মুখ ফেরানো নির্বুদ্ধিতা ১৯৮
৪. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রত্যাশা ১৯৮
❑ **শেষ নবীর আবির্ভাব** ২০০
১. শেষ নবী প্রেরণের জন্য দুআ ২০০
২. মুমিনদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দয়া ২০০
❑ **শেষ নবীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব** ২০১
১. দীনের প্রচার ২০১
২. সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শন ২০১
৩. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ২০১
৪. সত্যের সাক্ষ্য ২০২
৫. সুবিচার প্রতিষ্ঠা ২০২
৬. সত্য দীনের (দীনে হকের) বিজয় ২০৩
৭. দীন পূর্ণতার ঘোষণা ২০৪
৮. খতমে নবুওয়াত ২০৪

www.pathagar.com

❑ মুসলিম উম্মাহ ও তাদের দায়িত্ব কর্তব্য ২০৫
১. মুসলিম উম্মাহর আবির্ভাবের দুআ ২০৫
২. রাসূলের প্রতিনিধিত্ব ২০৫
৩. মুসলিম উম্মাহর বিশেষ মর্যাদা ২০৭
৪. মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত দায়িত্ব ২০৭
৫. উম্মাহর লক্ষ্য থাকবে ইকামাতে দীন বা দীনের প্রতিষ্ঠা ২০৮

❑ ইসলামী দাওয়াত ও রাষ্ট্র ক্ষমতা ২১১
১. সার্বভৌমত্ব ২১১
২. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ ২১১
৩. আল্লাহর সার্বভৌমত্বে আর কেউ অংশীদারী নেই ২১২
৪. আল্লাহ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ২১২
৫. হুকুমাত আল্লাহর ২১৩
৬. দীনের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রক্ষমতা আবশ্যক ২১৩
৭. ইসলামী শক্তির গুরুত্ব ২১৪
৮. ইসলামকে ক্ষমতাসীন করার লক্ষ্যেই রাসূলের আবির্ভাব ২১৪

❑ হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব ২১৪
❑ বাতিল শক্তির ইচ্ছে এবং আবদার ২১৫
১. দীনের প্রদীপকে নিভিয়ে দেয়া ২১৫
২. হকপন্থীদেরকে বাতিলের দিকে ফিরিয়ে নেবার প্রচেষ্টা ২১৫
৩. সত্য দীনে রদবদলের আবদার ২১৬

❑ চিরন্তনী এ দ্বন্দ্বে হকপন্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২১৬
১. হকের ওপর অবিচল থাকা ২১৬
২. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা ২১৭
৩. কুফরীর প্রতি কোনো দুর্বলতা প্রকাশ না করা ২১৭
৪. কুফরী শক্তির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকা ২১৮
৫. কাফিরদেরকে বন্ধু মনে না করা ২১৮
৬. ফিতনার মূলোৎপাটন ২১৮

❑ ইকামাতে দীনের পদ্ধতি ও মূলনীতি ২১৯

❑ চরিত্র গঠন ২১৯
১. পরিপূর্ণ ঈমান ২১৯
২. নিষ্কলুষ ইবাদাত ২১৯
৩. নামায প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততা ২২০
৪. পূর্ণ আনুগত্য ২২১
৫. তাকওয়া ২২১
৬. পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ ২২২
৭. পরীক্ষার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা ২২২
৮. কথা ও কাজের মিল ২২৩
৯. আমলের দৃষ্টান্ত স্থাপন ২২৩
১০. যিকির ও ফিকির ২২৪
১১. আল কুরআন অধ্যয়ন এবং গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ২২৪

❑ সংগঠন ২২৬
১. দীনি সংগঠনের গুরুত্ব ২২৬
২. সংগঠনের ভিত্তি ২২৬
৩. আদর্শ সংগঠন ২২৭
৪. পারস্পরিক সম্পর্ক ২২৭
৫. পারস্পরিক হিতোপদেশ ১২৮
৬. পারস্পরিক সহযোগিতা ২২৮
৭. সংশোধনীমূলক মনোভাব ২২৮
৮. দলাদলি নিষিদ্ধ ২২৮
৯. আমীরের আনুগত্য ২২৮
১০. নেতা ও কর্মীর বিরোধ মীমাংসা ২৩০
১১. সংগঠিত জীবনের দীনি মর্যাদা ২৩০

❑ ইসলামী সংগঠনের আমীর ২৩১
১. আমীর নির্বাচনের মাপকাঠি ২৩১
২. নির্বাচনের দীনি গুরুত্ব ২৩১
৩. পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ২৩২
৪. প্রত্যেক মুমিনই সম্মানার্হ ২৩২
৫. দলীয় কর্মীদের গুরুত্ব অনুধাবন ২৩৩
৬. অধিনস্তদের সাথে কোমল আচরণ ২৩৩
৭. নম্রতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন ২৩৩
৮. বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ ২৩৪

www.pathagar.com

৯. সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা ২৩৪
❑ দাওয়াতী কাজ ২৩৪
১. ইসলামী সংগঠনের উদ্দেশ্য ২৩৪
❑ দাওয়াতের কুরআনী পদ্ধতি ২৩৫
১. ইসলামের মৌলিক দাওয়াত ২৩৫
২. চিন্তামূলক দাওয়াত ২৩৬
৩. চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ২৩৭
৪. দাওয়াতী কাজের কলা-কৌশল ২৩৮
❑ দাওয়াত দানকারীর গুণাবলী ২৪০
১. দীনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝা ২৪০
২. দায়িত্বের পূর্ণ অনুভূতি ২৪০
৩. সমাজ সংস্কারের পেরেশানী ২৪১
৪. সত্যের উপলব্ধি ২৪১
৫. ধৈর্য ও দৃঢ়তা ২৪১
৬. বিনিময় প্রত্যাশী না হওয়া ২৪১
৭. আল্লাহর সাহায্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ২৪২
❑ সত্যের আহ্বানকারী ও বিরোধী মহল ২৪২
১. বিরোধী মহলের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ ২৪২
২. উচ্চকণ্ঠে ইসলামের ঘোষণা ২৪৩
৩. বিরোধিতায় অকুতোভয় হওয়া ২৪৩
৪. আপোষহীন মনোবৃত্তি ২৪৪
৫. দৃঢ় ও অটল থাকা ২৪৫
৬. সর্বাবস্থায় পূর্ণাঙ্গ দীনের দাওয়াত দিতে হবে ২৪৫
৭. বাতিলের উৎপীড়নে ধৈর্যধারণ করা ২৪৫
৮. নরম সুরে দাওয়াত দেয়া ২৪৬
৯. শালীনতার সীমা অতিক্রম না করা ২৪৬
১০. অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বলা ২৪৬
১১. জোর জবরদস্তি না করা ২৪৬
১২. দীনে কোনো জবরদস্তি নেই ২৪৭
১৩. ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি রাখা ২৪৭
১৪. আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখা ২৪৮
❑ হিজরত ২৪৮
১. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হিজরত ২৪৯
❑ আল্লাহর পথে জিহাদ ২৫০
১. জিহাদ ঈমানের মাপকাঠি ২৫০
২. আল্লাহর পথে বেরুনোর পেরেশানী ২৫১
৩. জিহাদে অংশগ্রহণ না করা মুমিনদের কাহিনী ২৫২
❑ গ্রন্থ নির্দেশিকা ২৫৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

সচ্চরিত্র

www.pathagar.com

সচ্চরিত্র

সচ্চরিত্র সম্পর্কে আল কুরআনে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এক কথায় বলা যেতে পারে–মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য ঈমানের পর যে জিনিসটি অপরিহার্য, তার নাম সচ্চরিত্র। আল কুরআনের যাবতীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলাফলই হচ্ছে সচ্চরিত্র। এজন্য ব্যাপক ও ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। চারিত্রিক অধপতনকে ঈমানের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করে, বেঁচে থাকার কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সচ্চরিত্র গঠনের উপাদানসমূহ

১. সত্যবাদিতা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ○ التوبة : ١١٩

"মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করো।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১১৯।।

তাবুক অভিযানে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে তিনজন সাহাবা নিজেদের আলস্য ও গাফলতির কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাদের প্রসঙ্গ আলোচনার পর মুমিনদের এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা সত্যবাদী লোকদের সঙ্গী হয়ে থেকো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে আসার পর, তাঁরা মিথ্যে কিংবা বানোয়াট অজুহাত পেশ করেননি। বরং নিজেদের দুর্বলতার কথা অকপটে স্বীকার করেন। তাদের এ সত্য বক্তব্যই অপরাধ মুক্তির সহায়ক হয়। আর সত্যিবাদিতার এ কাহিনী কিয়ামত পর্যন্তই পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে।

একটি কথা স্মর্তব্য, সত্যবাদিতা শুধু মৌখিক ব্যাপার নয় বরং এর সম্পর্ক অন্তর ও কাজের সাথে।

[১.১] সত্যবাদী মুমিন

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ○ الحجرت : ١٥

"প্রকৃত মুমিনতো তারা-ই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাসী। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয়ও তারা পোষণ করে না। আর আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই করে। তারাই সত্যবাদী।"
–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৫।।

অর্থাৎ তারা শুধু ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিই দেন না, তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস রেখে কাজের মাধ্যমে বাস্তব প্রমাণ দেন। মূলত মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরের বিশ্বাস এবং কাজের সমন্বয়ের নাম সত্যবাদিতা। এ সমন্বয়ের ওপরই মানুষের যাবতীয় কাজ ও চরিত্র নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

[১.২] সত্যবাদীদের মর্যাদা

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا○

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চলবে, সে তাদের সঙ্গী হবে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন। তারা হলেন নবী, সিদ্দীক (সত্যবাদী), শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। বস্তুত তারা কত উত্তম সঙ্গী।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬৯।।

সিদ্দীক তাদেরকে বলা হয়েছে যারা কথায়, কাজে ও বিশ্বাসে সততার পরিচয় দেন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই যাদের স্বচ্ছতা ও সুন্দরের মোড়কে আবৃত। আল্লাহর নিকট নবীদের পরই তাদের মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে।

২. সবর (ধৈর্য)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ـ

"অতএব হে রাসূল ঃ আপনি ধৈর্যধারণ করুন, মর্যাদাবান রাসূলগণ যেভাবে ধৈর্যধারণ করেছেন।"–সূরা আল আহকাফ ঃ ৩৫।।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ق وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ○ ال عمران : ٢٠٠

"ঈমানদারগণ! সবরের পথ অবলম্বন করো, ধৈর্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা করো এবং বাতিলের মুকবেলায় দৃঢ় থাকো, আর আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০।।

আল কুরআনে নৈতিক-চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য যেসব জিনিসের ওপর অত্যন্ত জোর দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে সবর বা ধৈর্য-ই হচ্ছে মূল ভিত্তি। সবর শব্দটি আল কুরআনে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সবরের তিনটি দিক রয়েছে। যথা–

- আবেগ উচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- কঠিন মুহূর্তেও সত্যের ওপর অবিচল থাকা এবং নিজের নীতি-আদর্শকে বিসর্জন না দেয়া।

www.pathagar.com

০ সত্যের পথে চলতে গিয়ে যাবতীয় যুলম নির্যাতনকে হাসি মুখে বরদাশ্‌ত করা।

[২.১] আবেগ উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ج تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط ـ الكهف : ٢٨

"তুমি নিজেকে তাদের সাহচর্যে রাখো যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য তাঁকে ডাকে। তুমি পার্থিব জীবনের চাকচিক্যের মোহে তাদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ো না।"

–সূরা আল কাহফ ঃ ২৮।।

[২.২] সত্যের ওপর অবিচল থাকা

اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ج اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ قف يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط

"আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ করো (অর্থাৎ সত্যের ওপর অবিচল থাকো।) পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছে–তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে থাকেন।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ১২৮।।

ফিরআউনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ বনী ইসরাঈলকে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নসীহত করতে গিয়ে বলেছিলেন–তোমাদের অবস্থা যতই নাজুক ও সংগীন হোক না কেন, সত্যের ওপর অবিচল থাকতে হবে তাহলে আল্লাহর কুদরত ও হিকমত দেখতে পাবে। পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর। যাকে খুশী তিনি এর কর্তৃত্ব প্রদান করে থাকেন।

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ج وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

"যেভাবে নির্দেশ আসে সেইভাবে চলো এবং আল্লাহর ফায়সালা আসার আগ পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো। কেননা তিনিই উত্তম ফায়সালাকারী।"

-সূরা ইউনুস ঃ ১০৯।।

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

www.pathagar.com

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করার শক্তি দিন, দৃঢ় রাখুন এবং অবিশ্বাসী জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫০।।

[২.৩] কষ্ট সহিষ্ণুতা

وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ـ

"যুলম নির্যাতনকে (হাসি মুখে) বরদাশ্‌ত করো, নিসন্দেহে এটি অত্যন্ত সাহসের কাজ।"–সূরা লুকমান ঃ ১৭।।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاً ـ

"কাফিররা যা বলে বলুক, তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে এড়িয়ে চলো।"–সূরা আল মুয্‌যাম্মিল ঃ ১০।।

[২.৪] সবরের ভিত্তি

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

"তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে।"

–সূরা আর রাদ ঃ ২২।।

[২.৫] সবরের পুরস্কার

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۙ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ○ الفرقان : ٧٥-٧٦

"সবরের পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে জান্নাতে উচ্চতম ভবন প্রদান করা হবে এবং তাদের সাদর সম্ভাষণের সাথে অভ্যর্থনা জানানো হবে। তারা সবসময়ই সেখানে থাকবে। অবস্থান ও বসবাসের জায়গা হিসেবে তা কতই না উত্তম !"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৭৫-৭৬।।

এ দুটো আয়াতের পূর্বে মুমিনদের কিছু চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতপর তার পুরস্কার ও প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পুরস্কার ও প্রতিদানের উল্লেখের সময় সেইসব গুণাবলীর কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে এটি সবরের প্রতিদান। সবরকে ঐসব গুণাবলীর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় সবর

www.pathagar.com

শুধুমাত্র একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নাম নয় বরং অনেকগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত রূপের নাম।

৩. ভারসাম্য বা মধ্যমপন্থা অবলম্বন

ভারসাম্য বা মধ্যমপন্থা অবলম্বন এমন এক সৌন্দর্য যা জীবনের প্রতিটি আচার আচরণের সাথেই সংশ্লিষ্ট। আল কুরআনও প্রতিটি কাজে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং কঠোরতা ও শিথিলতার দু প্রান্তিক অবস্থা পরিহার করে চলার গুরুত্ব প্রদান করেছে।

[৩.১] নামাযে ভারসাম্য

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○

"তুমি নামায একেবারে জোরেজোরে কিংবা মনে মনে পড়বে না, বরং উভয় অবস্থার মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করবে।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০।।

[৩.২] দান সাদকায় ভারসাম্য

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ○ بنى اسرائيل : ٢٩

"তুমি দানের ব্যাপারে কার্পণ্য করো না কিংবা হাতকে উন্মুক্ত করে দিয়ো না, তাহলে তুমি নিঃস্ব হয়ে যাবে এবং তিরস্কৃত হবে।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯।।

[৩.৩] খরচে ভারসাম্য

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ـ

"(রহমানের প্রিয় বান্দা তারা) যারা খরচ করার সময় অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে।"

–সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৭।।

[৩.৪] চালচলনে ভারসাম্য

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ ـ لقمن : ١٩

www.pathagar.com

"নিজের চাল চলনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো।"-সূরা লুকমান ঃ ১৯।।

৪. ইহ্সান

অপরের সাথে সদাচারণ, আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার এবং অপরকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দেয়াকে 'ইহ্সান' বলা হয়।

وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ـ القصص : ٧٧

"তোমরা অন্যের প্রতি ইহ্সান করো, যেরূপ আল্লাহ তোমাদের প্রতি ইহ্সান করেছেন।"-সূরা আল কাসাস ঃ ৭৭।।

৫. অপরকে অগ্রাধিকার প্রদান

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○ الحشر : ٩

"নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা অপরকে অগ্রাধিকার দেয়। বস্তুত যাদেরকে মনের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফল।"
-সূরা আল হাশর ঃ ৯।।

মদীনার আনসারগণ নিজেদের শত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মুহাজিরদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রতিটি ব্যাপারেই তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদানের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন।

৬. লজ্জা

اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِىْ النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ ز ـ الاحزاب : ٥٣

"তোমাদের এ আচরণ নবীকে পীড়া দেয় কিন্তু তিনি তোমাদের বলতে লজ্জাবোধ করছেন।"-সূরা আল আহযাব ঃ ৫৩।।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের ওয়ালিমার দাওয়াত খেয়ে কয়েকজন সেখানেই নিশ্চিন্তে বসে পড়েন। এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসখুস করতে থাকেন। তিনি চাচ্ছিলেন তারা চলে যান। তিনি নিজেও ওঠে

www.pathagar.com

দাঁড়ালেন কিন্তু তারা ঠায় বসে রইলেন। লজ্জায় তিনি তাদেরকে কিছু বলতেও পারছিলেন না। তখন আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে বলে দিলেন।

فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ج فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط ـ الاعراف : ٢٢

"এভাবে ইবলিস তাদের দুজনকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে দিলো। শেষ পর্যন্ত তারা যখন সেই গাছের স্বাদ আস্বাদন করলো তখন তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত হয়ে গেলো। তারা জান্নাতের লতা-পাতা দিয়ে তাদের লজ্জাস্থান ঢেকে নেয়ার চেষ্টা করলো।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ২২।।

অর্থাৎ লজ্জা মানুষের স্বভাবজাত সৌন্দর্য, যা তাদেরকে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

৭. শালীনতা

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ـ المؤمنون : ٥

"আর তারা (অর্থাৎ ঈমানদারগণ) তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।"–সূরা আল মুমিনূন ঃ ৫

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج ـ الانعام : ١٥١

"অশ্লীলতার ধারে কাছেও যেয়ো না, চাই তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৫১।।

৮. আমানতদারী

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ٧ ـ النساء : ٥٨

"আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার প্রাপকের কাছে ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৮।।

আমানত বলতে সকল প্রকার আমানতই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন–ধন-সম্পদের আমানত, দায়িত্বের আমানত, প্রতিশ্রুতির আমানত কিংবা মতামত (ভোট) প্রদানের আমানত।

www.pathagar.com

৯. প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج ـ البقرة : ١٧٧

"সৎলোকতো তারাই যারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করে।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭।।

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ج اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً ـ بنى اسرئيل : ٣٤

"প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো। অবশ্যই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৪।।

১০. সত্য প্রকাশ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ـ الحجر : ٩٤

"হে নবী ! তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অকপটে প্রকাশ করে দাও।"–সূরা আল হিজর ঃ ৯৪

يُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ط ـ المائدة : ٥٤

"তারা আল্লাহর দীনকে বিজয়ের প্রচেষ্টা করে যায়, কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করে না।"–সূরা মায়িদা ঃ ৫৪।।

সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করতে গিয়ে কোনো বাধাই তাদেরকে রুখে দাঁড়াতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন —'যালিম শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা সবচেয়ে বড়ো জিহাদ।'

১১. বীরত্ব

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ق وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ ال عمران : ١٧٣

"যাদেরকে লোকেরা এই বলে সংবাদ দিলো, তোমাদের বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক সৈন্য জড়ো করা হয়েছে, তাদেরকে ভয় করো। তখন তাদের ঈমান আরো দৃঢ় হয়ে গেল এবং বললো–আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, অভিভাবক হিসেবেও তিনি কত উত্তম।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৩।।

www.pathagar.com

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ط ـ الاحزاب : ٢٢

"যখন মুমিনগণ সম্মিলিত বাহিনীকে দেখলো তখন তারা বলে উঠলো–এরই প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের দিয়েছেন। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ঠিকই বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেলো।"–সূরা আল আহযাব ঃ ২২।।

১২. আল্লাহ নির্ভরতা (তাওয়াক্কুল)

وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا ط وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ـ ابرهيم : ١٢

"আল্লাহর ওপর নির্ভর না করার কী কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনিই আমাদের পথ দেখিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছো সে জন্য আমরা ধৈর্যধারণ করবো। নির্ভরশীলদের একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা উচিত।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ১২।।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط ـ الطلاق : ٣

"যে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"
–সূরা আত তালাক ঃ ৩।।

আল্লাহর ওপর যিনি নির্ভর করতে পারেন তিনি কখনো নিরাশ হন না। আল্লাহ তাআলা অদৃশ্য হতে এমনভাবে তাকে সাহায্য করে থাকেন যা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

১৩. অল্পে তুষ্টি

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ط وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ـ طه : ١٣١

"আমি এদের মধ্যে বিভিন্ন লোককে পরীক্ষার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তুমি সেদিকে

www.pathagar.com

চোখ তুলেও তাকাবে না। তোমার প্রতিপালকের দেয়া জীবিকা এর চেয়ে উত্তম ও স্থায়ী।"-সূরা ত্বা-হা ঃ ১৩১।।

কাফির মুশরিকরা সম্পদের যে পাহাড় গড়ে তুলছে, ভোগ বিলাসের যেসব উপায় উপকরণ বের করছে, তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করাতো দূরের কথা তার দিকে তাকানোও উচিত নয়। কারণ এগুলো হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার উপকরণ মাত্র। যেন কিয়ামতের দিন তারা তাদের পক্ষে কোনো ওজর আপত্তি দাঁড় করাতে না পারে। কাজেই ওসবের ওপর লুলোপ দৃষ্টিতে তাকানো কোনো মুমিনের কাজ নয়।

১৪. বদান্যতা

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ البقرة : ٢٧٤

"যারা তাদের ধন-সম্পদ দিনরাত গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের প্রতিফল তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তাদের কোনো ভয় কিংবা দুশ্চিন্তার কারণ নেই।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৪।।

তাদের এ বদান্যতা ও দানশীলতার এমন বিনিময় আল্লাহ দেবেন, যা কখনো হারিয়ে যাবে না কিংবা নষ্ট হবে না। এমন কি দুনিয়ার জীবন অনর্থক অতিবাহিত হয়েছে এমন আক্ষেপও তাদের থাকবে না। বরং তারা সেখানে আনন্দ ও প্রশান্তির সাথে জীবন যাপন করতে থাকবেন।

১৫. ক্ষমা

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।"-সূরা আন নূর ঃ ২২।।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ○ الاعراف : ١٩٩

"হে রাসূল ! ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলো।"-সূরা আল আরাফ ঃ ১৯৯।।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○ الشورى : ٤٣

www.pathagar.com

"যারা ধৈর্যধারণ করে এবং লোকদের মাফ করে দেয়, এটি খুবই সাহসিকতার কাজ।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৩।।

১৬. ক্রোধ সংবরণ

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ○

"যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং অন্যের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেয়, আল্লাহ এ ধরনের সৎলোকদের অত্যন্ত ভালোবাসেন।"

-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪।।

১৭. সহনশীলতা

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ـ هود : ٧٥

"ইবরাহীম বড়ো ধৈর্যশীল, কোমল অন্তর, আল্লাহ্মুখী ছিলেন সন্দেহ নেই।"-সূরা হুদ ঃ ৭৫।।

কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্তেও নিজেকে সামলে রাখা, প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ না করাকে সহনশীলতা বলে। এটি মহান আল্লাহ্র একটি গুণ এবং আম্বিয়া কিরামও এ গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

১৮. কোমলতা

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ـ ال عمران : ١٥٩

"আল্লাহ্র মেহেরবানীতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়েছেন। যদি আপনি রুঢ় ও কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো। অতএব তাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করুন।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯।।

www.pathagar.com

১৯. ভালো আচরণ দিয়ে মন্দ আচরণের মুকাবেলা

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ـ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○ حم السجده : ٣٤

"ভালো ও মন্দ সমান নয়। ভালো দিয়েই মন্দের মুকাবেলা করো। তখন দেখবে, যে তোমার শত্রু সেও প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। এ গুণ তাদেরই নসীব হয় যারা ধৈর্যশীল। আর এ গুণের অধিকারীগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান।"–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৪-৩৫।।

যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ভদ্রতা ও মানবতাবোধ থাকে সে মন্দের মুকাবেলায় ভালো আচরণ দেখতে পেলে খারাপ আচরণে আর স্থির থাকতে পারে না। বরং তার অন্তরে ঘৃণা ও হিংসার পরিবর্তে ভালোবাসা ও মমতার সৃষ্টি হয়।

২০. বিনয়

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا ـ

"রহমানের বান্দা তারা, যারা জমিনের বুকে বিনয় ও নম্রতার সাথে চলাফেরা করে।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৩।।

মানুষের আচার-আচরণ মূলত তার ব্যক্তিত্বের দর্পণ স্বরূপ। আচার-আচরণ দেখেই তার মনের অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের চাল চলনেই তাদের অন্তরের নম্রতা, কোমলতা ও বিনয়ীভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط ـ لقمن : ١٨

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে চলাফেরা করো না।"–সূরা লুকমান ঃ ১৮।।

২১. আত্মমর্যাদা ও গাম্ভীর্য

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ـ الفرقان : ٧٢

www.pathagar.com

"তারা যখন অর্থহীন বিষয়ের কাছে দিয়ে যায় তখন ভদ্র মানুষের মতোই অতিক্রম করে।"-সূরা আল ফুরকান ঃ ৭২।।

অর্থাৎ কোথাও তারা অর্থহীন কাজে জড়িয়ে পড়েন না বরং ভদ্রতার সাথে নিজেকে বাঁচিয়ে চলেন।

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط ـ البقرة : ٢٧٣

"দান খয়রাত ঐসব লোকদের প্রাপ্য, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে নিয়োজিত থাকে যে, জীবিকা অর্জনের জন্য পৃথিবীতে তারা কোনো চেষ্টা করতে পারে না। হাত পেতে বেড়ায় না বলে অজ্ঞ লোকেরা এদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষে চায় না।"
-সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৩।।

তাদের শত প্রয়োজন ও অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও আত্মমর্যাদার কারণে নিজেদের দৈন্যতা ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করেন না।

২২. আদল ও ইনসাফ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج ـ الحديد : ٢٥

"আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দিয়ে পাঠিয়েছি। সেই সাথে কিতাব ও মানদণ্ড অবতীর্ণ করেছি, যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"-সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫।।

মানব জীবনে ইনসাফ ও সুবিচারের গুরুত্ব এতোবেশী যে, আল্লাহ তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিধান অবতীর্ণ করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, আদল এবং ইনসাফ চারিত্রিক সৌন্দর্যের এমন সম্মিলিত অবস্থার নাম যা ছাড়া ব্যক্তিত্ব ও মানবতা পূর্ণতা লাভ করে না। এমন কি মানব সভ্যতাও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। আদল বা সুবিচারের

www.pathagar.com

সম্পর্ক ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সাথে। এজন্যই আল কুরআন বিষয়টিকে এতোবেশী জোর দিয়ে উপস্থাপন করেছে। আরো বলা হয়েছে–

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ج ـ النساء : ٥٨

"যখন লোকদের মধ্যে ফায়সালা করবে তখন ন্যায়পরায়ণার সাথেই তা করবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৮।।

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ج

"আর যখন কথা বলবে তখন ইনসাফের কথাই বলবে, ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৫২।।

www.pathagar.com

সচ্চরিত্রের পরিপন্থী বিষয়সমূহ

সচ্চরিত্রের পরিপন্থী সেইসব আচার-আচরণকে দুশ্চরিত্র বলা হয়, মানুষের সুস্থ বিবেক বুদ্ধি যাকে সর্বদা ঘৃণা করে আসছে। এসব কুস্বভাব যখন কোনো ব্যক্তি বা সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে তখন তাকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের হাত থেকে কোনো শক্তিই আর রক্ষা করতে পারে না। ঐসব কুস্বভাবের কোনো ছায়াও যেন ব্যক্তি বা সমাজে প্রতিফলিত হতে না পারে সে জন্য কুরআন জোর তাকিদ দিয়েছে।

১. মিথ্যে

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ـ الحج : ٣٠

"মিথ্যে বলা পরিহার করো।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩০।।

কথা ও কাজের যত খারাপ দিক আছে, মিথ্যে হচ্ছে তার মূল বা শিকড়। মিথ্যে থেকে যে আত্মরক্ষা করতে পারে না কিংবা মিথ্যেকে যে পরিহার করতে পারে না তাকে দিয়ে ভালো ও কল্যাণকর কোনো কাজের আশা-ই করা যায় না।

اَنْ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ النور : ٧

"তার ওপর আল্লাহর লানত হোক, যদি সে মিথ্যেবাদী হয়।"

–সূরা আন নূর ঃ ৭।।

লানত অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আল্লাহর আক্রোশ ও গযবে পড়া। আল কুরআন কুফর ও যুলমের পর কেবল মিথ্যের জন্যই এ ভয়ানক শাস্তির কথা বলেছে।

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ○ المنفقون : ١

"আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন অবশ্যই মুনাফিকরা চরম মিথ্যেবাদী।"

–সূরা আল মুনাফিকুন ঃ ১।।

অর্থাৎ তারা যা বলে তা তাদের মনের কথা নয়। সে জন্যই মিথ্যে বলাকে মুনাফিকীর অন্যতম নিদর্শন মনে করা হয়।

www.pathagar.com

২. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ○ التوبة : ٧٧

"এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে মুনাফিকী স্থান করে নিয়েছে। সেইদিন পর্যন্ত যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। কারণ তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করে এবং মিথ্যে বলে।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ৭৭।।

৩. খিয়ানত

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ الانفال : ٢٧

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এবং তোমাদের কাছে যে আমানত রাখা হয় তার খিয়ানত (বিশ্বাস ভঙ্গ) করো না।"–সূরা আল আনফাল ঃ ২৭।।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানত অর্থ–মুখে ঈমানের দাবী করে কার্যত তাঁর হুকুম আহকাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং দীনি দায়িত্ব ও ফরযসমূহ পালনে গাফলতি প্রদর্শন করা। আর আমানত বলতে ইসলামী জামায়াত বা ব্যক্তির পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্বকে বুঝানো হয়েছে।

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ ○ ال عمران : ١٦١

"যে ব্যক্তি খিয়ানত করবে সে কিয়ামতের দিন খিয়ানতকৃত বস্তুসহ উপস্থিত হবে। তারপর প্রত্যেকেই তার কৃত কাজ অনুযায়ী প্রতিফল পেয়ে যাবে। কারো ওপর যুলম করা হবে না।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬১।।

www.pathagar.com

৪. অহমিকা

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ○ لقمن : ١٨

"লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না। আর পৃথিবীতে দম্ভ অহংকার নিয়ে চলাফেরা করো না। আল্লাহ আত্ম অহংকারী দাম্ভিক লোকদেরকে পসন্দ করেন না।"–সূরা লুকমান ঃ ১৮।।

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ج اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ○ بنى اسرائيل : ٣٧

"জমিনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না জমিনকে বিদীর্ণ করতে পারবে আর না উঁচুতে পাহাড়কে ছাড়িয়ে যেতে পারবে।"

–বনী ইসরাঈল ঃ ৩৭

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'যার অন্তরে তিল পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

অহংকার হচ্ছে—নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করার ভ্রান্ত প্রয়াস। আর সে প্রত্যেকের চেয়ে নিজেকে উত্তম মনে করে বলেই সত্যের সামনে অবনত হতে তার সংকোচবোধ হয়।

এ বড়োত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ভ্রান্ত ধারণাই ইবলিসকে আদম আলাইহিস সালামের সামনে নত হওয়া থেকে বিরত রেখেছিলো। ফলে সে চিরতরে আল্লাহর কোপানলে পড়ে। ইবাদাতের নিগুঢ় রহস্য হচ্ছে—সর্বদা বিনয় ও মুখাপেক্ষিতার অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর কাছে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করা।

৫. আত্ম প্রশস্তি

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْ وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ ال عمران : ١٨٨

www.pathagar.com

"তুমি মনে করো না যারা নিজেদের কৃতকর্মের ওপর আনন্দিত হয় এবং যে কাজ তারা করেনি সে বিষয়ে প্রশংসা পেতে চায়-তারা আমার কাছ থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেছে। আসলে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৮।।

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ـ النجم : ٣٢

"তোমরা আত্ম পবিত্রতার দাবী করে বেড়িয়ো না। প্রকৃত মুত্তাকী কে তা তিনিই ভালো জানেন।"-সূরা আন নাজম ঃ ৩২।।

৬. দু মুখোপনা

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ج وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ٧ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ٧ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ○ البقرة : ١٤

"যখন তারা ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয়, বলে আমরাও ঈমান এনেছি। আর যখন তারা গোপনে তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হয় তখন বলে-আমরাতো তোমাদের সাথেই রয়েছি। তাদের সাথে শুধু ঠাট্টা মশকরা করে থাকি।"-সূরা আল বাকারা ঃ ১৪।।

এরূপ জঘন্য চরিত্র হচ্ছে মুনাফিকদের। মুমিনের চরিত্রের সাথে এর কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। আয়াতে শয়তান বলতে মুনাফিকদের ঐসব বড়ো বড়ো নেতাকে বুঝানো হয়েছে। যারা নেপথ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যায়।

৭. হিংসা

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ ـ البقرة : ١٠٩

"আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসা-বশত চায়, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে আবার কাফির বানিয়ে দেবে।"

-সূরা আল বাকারা ঃ ১০৯।।

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ج النساء : ٥٤

www.pathagar.com

"তারা কি অন্যদের প্রতি এজন্য হিংসে করছে যে, আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে ধন্য করেছেন।"-সূরা আন নিসা ঃ ৫৪।।

মুসলমানদের কাছে কুরআন ও ঈমানের মতো দৌলত দেখে আহলে কিতাবরা জ্বলে পুড়ে মরছিলো। তাদের ঐকান্তিক চেষ্টা ছিলো কিভাবে মুসলমানদের এ দুটো নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করা যায় এবং পুনরায় তাদেরকে কুফরীর দিকে নেয়া যায়।

হিংসা সৃষ্টি হয় মানুষের আভ্যন্তরীণ কলুষতা ও আত্মপূজা থেকে। এ ধরনের লোক কাউকে কোনো নিয়ামত ভোগ করতে দেখলেই হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ হিংসা-বিদ্বেষ মানুষের নেক আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেভাবে আগুন কাঠকে ভস্ম করে।'

আল কুরআন যেসব বিষয়ে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলেছে হিংসা তার মধ্যে অন্যতম।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ○ الفلق : ٥

"আমি আশ্রয় চাচ্ছি-হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসে করে।"-সূরা আল ফালাক ঃ ৫।।

৮. কৃপণতা

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط ـ ال عمران : ١٨٠

"আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে তারা কৃপণতা করে। তারা যেন কৃপণতাকে নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। এটি তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কৃপণতা করে তারা যা কিছু জমাচ্ছে তা কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি হবে।"

-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮০।।

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ○ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ○ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ○ الفجر : ١٧ـ٢٠

www.pathagar.com

"কখনোই নয় বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করো না এবং মিসকীনদের খাওয়াবার ব্যাপারে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না। এবং তোমরা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ আত্মসাত করে ফেলো। সত্যি বলতে কি, তোমরা ধন-সম্পদের মোহে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছো।"-সূরা আল ফজর ঃ ১৭-২০।।

الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهٗ ۝ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝ كَلاَّ لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝ الهمزة : ٢-٤

"যে অর্থ-সম্পদ জমা করে এবং তা গুণে গুণে হিসেব রাখে, মনে করে তার এ অর্থ সম্পদ চিরদিন তারই থাকবে। কখনো নয়, তাকে তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জায়গায় ফেলে দেয়া হবে।"-সূরা আল হুমাযা ঃ ২-৪।।

হুতামা হচ্ছে-আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন যা মানুষের অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে। জাহান্নামের মাঝখানে লম্বা খুটির সাথে তাদেরকে বেধে রাখা হবে, যারা সম্পদের পূজারী। সেখান থেকে বেরুবার কোনো উপায়ই আর তাদের থাকবে না।

৯. অপব্যয়

وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝ بنى اسرائيل : ٢٦-٢٧

"অপব্যয় করো না, যারা ধন-সম্পদ অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ো-ই অকৃতজ্ঞ।"
-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭।।

গর্ব, অহংকার ও ভোগ বিলাসে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। আর এ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই শয়তানের ভাই।

www.pathagar.com

মুসলমানদের পারস্পরিক স্বভাব চরিত্র যেমন হওয়া উচিত

মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। এই সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে—ঈমান ও ইসলাম। একজন মুসলমানের ওপর আত্মীয় স্বজনদের যেমন হক আছে তেমনিভাবে দীনি আত্মীয়েরও কিছু হক রয়েছে। আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সেসব বিষয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেখানে এ অনুভূতি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে যে, মুসলিমগণ মিলে মিশে একটি সম্মিলিত জাতি হিসেবে বসবাস করবেন। একে অপরের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবেন। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সেই অপরিহার্য (ফরয) দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করবেন যে জন্য আল্লাহ তাদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

১. ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ج

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্তভাবে ধরো, দলাদলিতে লিপ্ত হয়ো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, তা স্মরণ করো। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। তিনি তোমাদের মনকে জুড়ে দিয়েছেন। তাঁরই অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩।।

আল্লাহর রশি বলতে এখানে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাও। ঐক্য ও ভালোবাসার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ইসলাম। যখন তাদের থেকে ইসলামী মূল্যবোধ বিদায় নেবে তখনই তারা অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও পারস্পরিক শত্রুতার শিকার হয়ে পড়বেন। তারা বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করবেন কিংবা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবেন এটি তাদের জন্য জায়েয নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

www.pathagar.com

'মুসলমানেরা পরস্পর ইমারাতের মতো। এক অংশ আরেক অংশের শক্তি যোগায়।' একথা বলার সময় তিনি এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন।

২. জীবনের নিরাপত্তা প্রদান

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّلَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا○ النساء : ٩٣

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুসলমানকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে। তার ওপর আল্লাহর গযব ও লা'নত। আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।"

-সূরা আন নিসা ঃ ৯৩।।

এক মুসলমান আরেক মুসলমানের জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করবেন। প্রতিটি মুসলমানের ওপর এটি ফরয করে দেয়া হয়েছে। এটিকে তিনি অন্য মুসলমানের অধিকার মনে করবেন। আল কুরআনও এ ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। কেননা একজন মুমিনের হত্যাকারীকে যে ভয়ানক আযাবের হুমকী দেয়া হয়েছে তাতেই বুঝা যায় একজন মুমিনের জীবনের মূল্য আল্লাহর কাছে কত বেশী। আল্লাহর লা'নত, গযব, জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব, এর চেয়ে বড়ো বিপর্যয় মানুষের জন্য আর কী হতে পারে ? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের দিন বলেছেন-

'হে মুসলিমগণ ! মনযোগ দিয়ে শোনো, আল্লাহ তোমাদের জান ও মালকে সম্মানিত করেছেন। যেমন সম্মানিত করেছেন আজকের এ দিন, এ মাস ও শহরকে। আচ্ছা আমি কি আল্লাহর পয়গাম যথাযথভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি ? জনতা সমস্বরে জবাব দিলেন—'হ্যাঁ, পৌঁছে দিয়েছেন।' তিনি বললেন-হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থেকো আমি আমার উম্মতকে তোমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি।' একথা তিনি তিনবার বললেন। তারপর তিনি বললেন 'দেখো, আমার পর তোমরা মুসলমান হয়ে আরেক মুসলমানকে হত্যা করে কাফির হয়ে যেয়ো না।'

www.pathagar.com

৩. সম্মানহানি না করা

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ○ يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○ النور : ٢٣-٢٤

"যারা সতী ও নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি। সেদিন তাদের জিহ্বা, হাত ও পা তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে।"-সূরা আন নূর ঃ ২৩-২৪।।

ইসলামী সমাজে প্রতিটি মুসলমানের জান-মাল যেমন নিরাপদ তেমনিভাবে তাদের ইজ্জত-সম্মানও নিরাপদ। ইসলামের শিক্ষা-ই হচ্ছে —প্রতিটি মুসলমান তার নিজের ইজ্জত-সম্মান যেভাবে সংরক্ষণ করে অন্য মুসলমানের ইজ্জত-সম্মানকেও ঠিক সেইভাবে সংরক্ষণ করা জরুরী মনে করবেন। তবু যদি কেউ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কারো সম্মানহানির কথা কল্পনা করে বসেন, তখনই পরকালীন কঠিন শাস্তি ও দুনিয়ার অপমানের কথা চিন্তা করে তিনি বিরত থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-'কোনো সতী নারীর ওপর অপবাদ আরোপ করা একশো বছরের নেক আমল বরবাদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন—'হে মৌখিক ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ ! যাদের ঈমান অন্তরের গভীরে পৌঁছেনি, তোমরা সত্যিকার মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদের ইজ্জত হানি করো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেবেন। আর আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করে দেন তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে ছাড়েন যদিও সে তার ঘরে বসে থাকে।'

মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'আমার প্রতিপালক আমাকে যখন আসমানে

www.pathagar.com

নিয়ে গেলেন তখন আমি এমন কিছু লোক দেখতে পেলাম যাদের হাতের নখ পিতলের তৈরি ছিলো, তারা সেই নখ দিয়ে নিজেদের বুকে আচড় কেটে ক্ষতবিক্ষত করছিলো। আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম—এরা কারা ? তিনি বললেন—এরা ঐসব লোক যারা পৃথিবীতে মানুষের গীবত করে বেড়াতো এবং মানুষের ইজ্জত সম্মানের পেছনে লেগে থাকতো।'

৪. কাউকে তুচ্ছ মনে না করা

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

"আর (অহংকার বশে) লোকদের সাথে গাল ফুলিয়ে কথা বলো না।"–সূরা লুকমান ঃ ১৮।।

এ আয়াতে অহংকারী লোকদের একটি সুন্দর চিত্র অংকিত হয়েছে। মুমিন কখনো অহংকারী হতে পারে না। তার দীন ও ঈমান তাকে মিষ্টভাষী, চরিত্রবান, ন্যায়নিষ্ঠ ও হামদরদী হিসেবে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

৫. কারও মনোকষ্ট না দেয়া

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج ـ الحجرت : ١١

"মুমিনগণ ! কেউ যেন কারো সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ না করে, হতে পারে সে তাদের তুলনায় উত্তম। তেমনিভাবে কোনো মহিলাও অন্য কোনো মহিলাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে না। হতে পারে সে তাদের চেয়ে ভালো।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১১।।

এখানে 'ইয়াস্‌খার' বলতে এমন হাসি তামাশাকে বুঝানো হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে হেয় মনে করে কষ্ট অনুভব করেন। মুসলমানের উচিত তার ভাইকে ইজ্জত সম্মান দিয়ে কথা বলা। মনে কষ্ট পান এমন হাসি তামাশা করা উচিত নয়। যিনি অন্যকে তুচ্ছ মনে করে বিদ্রূপ করেন, কী করে ভেবে নিয়েছেন তিনি তার চেয়ে উত্তম ? সম্মান অসম্মানের মাপকাঠিতো আল্লাহর কাছে। একথা কে সন্দেহ করতে পারেন যে, প্রকৃত সম্মানী ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহর কাছে সম্মান মর্যাদার অধিকারী।

www.pathagar.com

অধমতো সেই, যে আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত। যিনি ঠাট্টা করবেন, তার ভেবে দেখা উচিত, যাকে ঠাট্টা করছি হতে পারে আল্লাহর কাছে তার চেয়ে আমিই নগণ্য।

৬. দোষারোপ না করা

وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ـ الحجرت : ١١

"তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না।"–সূরা হুজুরাত ঃ ১১।।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ـ الهمزة : ١

"ধ্বংস অনিবার্য তাদের, যারা লোকদের ধিক্কার দেয় ও দোষারোপ করে।"–সূরা আল হুমাযা ঃ ১।।

নিজের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে চোখ বন্ধ রেখে অপরের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে এবং ধিক্কার দেবে এটি কোনো মুসলমানের কাজ নয়।

৭. বিকৃত নামে না ডাকা

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط ـ الحجرت : ١١

"তোমরা কেউ কাউকে খারাপ উপনামে ডেকো না।"
–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১১।।

মানুষকে সেই নামে ডাকা উচিত, যে নাম তার পসন্দ। কোনো মুসলমান কাউকে বিকৃত নামে কিংবা অপসন্দনীয় নামে ডাকবেন, এটি উচিত নয়। মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের অধিকার হচ্ছে—যখন তাকে ডাকবেন, উত্তম নামে ডাকবেন।

৮. খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ز ـ

"মুমিনগণ ! বেশী বেশী খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা অনেক ধারণায় গুনাহ হয়।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১২।।

অন্যের প্রতি সুধারণা রাখা-ই মুসলমানের উচিত। অযথা সূতো-নাতাকে ভিত্তি করে কল্পনার ইমারত তৈরি করা উচিত নয়। হতে পারে

www.pathagar.com

তার সব অনুমানই ভিত্তিহীন। কাজেই এ রকম কুধারণা আল্লাহর কাছে অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ـ بنى اسرائيل : ٣٦

"এমন কিছুর পেছনে লেগো না, যে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। চোখ, কান, মন এসব কিছুকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"
–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬।।

এ দিক নির্দেশনা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ আয়াত থেকে যে মূলনীতিটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে–আন্দাজ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যাপারেই অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া সন্দেহের ভিত্তিতে চিন্তা ও কর্মের সম্পাদন থেকেও বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৯. কারো পেছনে না লাগা

وَلَا تَجَسَّسُوْا ـ الحجرت : ١٢

"কারো দোষ খুঁজতে লেগে যেয়ো না।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১২।।

আরবী 'তাজাস্‌সাসু' শব্দের অর্থ কারো দোষ খুঁজতে লেগে যাওয়া। গোয়েন্দাগিরি। সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম দোষ বের করার চেষ্টা করা। একজন মুমিন ভাইয়ের দুর্বলতা খুঁজে খুঁজে বের করবে, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার হীন মানসে মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রাখবে, এটি কোনো মুমিনের কাজ হতে পারে না।

১০. গীবত (পরচর্চা) না করা

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط ـ الحجرت : ١٢

"তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করবে ? তোমরা নিজেরাই তো এটি অপসন্দ করো।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১২।।

www.pathagar.com

গীবতের অন্তর্নিহিত কলুষতা এমন, যেন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া। কে আছে, যে তা ঘৃণা করে না ? একজন মুমিনও গীবতকে এ রকম ঘৃণা করেন।

১১. চোগলখুরী থেকে বেঁচে থাকা

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ ۝ القلم : ١٠-١١

"তুমি এমন ব্যক্তির পাল্লায় পড়ো না, যে খুব বেশী কিরা-কসম করে। সেতো গুরুত্বহীন ব্যক্তি যে গালিগালাজ করে, অভিশাপ দেয় ও চোগলখুরী করে বেড়ায়।"-সূরা আল কলম ঃ ১০-১১।।

চোগলখুরী এমন এক চারিত্রিক ব্যাধি, যা মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্পর্কের শিকড় কেটে দেয়। রাগারাগি ও ঘৃণার বীজ বপন করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেই, যে চোগলখুরী করে বেড়ায় এবং বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরায়।'—তিনি আরো বলেছেন, 'চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

১২. ভাই ভাইয়ের মত থাকা

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ـ الحجرت : ١٠

"মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। তাই তোমাদের ভাইদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে দাও।"-সূরা আল হুজুরাত ঃ ১০।।

অর্থাৎ একে অপরের সাথে ভ্রাতৃ সম্পর্ক মযবুত করে দাও। ভাইয়ে ভাইয়ে যে ভালোবাসা, দরদ, সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব থাকে পরস্পরের মধ্যে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে দাও। কেউ যেন কারো ওপর বিরূপ না থাকে। অকস্মাৎ এরূপ হয়ে গেলে, দ্রুত তাদের মিলমিশের ব্যবস্থা করে দেয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনদিন থাকবে, সামনা সামনি হলে একজন এদিক আরেকজন ওদিক মুখ ফেরাবে এটি কোনো মুসলমানের জন্য শোভনীয় নয়। দুজনের মধ্যে সেই উত্তম যে আগে সালাম দেবে।'

www.pathagar.com

১৩. পরস্পর লড়াই-ঝগড়া হলে মীমাংসা করে দেয়া

وَاِنْ طَائِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج ـ الحجرت : ٩

"ঈমানদার লোকদের মধ্যে দু দল পরস্পর লড়াইয়ে জড়িয়ে গেলে, তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ৯।।

১৪. অত্যাচারীকে রুখে দাঁড়ানো

فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ط فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ○ الحجرت : ٩

"লড়াইয়ে লিপ্ত দু দলের মধ্যে একদল যদি অন্য দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করে, সীমালংঘনকারী দলের সাথে লড়াই করো, যতক্ষণ না সেই দলটি আল্লাহর নির্দেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। প্রত্যাবর্তন করলে তাদের উভয়ের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ সন্ধি করে দাও। আর সর্বাবস্থায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো। অবশ্যই আল্লাহ ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারীদের ভালোবাসেন।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ৯।।

মোটকথা, মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে অবনতি ঘটলে অন্যদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে মীমাংসা করে দেয়া। কোনো পক্ষ যদি গোয়ার্তুমী করে যুলুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিরত না হয়, সকল মুসলমানের উচিত তাদেরকে রুখে দাঁড়ানো। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। ফিরে এলে, উভয় পক্ষের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে সামান্য পক্ষপাতিত্ব যেন না হয়। আল্লাহ এমন মীমাংসাকারীকে পসন্দ করেন, যিনি অবৈধ সহায়তা ও পক্ষপাতিত্ব করেন না।

১৫. কল্যাণমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করা

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص ـ

"তাকওয়া ও কল্যাণমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো। সীমালংঘন ও গুনাহর কাজে সহযোগিতা করবে না।"

–সূরা আল মায়িদা ঃ ২।।

www.pathagar.com

মুসলিম সমাজে সত্য প্রীতি ও দীনি চেতনা এমন ব্যাপক ও সজীব থাকা উচিত, কেউ কোনো নেক কাজে অগ্রসর হলে সকলেই যেন তাকে স্বাগত জানিয়ে সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। কল্যাণমূলক কাজে লিপ্ত ব্যক্তির হাতকে শক্তিশালী করা এটিই যেন প্রত্যেকের কাম্য হয়। নেক কাজ থেকে সম্পর্কহীন থেকে শুধু মৌখিক সহানুভূতির বুলি আওড়ানো, এমন কুস্বভাবে যেন কাউকে পেয়ে না বসে। সকলেই যেন আক্ষরিক অর্থে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। নেক কাজে সহযোগিতা করার তাওফিককে নিজের জন্য পরম সৌভাগ্য মনে করেন।

১৬. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ م ـ التوبة : ٧١

"মুমিন পুরুষ ও মহিলা পরস্পরের বন্ধু ও সাথী।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ৭১।।

দীনি আত্মীয়তা মুমিনদেরকে এমন কাছাকাছি এনে দেয়, তারা পরস্পরের সার্বক্ষণিক সাথী এবং শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে যায়। তারা একে অপরের পৃষ্ঠপোষক ও কল্যাণকামী হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–'নিজের ভাইকে সাহায্য করো। সে যালিম হোক কিংবা মাযলুম।' এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! মাযলুমকে সাহায্য করাতো বুঝলাম। যালিমকে সাহায্য করবো কিভাবে?' বললেন—'তাকে যুলম থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা।'

–সহীহ আল বুখারী

১৭. সৎকাজে উৎসাহ প্রদান

يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ـ التوبة : ٧١

"তারা একে অপরকে সৎকাজে উৎসাহিত করে থাকে।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ৭১।।

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ ـ لقمن : ١٧

"তোমরা নেক কাজের আদেশ দাও।"–সূরা লুকমান ঃ ১৭।।

নেক কাজের প্রতি আন্তরিক টান, নেক কাজের বিস্তৃতি, ঈমানের পরিচায়ক। একজন মুমিন সারাক্ষণ এর-ই চিন্তায় বিভোর থাকে। এ কাজেই ব্যপৃত থাকে প্রতিটি মুহূর্ত।

www.pathagar.com

১৮. অন্যায়ের প্রতিরোধ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ التوبة : ٧١

"তারা একে অপরকে অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখে।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ৭১।।

وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ لقمن : ١٧

"অন্যায়ের প্রতিরোধ করো।"–সূরা লুকমান ঃ ১৭।।

সত্যের প্রতি আগ্রহ, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, অন্যায় প্রতিরোধ প্রচেষ্টা, মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোনো মুসলমান ভাইকে অন্যায়ে লিপ্ত দেখলে তিনি বিব্রত বোধ করেন। অন্যায়ের প্রতি স্বাভাবিক যে ঘৃণা, সেই ঘৃণা-ই অন্যায়কে রুখে দাঁড়ানোর প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়। তাই কোনো প্রিয় দীনি ভাই অন্যায় পথ থেকে না ফেরা পর্যন্ত তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন তাকে ন্যায় পথে ফিরিয়ে আনার জন্য।

১৯. মিষ্টভাষী হওয়া

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا ـ البقرة : ٨٣

"মানুষের সাথে মিষ্টি কথা বলো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৮৩

মুসলমান পরস্পরের সাথে হাসিমুখে, মিষ্টি সুরে ও সুভাষণে কথা বলবেন, এটি এক মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের অধিকার। কখনো রুক্ষ ও কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করবেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'মুসলমান ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত করায়ও সওয়াব রয়েছে।'

২০. সভা সমাবেশে অপরের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়া

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ج وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ـ المجادلة : ١١

"ঈমানদারগণ ! তোমাদেরকে যখন বলা হবে সভাস্থলে প্রশস্ততা সৃষ্টি করো, তোমরা জায়গা প্রশস্ত করে দেবে। আল্লাহ তোমাদেরকে

www.pathagar.com

প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন বলা হবে উঠে যাও, তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও জ্ঞানী আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। আর যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে খুব ভালোই জানেন।"–সূরা আল মুজাদালা ঃ ১১।।

মুসলমান একে অপরের প্রতি উদার হওয়া উচিত। আরাম আয়েশের ব্যাপারে একে অপরকে আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানানো উচিত। কোনো সভা সমাবেশে বিলম্বে আসা ব্যক্তিদের উদারতা ও মহব্বতের সাথে জায়গা করে দেয়া কর্তব্য। অসদাচারণ করা উচিত নয়। এমনভাবে বসা উচিত, যেন সকলেরই জায়গা হয়ে যায়। সভাপতি যদি কিছু লোককে উঠে যেতে আবেদন করেন, দ্বিধা সংকোচ না করে খুশী মনে উঠে যাওয়া উচিত। অবস্থা এমনও হতে পারে সভাপতি কতিপয় লোকের উপস্থিতি সমীচীন মনে করছেন না এজন্য উঠে যেতে বলছেন।

২১. অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেয়া

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ج ـ الانعام : ١٥٢

"আর যখন তোমরা কথা বলো ইনসাফের সাথে বলো, ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৫২।।

একজন মুমিন সর্বদা ইনসাফের কথা বলবেন। ন্যায় ইনসাফ পরিহার করে স্বজন প্রীতি ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন, এটি মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়।

২২. মুসলমানের জন্য দুআ করা

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط ـ محمد : ١٩

"নিজের জন্য ও মুমিন পুরুষ-মহিলার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।"
–সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯।।

মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক, শুধু তাদের আচার-আচরণ ও সভ্যতা সংস্কৃতির পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয় বরং তাদের মধ্যে এমন আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠা উচিত, যেন সকলেই সকলের কল্যাণকামী হয়। কোনো মুমিন বান্দা যখন একান্তে নিজেকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দিয়ে কাকুতি মিনতি জানাতে উদ্যত হন,

www.pathagar.com

তখনো যেন তিনি তার মুসলমান ভাইদের কথা ভুলে না যান সকলের জন্যই যেন তিনি কায়মনে দু জাহানের কল্যাণের জন্য দুআ করেন। আর এ দুআ-কে যেন মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার মনে করেন।

২৩. অপরকে সালাম দেয়া

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ـ الانعام : ٥٤

"আমার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন লোক যখন তোমাদের কাছে আসে, তখন তাদেরকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলো।"

–সূরা আল আনআম ঃ ৫৪।।

২৪. উত্তমভাবে সালামের জবাব দেয়া

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا ط ـ النساء : ٨٦

"যখন কেউ তোমাকে সালাম দেয়, তার চেয়ে উত্তমভাবে সালামের জবাব দাও। অন্তত তার মতো করে হলেও জবাব দেবে।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৮৬।।

কেউ সালাম করলে হাসিমুখে ও আনন্দচিত্তে জবাব দেয়া এবং সালামের জবাবে অপেক্ষাকৃত উত্তম রীতি অবলম্বন করা উচিত। সালাম শুধু কতিপয় শব্দের বিনিময়ই নয় বরং পরস্পরের জন্য মনের গহনে যে আন্তরিকতা লুক্কায়িত আছে, সালাম তারই বহিঃপ্রকাশ।

২৫. জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط ـ التوبة : ١٠٣

"তাদের জন্য দুআ করুন, আপনার দুআ তাদের সান্ত্বনার কারণ হবে।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩।।

আয়াতে বর্ণিত 'সাল্লি আলাইহিম' (صَلِّ عَلَيْهِمْ)-এর তাৎপর্য কেবল জীবিতাবস্থায় দুআ করা নয়, মৃত্যুর পরও দুআ করা বুঝায়। জানাযা নামায পড়াও এর মধ্যে শামিল। এ সূরার ৮৪নং আয়াতে মুনাফিকদের জানাযা নামায পড়া কিংবা তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দুআ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতে গুনাহগার মুসলিমের কথা আলোচনা

www.pathagar.com

করা হয়েছে। যারা মুনাফিক নয়। এজন্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দুআ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ দুআ তাদের প্রশান্তির কারণ হবে। আর প্রকৃত প্রশান্তিতো আখিরাতের প্রশান্তি। যে মুমিন জীবিতাবস্থায় রাসূলের দুআ পাবার অধিকারী হবেন মৃত্যুর পরও তিনি রাসূলের দুআ পাবার যোগ্য বিবেচিত হবেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন— 'এক মুসলমানের প্রতি আরেক মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি ?' বললেন-'১. কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে দেখা হলে, সালাম দেবে। ২. মুসলমান ভাই যখন তোমাকে খাওয়ার দাওয়াত দেবে, দাওয়াত কবুল করবে। ৩. সে তোমার কাছে উপদেশ চাইলে, সদুপদেশ দেবে। ৪. হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জবাব দেবে। ৫. যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়বে, তার সেবা করবে। ৬. এবং ইন্তিকাল করলে তার জানাযার নামাযে শরীক হবে।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুন্দর জীবন

www.pathagar.com

সুন্দর জীবন

মানুষের পারিবারিক জীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যখন নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও মনযোগের সাথে সেই দায়িত্ব পালন করেন, কেবল তখনই সৃষ্টি হতে পারে মধুর ও আনন্দঘনো পারিবারিক পরিবেশ। এ দায়িত্ব পালনে কোনো একজন যদি অমনযোগী হয়ে যায়, গোটা পারিবারিক বন্ধনই শিথিল হয়ে পড়ে। শুরু হয় চরম অশান্তি ও বিশৃংখলা।

www.pathagar.com

বিয়ে

১. মানব সভ্যতায় বিয়ের মর্যাদা

বিয়ে নারী-পুরুষের নিছক যৌন সম্ভোগের সার্টিফিকেট নয়। এটি এক মহৎ সামাজিক বন্ধন। পুতঃপবিত্র নৈতিক সম্পর্ক। এটিই হচ্ছে মানব সভ্যতার ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপরই মানব সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতি নির্ভরশীল।

ইসলাম বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে মানব সভ্যতাকে মযবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চায়। তাই ইসলাম বিয়ের ব্যাপারে যেমন গুরুত্ব দিয়েছে তেমনি উৎসাহ প্রদান করেছে।

মোটকথা নারী-পুরুষের ভালোবাসার সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই মানব সভ্যতায় ভালোবাসার ক্রমবিকাশ হয়। আর এ সম্পর্কের বিপর্যয় মানব সভ্যতার গোটা ভিতকেই নড়বড়ে করে দেয়। তাই ইসলাম বিয়েকে সহজ করে দিয়ে পরস্পরের সম্পর্ককে গভীর ও দৃঢ় করণের লক্ষ্যে নানাভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে।

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ط ـ

"মুহাররাম মহিলা ছাড়া আর সকলকে অর্থ সম্পদের বিনিময়ে লাভ করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। অবশ্যই তাদেরকে বিয়ে করতে হবে। (বিয়ে ছাড়া) অবাধ যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য নয়।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৪

উল্লেখিত আয়াতের আগে ঐ সমস্ত মহিলাদের তালিকা বর্ণনা করা হয়েছে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম। উক্ত মহিলাদের ছাড়া একজন পুরুষ যে কোনো মহিলাকে বিয়ে করতে পারেন। শর্ত হচ্ছে—দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে এবং শরঈ আইন কানুন মুতাবেক বিয়ে সম্পাদন করতে হবে। বিয়ে ছাড়া নারী পুরুষের যে কোনো ধরনের যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম। এরূপ অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারী চরম অপরাধী।

www.pathagar.com

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ج فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ط وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○ النساء : ٢٥

"তোমরা তাদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে করো। প্রচলিত পদ্ধতিতে তাদেরকে দেনমোহর দাও। যেন তারা বিয়ের বেষ্টনীতে সুরক্ষিত থাকে। অবাধ যৌন লালসা চরিতার্থে উদ্যোগী না হয় এবং অভিসারে না বেরোয়। বিয়ের বেষ্টনীতে সুরক্ষিত থাকার পরও যদি তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। স্বাধীন মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক তাদেরকে দিতে হবে। এ ব্যবস্থা তাদের জন্য যারা বিয়ে না হলে গুনাহর কাজ করে বসতে পারে। সবর করতে পারলে তোমাদের জন্য ভালো (অজান্তে কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে তাওবা করো), আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (তাই তোমাদের জন্য এসব সহজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন)।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৫।।

সমাজ সভ্যতার ভিত্তি গড়ে উঠে নারী পুরুষের ভালোবাসায়। তাই ইসলাম নারী পুরুষের সম্পর্ক স্থাপনের একটি মাত্র উপায়কে বৈধ করেছে। তা হচ্ছে—বিয়ে। বিয়ে পবিত্র এক চুক্তি। এছাড়া সম্পর্ক স্থাপনের সব উপায়-উপকরণই অবৈধ।[১]

২. বিয়ে আম্বিয়া কিরামের সুন্নাত

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ط ـ الرعد : ٣٨

"হে নবী ! আমি আপনার আগেও অনেক নবী রাসূল পাঠিয়েছি। তাদেরও স্ত্রী-সন্তান ছিলো।"–সূরা আর রাদ ঃ ৩৮।।

দীন সম্পর্কে অজ্ঞ ও নির্বোধ কিছু লোক বিয়েকে মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির প্রতিবন্ধক মনে করে। সন্ন্যাসবাদকে মনে করে আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান। পবিত্র কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে—আধ্যাত্মিক

১. অবশ্য বাঁদীকে বিয়ে না করেও তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ। এ অনুমতি স্বয়ং আল্লাহ্-ই কুরআন-এর মাধ্যমে দিয়েছেন।–লেখক

www.pathagar.com

উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন নবী-রাসূলগণ, তাঁরাও বিয়ে করেছেন, তাদেরও সন্তানাদি ছিলো। বিয়ে হচ্ছে তাদের সুন্নাত।

৩. বিয়ে একটি মযবুত প্রতিশ্রুতি

وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ـ النساء : ٢١

"মহিলারা তোমাদের থেকে মযবুত প্রতিশ্রুতি নিয়েছে।"
–সূরা আন নিসা ঃ ২১।।

বিয়েকে 'মযবুত প্রতিশ্রুতি' বলার উদ্দেশ্য–এটি এমন এক প্রতিশ্রুতি যা সারাটি জীবন রক্ষা করার প্রচেষ্টা করা হয়। এ প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমান। কাজেই এ ব্যাপারে উভয়ের আন্তরিকতার প্রয়োজন। প্রতিশ্রুতি দুর্বল হয়ে পড়ে, এরূপ কোনো আচরণই কারো করা উচিত নয়। প্রতিশ্রুতি যদি কোনো মতেই আর রক্ষা করা সম্ভব না হয়, কেবল তখনই তা ভঙ্গ করা বৈধ।

৪. বিয়ে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ز ـ البقرة : ٢٢٣

"স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ। যেভাবে ইচ্ছে—তোমাদের ক্ষেতে যাও।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৩

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল যৌন তৃপ্তি লাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এক উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক। স্বামী স্ত্রীর উদাহরণ ক্ষেত ও কৃষকের মতো। পুরুষ হচ্ছে মানব বাগানের চাষী, আর মহিলা হচ্ছে সেই বাগান। একজন কৃষক শুধু আনন্দ ফুর্তি ও ভ্রমণের জন্য তার ক্ষেতে যায় না, ফসল উৎপন্ন করাই তার লক্ষ্য। তাই মানব বাগানের এ চাষীকে মানব ফসল উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়েই তাকে বাগানে যেতে হবে।

৫. সুসন্তান লাভের জন্য বিয়ে

وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ط ـ البقرة : ٢٢٣

"তোমরা নিজেদের ভবিষ্যত চিন্তা করো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৩

এ শব্দ দুটোর তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সারকথা হচ্ছে—বিয়ের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের বংশধারা অব্যাহত রাখো। যেন তোমরা

www.pathagar.com

পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগেই তোমাদের কাজের জন্য যোগ্য উত্তরসূরী তৈরি হয়ে যায়। সেই উত্তরসূরী যেন দীনদারী, নীতি নৈতিকতায় ও মানবিক মূল্যবোধে আদর্শস্থানীয় হয়ে গড়ে উঠে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। কেবল উত্তরসূরী বানিয়ে রেখে যাবে, মুসলমানের জন্য এটিই যথেষ্ট নয়। সে ঈমান আকীদা, নৈতিক চরিত্র, শালীনতা ও মানবতায় শীর্ষস্থানীয় হয়ে গড়ে উঠলো কিনা তাও চিন্তা করতে হবে। এর ওপরই নির্ভর করছে আগামী দিনের শান্তি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণ।

৬. বিয়ে সভ্যতার ভিত্তি

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط ـ النور : ٣٢ـ٣٣

"তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন আর তোমাদের গোলাম বাঁদীর মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান তাদের বিয়ে দাও। তারা অস্বচ্ছল হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহই স্বচ্ছলতা প্রদানকারী, মহাবিজ্ঞ। আর যারা বিয়ের সামর্থ রাখে না, তাদের উচিত নৈতিকতা ও পবিত্রতা বজায় রাখা, যতক্ষণ না আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দেন।"–সূরা আন নূর ঃ ৩২-৩৩।।

কুরআন প্রতিটি পুরুষ ও মহিলাকে বিয়ের তাকিদ দেয়। প্রকৃতিগত যৌন তাড়না বৈধ উপায়ে পরিতৃপ্তির আহ্বান জানায়। বিয়ে ছাড়া নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপন হারাম। এতে মানবতা বিপর্যস্ত হয়। তাই কুরআন প্রাপ্ত বয়স্ক কোনো নারী পুরুষকে বিয়ে ব্যতিরেকে দেখতে পসন্দ করে না। গোটা মানব সমাজকে এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। অস্বচ্ছলতার কারণে কেউ বিয়ে করতে না পারলে তাকেও অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত না হয়ে সংযমী হয়ে চলার নির্দেশ দেয়। যতদিন আল্লাহ তাকে আর্থিক স্বচ্ছলতা না দেন, বিয়ে করে দাম্পত্য জীবন শুরু করে পারিবারিক জীবনের ভিত গড়তে সক্ষম না হয়, ততদিন তাকে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে বলে। অবৈধ পথ অবলম্বন করে মানব সভ্যতার শিকড় কাটতে কঠোরভাবে নিষেধ করে।

www.pathagar.com

মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে বিয়ে। কেননা সভ্যতার গোড়া পত্তনই তো হয় নারী পুরুষের পবিত্র আত্মিক বন্ধনে। এ ক্ষেত্রে যদি এমন স্বাধীনতা দেয়া হয়, নারী পুরুষ বিয়ে ছাড়াই যৌন তৃপ্তি লাভ করতে পারবে। তাহলে যৌন সম্ভোগের পর যে যার পথে চলে যাবে। দেখা যাবে মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে। সভ্যতা সংস্কৃতির প্রাসাদ ধ্বসে পড়ছে বালুর বাধের মতো। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

"বিয়ের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি দাম্পত্য জীবন থেকে পালিয়ে বেড়াবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

সত্যি বলতে কি, যারা বিয়ের মতো পবিত্র সম্পর্ককে অস্বীকার করে, বিকল্প পথে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করে, তারা মানব সভ্যতার শত্রু। এ ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো সম্পর্ক নেই। আর ইসলামী সমাজে অবস্থানের কোনো অধিকারও তাদের নেই।

৭. বিয়ে মানব ধারা অব্যাহত রাখে

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج ـ النساء : ١

"হে মানব জাতি ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। পরে তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু সংখ্যক নারী পুরুষ।"–সূরা আন নিসা ঃ ১।।

মানব জাতির অস্তিত্ব বিয়ের শক্তিশালী বন্ধনের ওপর নির্ভরশীল। শুধু সাময়িক যৌন সুখ লাভ করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার মধ্যে নয়। দাম্পত্য বন্ধন ছাড়া মানব ধারা একদিনের জন্যও চলতে পারে না। মানব শিশু স্বাবলম্বী হতে দীর্ঘ কয়েক বছরের সেবা-যত্ন, লালন পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার মুখাপেক্ষী। তার এ চাহিদা তখনই পূরণ হতে পারে, যখন পিতামাতা আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে সমানভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবেন। আর সমানভাবে দায়িত্ব পালন ও আন্তরিকতা সৃষ্টিতে যে জিনিসের ভূমিকা অপরিসীম, তা হচ্ছে বিয়ে।

www.pathagar.com

৮. বিয়ে নারী পুরুষের ভালোবাসার ভিত্তি

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط ـ الروم : ٢١

"আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে অনণ্যতম একটি নিদর্শন হচ্ছে—তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাদের থেকে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের পরস্পরকে প্রীতি ডোরে বেঁধে দিয়েছেন।"–সূরা রূম ঃ ২১

৯. বিয়ে মানসিক প্রশান্তির উপকরণ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ج ـ

"তিনিই তোমাদেরকে একটি জীবন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর স্বজাতি থেকে বানিয়েছেন তার জোড়া। যেন মানসিক প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারো।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৮৯।।

এখানে 'মানসিক প্রশান্তি ও স্বস্তি' বলতে যৌন তৃপ্তিকেই বুঝানো হয়েছে। বৈধভাবে যৌন তৃপ্তি মানুষকে এমন প্রশান্তি এনে দেয় যার প্রভাব গোটা জেন্দেগীতেই পড়ে থাকে। পক্ষান্তরে যৌন অতৃপ্তি মানুষের গোটা জীবনকে বিষিয়ে তুলে এবং এলোমেলো করে দেয়।

১০. বিয়ে ইজ্জত ও শালীনতার গ্যারান্টি

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط ـ البقرة : ١٨٧

"তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের, তোমরা তাদের পরিচ্ছদ স্বরূপ।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭।।

পোশাক যেমন মানুষের শালীনতাকে রক্ষা করে,তেমনিভাবে স্ত্রী স্বামীর ও স্বামী স্ত্রীর ইজ্জতের হিফাযতকারী। এজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকদের ব্যাপারে বলেছেন—

"বিয়েতে সামর্থ আছে এমন যুবক যেন অবশ্যই বিয়ে করে। বিয়ে মানুষকে যৌন নিপীড়ন থেকে বাঁচায়। তা বিয়ে-ই হচ্ছে ইজ্জত ও শালীনতার গ্যারান্টি।"

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেছেন—'পবিত্র জীবন যাপনের মানসে যে বিয়ে করবে, তার সাহায্যের দায়িত্ব আল্লাহর।'

১১. বিয়ে সংরক্ষিত দুর্গ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ط ـ المائدة : ٥

"ঈমানদার সতী নারী এবং আগের কিতাবধারী সতী নারী তোমাদের জন্য হালাল। শর্ত হচ্ছে—তোমরা তাদের দেনমোহর পরিশোধ করবে এবং তাদের হিফাযতকারী হবে। অবাধ যৌন লালসা চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হবে না এবং অভিসারীও হবে না।"–সূরা মায়িদা ঃ ৫।।

বিয়ে মানুষের শালীনতা ও সম্ভ্রম রক্ষার এক দুর্গের মতো। অবৈধ যৌনাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ সেই দুর্গে আশ্রয় নেয় এবং যাবতীয় নৈতিক অবক্ষয় থেকে বেঁচে থেকে নতুন প্রজন্মের ভিত্তি স্থাপন করে।

১২. বিয়ের উৎসাহ প্রদান

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط ـ النور : ٣٢ـ٣٣

"তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন, আর তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান তাদের বিয়ে দাও। তারা যদি গরীব হয় আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের ধনী বানিয়ে দেবেন। আল্লাহ স্বচ্ছলতা প্রদানাকারী, জ্ঞানী।"–সূরা আন নূর ঃ ৩২।।

'আয়ামা' শব্দটি অবিবাহিত নারী পুরুষ উভয়কেই বুঝায়। এমন মহিলা যার স্বামী নেই এবং এমন পুরুষ যার স্ত্রী নেই উভয়কেই আরবীতে 'আয়ামা' বলা হয়।

www.pathagar.com

অবিবাহিত সকল নারী-পুরুষকে আল কুরআন বিয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। কোনো পুরুষ মহিলাকেই বিয়ের বাইরে থাকতে দিতে চায় না। এমন কি দাস দাসীকেও বিয়ে ব্যতিরেকে থাকতে নিষেধ করে। এ তাকিদ শুধু সংশ্লিষ্ট পুরুষ মহিলাকে করা হয়নি। বরং যারা তাদের মুরব্বী, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী তাদেরকেও করা হয়েছে। যেন তাদের বিয়ের ব্যাপারে তারাও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। যার কোনো অভিভাবক নেই রাষ্ট্র তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করবে।

বিয়েতে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলা হয়েছে—'তারা যদি গরীব হয় আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের ধনী বানিয়ে দেবেন' এর অর্থ এই নয় যে, তিনি বিয়ে করলেই ধনী হয়ে যাবেন বরং এর তাৎপর্য হচ্ছে—যদি গরীব হন, আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকে তবু যেন তিনি বিয়ে থেকে পিছ পা না হন।

কনে পক্ষের প্রতি হিদায়াত হচ্ছে—ভদ্র ও চরিত্রবান কোনো ছেলের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হলে, দারিদ্রতার ওজুহাতে যেন তা প্রত্যাখ্যান করা না হয়। ছেলে পক্ষের অভিভাবকদের বলা হয়েছে ছেলের আয় উপার্জন কম বলে বিয়েতে বিলম্ব করা উচিত নয়। যাদের বিয়ের বয়স হয়েছে তাদের জন্য নির্দেশ, আয় উপার্জন কম হলেও যেন তারা বিয়েতে টালবাহানা না করে। বরং আয় রোযগার কম, তবু আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে বিয়ে করে ফেলাই ভালো। অনেক সময় দেখা যায় বিয়েই তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণ হয়ে যায়। স্ত্রীর সহযোগিতায়ও অনেক ক্ষেত্রে উপার্জনে জোয়ার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া কাঁধে দায়দায়িত্ব চেপে যাওয়ার পর সাধারণত পুরুষরা অপেক্ষাকৃত বেশী পরিশ্রমী হয়ে উঠে। সবচেয়ে বড়ো কথা, কার তাকদীরে কী লেখা আছে কে বলতে পারে ? আল্লাহ কাকে কী করতে চান তা কি কেউ জানেন ? এজন্য বিয়ের ব্যাপারে হিসেব করলেও, বেশী হিসেব ভালো নয়।

www.pathagar.com

বিয়েতে ঈমান ও ইসলামের গুরুত্ব

وَلَا تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ط وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ج وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ط اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ج وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ج وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ○ البقرة : ٢٢١

"ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করো না। তারা তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও মুসলিম বাঁদী সম্ভ্রান্ত মুশরিক মহিলার চেয়ে উত্তম। মুশরিক পুরুষকেও তোমরা বিয়ে করো না যতক্ষণ সে ঈমান না আনে। মুশরিক পুরুষ যতই সুদর্শন হোক না কেন একজন মুমিন ক্রীতদাসও তার চেয়ে উত্তম। মুশরিকরা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আহ্বান করেন ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। তিনি মানুষের জন্য তাঁর নির্দেশসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২১।।

মুমিন ব্যক্তি কোনো মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করবেন, এ অনুমতি কুরআন তাকে দেয় না। তদ্রূপ একজন ঈমানদার মহিলাকেও কোনো মুশরিকের সাথে বিয়ের অনুমোদন করে না। কারণ বিয়ে কেবল যৌন চাহিদা মেটানোর জন্যই নয়। বিয়ে এক আদর্শিক, নৈতিক ও আন্তরিক সম্পর্কের নাম। তাই একজন মুমিনের আন্তরিক সম্পর্ক কেবল আরেকজন মুমিনের সাথেই সম্ভবপর। একজন মুশরিকের চিন্তা চেতনার প্রভাব বন্ধু হিসেবে শুধু তার ওপরই পড়ে না। পরবর্তী বংশধরেরাও এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এজন্য একজন খাঁটি মুমিন ব্যক্তিকে যৌন কামনা পরিতৃপ্তির জন্য তার ঈমান আকীদা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও আচার-আচরণকে হুমকীর সম্মুখীন করার এবং পরবর্তী বংশধরদের ক্ষতিগ্রস্ত করার অবকাশ কোনোক্রমেই তাকে দেয়া যেতে পারে না।

www.pathagar.com

১. সৎ পুরুষের জন্য সতী নারী

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ج وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ج ـ النور : ٢٦

"দুশ্চরিত্র মহিলা অসচ্চরিত্র পুরুষের জন্য। আর অসচ্চরিত্রের পুরুষ দুশ্চরিত্র মহিলার যোগ্য। তদ্রূপ সচ্চরিত্রের পুরুষ পবিত্র চরিত্রের মহিলাদের জন্য এবং পবিত্র চরিত্রের মহিলা সচ্চরিত্র পুরুষের যোগ্য।"–সূরা আন নূর ঃ ২৬।।

পবিত্র চরিত্রের পুরুষ মহিলার জোড়া অনুরূপ চরিত্রের পুরুষ মহিলার সাথেই সম্ভব। দুশ্চরিত্রের নারী-পুরুষ কেবল অনুরূপ দুশ্চরিত্র নারী পুরুষেরই যোগ্য। চরিত্রহীন পুরুষের সাথে একজন সতী মহিলা কিংবা চরিত্রবান পুরুষের সাথে একজন অসতী মহিলার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। তাছাড়া ইসলাম যে মহৎ উদ্দেশ্যে বিয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তা এই পরস্পর বিপরীত চরিত্রের নারী-পুরুষের মিলনে কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

২. ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারীই বিয়ে করবে

اَلزَّانِىْ لَايَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ز وَّالزَّانِيَةُ لَايَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ج وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ○ النور : ٣

"ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করবে না ব্যভিচারী বা মুশরিক ছাড়া (অন্য কেউ)। এটি ঈমানদারদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তদ্রূপ ব্যভিচারীও যেন ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে না করে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩।।

উচ্ছৃংখল যৌনাচারীর সাথে একজন শান্তশিষ্ট ও সতী মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। জেনে শুনে নিজ কন্যাকে এমন বখাটে ছেলের হাতে তুলে দেবে এটি কোনো ঈমানদার অভিভাবকের জন্যও জায়েয নেই বরং হারাম। তেমনিভাবে দীনদার চরিত্রবান একটি ছেলে দুশ্চরিত্রা ও অভিসারিনী কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে তাও হতে পারে না।

www.pathagar.com

যেসব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম

মানব জাতির ধারাবাহিকতা, নর-নারীর শান্তি ও স্বস্তি লাভ, (বিয়ের মাধ্যমে) যৌন পরিতৃপ্তির ওপর নির্ভরশীল। কুরআন এ ধরনের যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে শুধু স্বীকৃতিই দেয় না বরং একে আবশ্যকীয় মনে করে। উপরন্তু এ সম্পর্ক স্থাপন ত্যাগ করাকে ভীষণ অপসন্দ করে। তাই বলে (বিয়ের মাধ্যমে) যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বেলায়ও তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়নি। এজন্য কিছু বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলোর সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন প্রত্যেকের জন্যই অপরিহার্য। নইলে তাদের বংশীয় ও আত্মীয়তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। নষ্ট হবে গোত্রীয় সম্পর্ক। সামাজিক সুষ্ঠতা ও বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য নারী পুরুষের সম্পর্ক যেমন জরুরী তেমনিভাবে নিষিদ্ধ বিধি বিধানের সংরক্ষণও অপরিহার্য।

আল কুরআন যেসব আত্মীয়াকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করেছে তারা তিন শ্রেণীর। ১. বংশগত কারণে নিষিদ্ধ, ২. দুধ পানের কারণে নিষিদ্ধ, ৩. বৈবাহিক কারণে নিষিদ্ধ।

১. বংশগত কারণে নিষিদ্ধ ঃ পিতামাতার সম্পর্কের কারণে যেসব আত্মীয়তার সৃষ্টি হয়। এরা মৌলিকভাবে সাত প্রকারের। যেমন-১, মা ২. কন্যা ৩. বোন ৪. ফুফু ৫. খালা ৬. ভাতিজী ৭. ভাগ্নী এসব আত্মীয়ার মধ্যে পরস্পর বিয়ে নিষিদ্ধ। এ নিষিদ্ধতা বংশগত কারণে হয় বলে একে 'হুরমাতু নাসাব' বলা হয়।

২. দুধ পানের কারণে নিষিদ্ধ ঃ ছোট ছেলে বা মেয়ে কোনো মহিলার দুধ পান করলে সেই মহিলা তার দুধ-মা এবং তার স্বামী দুধ-পিতা হিসেবে গণ্য হয়। এ ধরনের পিতা-মাতার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা নিষিদ্ধ। পিতা-মাতার সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিয়ে হারাম হয়ে যায় দুধ-পিতা দুধ-মায়ের সম্পর্কের কারণেও তাদের সাথে বিয়ে হারাম বা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'দুধ পানের কারণে ঐসব আত্মীয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়ে যায়, বংশগত কারণে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ।'

www.pathagar.com

৩. **বৈবাহিক কারণে নিষিদ্ধ ঃ** বৈবাহিক কারণে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ তাকে 'হুরমাতু মুসাহ্হারাত' বলে। এটি দু প্রকারের।

এক ঃ স্থায়ী হারাম ঃ যেমন স্ত্রীর মা (শ্বাশুড়ী), ছেলের বৌ, স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঘরের কন্যা (যদি স্ত্রীর সাথে একান্তে বাস হয়ে থাকে)। এসব আত্মীয়ের সাথে বিয়ে স্থায়ীভাবেই নিষিদ্ধ।

দুই ঃ অস্থায়ী হারাম ঃ যেমন-স্ত্রীর বোন (শালী)। স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় স্ত্রীর বোনকে বিয়ে নিষিদ্ধ। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে কিংবা তালাক দিলে তার বোনকে বিয়ে করা যাবে।

১. সৎ মা

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ط وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ○ النساء : ٢٢

"তোমাদের পিতা যেসব মহিলাকে বিয়ে করেছে তাদেরকে তোমরা বিয়ে করো না। আগে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। এটি একটি নির্লজ্জ কাজ। অপসন্দনীয় ও নিকৃষ্ট আচরণ।"-সূরা আন নিসা ঃ ২২।।

পরবর্তী আয়াতে যাদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ তাদের তালিকা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে প্রথমেই মায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। মা শব্দটি সৎ ও আপন উভয়ের বেলায়ই প্রযোজ্য। তবু আলোচ্য আয়াতে সৎ মায়ের ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ জাহেলী যুগে অনেক নির্লজ্জ ব্যক্তি বাপ-দাদার বিয়ে করা মহিলাদের বিয়ে করতো। কিন্তু রুচি ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী অনেকেই তখন এ আচরণকে খারাপ মনে করতেন। এদের ঔরসজাত সন্তানকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। কুরআন এ অশালীন আচরণকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সৎ মাকে দুধ-মায়ের মতো মর্যাদা দিয়ে বিষয়টিকে আলাদাভাবে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেছে।

মুহাররাম মহিলাকে বিয়ে কিংবা তাদের সাথে কোনোরূপ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতেন এবং তার যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতেন। ইমাম ইবনু মাজা হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে বুঝা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে নীতি হিসেবে

www.pathagar.com

নির্ধারণ করেছেন যে, মুহাররাম মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

আয়াতে 'আবাউন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটি 'আবুন' শব্দের বহুবচন। অর্থ বাপ-দাদা। এতে বুঝা যায়, শুধু পিতার স্ত্রীর কথাই বলা হয়নি সাথে দাদা ও নানার স্ত্রীদের কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ এদের বিয়ে করা স্ত্রীদের বিয়ে করাও হারাম।

২. মা

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ ـ النساء : ٢٣

"মায়েদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।"
-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

মায়ের হুকুমের মধ্যে নানী দাদীও শামিল। তারপর নানী ও দাদীর মা। এভাবে যত উপরেরই হোক না কেন, হারাম।

৩. কন্যা

وَبَنٰتُكُمْ-

"তোমাদের কন্যাগণ (ও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ)।"-সূরা নিসা ঃ ২৩।।

কন্যা বলতে নাতনী, নাতনীর মেয়ে এভাবে যত নিচের দিকেরই হোক, হারাম।

৪. বোন

وَاَخَوٰتُكُمْ

"(হারাম করা হয়েছে) তোমাদের বোন।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

বোন বলতে দুধ বোন, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় সকল শ্রেণীর বোনই এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

৫. ফুফু

وَعَمّٰتُكُمْ

"তোমাদের ফুফু।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

www.pathagar.com

ফুফুর হুকুমের মধ্যেও পিতার বোন, দাদার বোন, পর দাদার বোন সবাই শামিল। আপন হোক, সৎ হোক কিংবা দুধ বোন, সবাই।

৬. খালা

وَخٰلٰتُكُمْ

"তোমাদের খালা।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

মায়ের বোন, নানীর বোন কিংবা পর নানীর বোন সবাই। আপন, সৎ ও দুধ বোন যাই হোক না কেন।

৭. ভাতিজী

وَبَنٰتُ الْاَخِ

"আর তোমাদের ভাইয়ের মেয়ে (ভাতিজী)।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

আপন ভাই, সৎ ভাই অথবা দুধ ভাইয়ের মেয়ে ও তার নিচের দিকে সকলেই হারাম।

৮. ভাগ্নি

وَبَنٰتُ الْاُخْتِ

"তোমাদের ভাগ্নিদেরকে।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

এখানে আপন, সৎ ও দুধ বোনের কন্যাও অন্তর্ভুক্ত। আরো যত নিচেই হোক, হারাম।

৯. দুধ মা

وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ۔

"যে মা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে, তারাও।"-সূরা নিসা ঃ ২৩।।

নিজ পিতামাতার সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিয়ে নিষিদ্ধ, দুধ পিতামাতার সম্পর্কের কারণেও তাদেরকে বিয়ে নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

১০. দুধ বোন[২]

وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ۔

"আর তোমাদের দুধ বোন।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

১১. শাশুড়ি

وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ۔

"তোমাদের স্ত্রীদের মা (অর্থাৎ শাশুড়ি)।"-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

স্ত্রীর মা আপন মায়ের মতো। তাকে বিয়ে করা সব সময়ের জন্যই হারাম। বিয়ের পর নির্জন বাসের সুযোগ হয়নি এমন স্ত্রীর মাকেও বিয়ে করা হারাম। এ সম্পর্কে চার ইমামই একমত।

১২. স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঘরের মেয়ে

وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز

"যেসব স্ত্রীর সাথে তোমাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তাদের মেয়ে। যারা তোমাদের কোলে পিঠে মানুষ হয়েছে।"

-সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

'যারা তোমাদের কোলে পিঠে মানুষ হয়েছে' কথাটি মানুষের রুচি ও লজ্জাবোধ জাগ্রত করার জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ যাকে কোলে পিঠে করে লালন-পালন করা হয় তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা কোনো ভদ্র ও রুচিশীল ব্যক্তির পক্ষে কি আদৌ সম্ভব ? সাধারণত বিয়ে হালাল হারামের ব্যাপারে কোলে পিঠে মানুষ হওয়া কোনো শর্ত নয়। যেমন স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঘরের মেয়ে যে তার কাছে লালিত পালিত না হয়ে অন্যত্র প্রতিপালিত হয়েছে তাকেও বিয়ে করা হারাম।

---

২. পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই এমন ছেলে ও মেয়ে যদি কোনো এক মহিলার দুধ পান করে তাহলে তারা পরস্পর দুধ ভাইবোন হয়ে যায়। তাছাড়া যে মহিলা দুধ পান করান তার আপন মেয়েও দুধবোন হিসেবে গণ্য হয়।-অনুবাদক

www.pathagar.com

১৩. পুত্রবধূ

وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ

"তোমাদের ঔরসজাত ছেলের বউ।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

'ঔরসজাত' কথাটি এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে, পালক পুত্রের বউকে তালাক দিলে বিয়ে করা বৈধ। পুত্রবধূর মধ্যে নাতবউ বা নাতির ছেলের বউও অন্তর্ভুক্ত।

১৪. দুই সহোদরাকে একত্রে বিয়ে

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ-

"আপন দু বোনকে একত্রে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৩।।

স্ত্রীর আপন বোনকে স্ত্রীর বর্তমানে বিয়ে করা হারাম। স্ত্রী মারা গেলে কিংবা তালাক দিলে বিয়ে করায় কোনো দোষ নেই। স্ত্রীর খালা, ফুফু, ভাইঝি ও বোনঝিদের বেলায়ও একই হুকুম প্রযোজ্য। অর্থাৎ স্ত্রীর অবর্তমানে এদেরকে বিয়ে করা যাবে, কিন্তু স্ত্রীর বর্তমানে যাবে না। ইসলামী আইন বিশারদ (ফকীহ্) গণ এ সম্পর্কে একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন–

"এমন দুজন মহিলাকে একত্রে বিয়ে করা হারাম যাদের একজনকে পুরুষ কল্পনা করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে বৈধ হতে পারে না।"

১৫. অন্যের বিবাহাধীনে থাকা মহিলা

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ _ النساء : ٢٤ ٠

"অন্যের বিবাহিত স্ত্রী (তালাক না হওয়া পর্যন্ত) তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৪।।

www.pathagar.com

যাদেরকে বিয়ে করা বৈধ

১. যুদ্ধ বন্দিনী

اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ـ النساء : ٢٤

"যুদ্ধ-বন্দিনী হিসেবে যেসব মহিলা হস্তগত হয় তারা তোমাদের জন্য বৈধ।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৪।।

যুদ্ধ-বন্দিনী হিসেবে যেসব মহিলা মুসলমানদের হস্তগত হয় আর তাদের অমুসলিম স্বামী অমুসলিম দেশেই রয়ে যায়, তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন জায়েয। অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে আগমনের কারণে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক বাতিল হয়ে যায়। পরে তারা যে মালিকের ভাগে পড়বে, বিয়ে ছাড়াই তাঁদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয।

২. যাদেরকে বিয়ে হারাম তারা ছাড়া সকল মহিলা

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ ـ النساء : ٢٤

"যেসব মহিলাকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ তারা ছাড়া আর সকল মহিলাকে বিয়ে করা বৈধ।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৪।।

অর্থাৎ উল্লেখিত মহিলা ছাড়া পসন্দমত অন্য যে কোনো মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয।

৩. আহলে কিতাব মহিলা

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ ـ المائدة : ٥

"পূর্ববর্তী কিতাবধারী মহিলাদের মধ্যে যারা সতী তাদেরকেও বিয়ে করা বৈধ।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৫।।

কুরআন আহলে কিতাব মহিলা বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে, সেই অনুমোদন থেকে ফায়দা উঠানোর পূর্বে ভেবে দেখতে হবে ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব কী। ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে দীন ও ঈমানের হিফাযতের জন্য। দীন ও ঈমান হিফাযত অসম্ভব বিধায় মুশরিক মহিলাকে

www.pathagar.com

বিয়ের অনুমোদন দেয়া হয়নি। সেই মহিলা যত সুন্দরী, বিদূষী, বিত্তশালী এবং সতী হোক না কেন।

ইহুদী ও খৃস্টান মহিলা অবশ্যই বিয়ে করা বৈধ। সেই বৈধ কাজটি করার পূর্বেও ভেবে দেখতে হবে, (ভবিষ্যত বংশধরদের) দীন ও ঈমান আশংকামুক্ত কিনা। দীন ও ঈমানের ক্ষতির আশংকা থাকলে এ ধরনের মহিলাকে উপেক্ষা করাই ভালো। অনুমতির অর্থ এই নয় যে, তা করতেই হবে।

৪. মুসলিম বাঁদী

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ط ـ النساء : ٢٥

"তোমাদের মধ্যে যারা মুসলিম স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না তারা তোমাদের অধিকারভুক্ত মুমিন বাঁদীদের মধ্যে কাউকে বিয়ে করবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৫।।

যারা অভাবী গরীব, সাধারণ মুসলিম মহিলাদের উপযুক্ত মোহরানা দিয়ে বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, তারা মুসলিম কোনো বাঁদীকে বিয়ে করতে পারেন।

৫. সৎ কন্যা (যদি তার মাকে বিয়ে করে সহবাসের পূর্বেই তালাক দেয়া হয়)

فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ـ النساء : ٢٢

"যদি তোমরা স্ত্রীদের সাথে বিছানায় না গিয়ে থাকো, তাদের মেয়েকে বিয়ে করায় কোনো দোষ নেই।"–সূরা আন নিসা ঃ ২২।।

বিয়ের পর একান্তে মিলিত হওয়ার আগেই যদি কোনো কারণে বিচ্ছেদ ঘটে যায়, সেই মহিলার কন্যাকে বিয়ে করা বৈধ।

৬. মুখে ডাকা পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لاَيَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ـ الاحزاب : ٣٧

www.pathagar.com

"অতপর যায়িদ যখন (স্ত্রী) যায়নাবের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললো, আমি তাকে আপনার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম। যেন পালক পুত্ররা তাদের স্ত্রীকে ছেড়ে দিলে সেই স্ত্রীদের বিয়ের ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে।"-সূরা আল আহযাব ঃ ৩৭।।

'সম্পর্ক চুকিয়ে ফললো' অর্থাৎ তালাক দিয়ে দিলো এবং ইদ্দতও অতিবাহিত হলো। এ ঘটনা হযরত যায়নাব ও হযরত যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর। যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালক পুত্র বা মুখে ডাকা পুত্র ছিলেন। তিনি যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে তার বিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের বনিবনা হলো না। শেষে তা তালাক পর্যন্ত গড়ালো। ইদ্দত পালনের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিয়ে করলেন। কুরআন এ বিয়ের যে হিকমাতের কথা বলেছে, তা হচ্ছে—পালক পুত্রের স্ত্রীকে তালাক দিলে ইদ্দত শেষে বিয়ে করায় কোনো দোষ নেই। নিসন্দেহে তা করা যেতে পারে। মুখে ডাকা পুত্র আপন পুত্র হয়ে যায় না, তাই তার স্ত্রীকে বিয়ে করাও স্থায়ীভাবে হারাম হয় না।

www.pathagar.com

বিয়ের নিয়ম কানুন

১. বিয়ে প্রকাশ্যে হতে হবে

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ـ النساء : ٢٥

"অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে করো এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে মোহরানা আদায় করে দাও। যেন তারা বিয়ের আবেষ্টনীতে সংরক্ষিত থাকে। অবাধ যৌন লালসা পূর্ণ করতে উদ্যোগী না হয় কিংবা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করে না বেড়ায়।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৫।

বেলেল্লাপনা কিংবা গোপনে প্রেম করা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রচলিত পবিত্র পদ্ধতিতে বিয়ের জন্য কুরআন নির্দেশ দেয়। বিয়ে প্রকাশ্যে হওয়া এবং এর প্রচার করা উচিত। জনসমাগম বেশী এমন জায়গায় বিয়ে হওয়াটাই ফকীহ্‌গণ পসন্দ করেছেন। যেন বেশী লোকের কানে এ খবর পৌঁছে যায়।

২. দেন মোহর নির্ধারণ

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ ـ النساء : ٢٤

"যাদের আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে তাদের ছাড়া অবশিষ্ট সকল মহিলাকে অর্থ সম্পদের মাধ্যমে লাভ করা (বিয়ে করা) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৪।।

৩. পাত্রী নির্বাচনের স্বাধীনতা

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ ـ النساء : ٣

"তোমাদের পসন্দ মতো মেয়েদেরকে বিয়ে করো।"–সূরা নিসা ঃ ৩।।

বিয়ে যার, পসন্দ করার মৌলিক অধিকার তারই। এ অধিকার ছেলে মেয়ে উভয়েরই সমান। পরিবারের লোকদের এ অধিকার নেই, ছেলে

www.pathagar.com

মেয়ের মতামতের পরওয়া না করে তাদেরকে জোর করে বিয়ে দেবেন। ফলে তাদের জীবন অশান্তির দাবানলে জ্বলতে থাকবে।

৪. একাধিক বিয়ের অনুমতি

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ـ النساء : ٣

"তোমাদের পসন্দনীয় মেয়েদের মধ্যে দুই, তিন কিংবা চারজনকে বিয়ে করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩।।

পবিত্র কুরআন পরিষ্কারভাবে একজন পুরুষকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। এ অনুমতি মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। একাধিক বিয়ে অনেক সময় কৃষ্টি-সভ্যতা এবং নৈতিকতা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় হিসেবে দেখা দেয়। একাধিক বিয়ের অনুমতি না থাকলে যেসব পুরুষ এক স্ত্রীতে পরিতৃপ্ত নয় তারা যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে সমাজকে কলুষিত করে ফেলবে। প্রয়োজনের তাকিদেই আল কুরআন একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। এটি দোষের কিছু নয়।

৫. ইনসাফ করতে না পারলে একটি বিয়ের অনুমতি

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ـ النساء : ٣

"একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ করতে পারবে না বলে ভয় হলে একজন স্ত্রীই রাখো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩।।

আল কুরআন চারজন স্ত্রীর অনুমতি দিয়েছে সত্যি, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না বলে আশংকা হলে একজন স্ত্রীতেই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ইনসাফ করতে পারবে না, তবু দুটো বিয়ে করে ফেললো আর তা বাতিল হয়ে যাবে ব্যাপারটি এমনও নয়। বিয়ে বৈধ হবে, কিন্তু সে আল্লাহ ও সমাজের দৃষ্টিতে অনাচারী হিসেবে চিহ্নিত হবে। যে আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী কিন্তু স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ করার শর্ত পূরণের যোগ্যতা রাখে না, তার দ্বিতীয় বিয়ে করা আল্লাহর সাথে প্রতারণারই শামিল। এ ধরনের কাপুরুষদের দ্বিতীয় বিয়ে করার কী অধিকার থাকতে পারে ?

www.pathagar.com

৬. স্ত্রীদের মধ্যে সমতা

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

"স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি ইনসাফ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা চাইলেও এ ক্ষমতা তোমাদের নেই। এক স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অন্য স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়বে না। যদি তোমাদের কর্মনীতি সংশোধন করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৯।।

আল কুরআন একাধিক বিয়েতে স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ ও সমতা প্রতিষ্ঠার যে শর্তারোপ করেছে, তার অর্থ এই নয় যে, প্রতিটি বিষয় ও ক্ষেত্রেই সমতার নীতি বহাল রাখতে হবে। সাম্য ও সমতার তীব্র আশা বলবৎ থাকলেও তা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আল্লাহ কি তাহলে বান্দাকে অসাধ্য সাধন করতে বলেছেন ? নিশ্চয়ই নয়। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে—মানুষ তার আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য ও বাসস্থান, অধিকার ও রাত্রিবাসে সমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। মানুষের শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব তার ওপর বর্তায় না। ইচ্ছেকৃতভাবে বাড়াবাড়ি না করে সকল স্ত্রীকে সমান দৃষ্টিতে দেখলে, সকলের সাথে একই রকম আচার-আচরণ করলে, মানবীয় দুর্বলতার কারণে খুঁটিনাটি ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে আল্লাহ তা নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেবেন।

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের অধিকারের বেলায় পুরোপুরি ইনসাফ করতেন। আর এই বলে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন—হে আল্লাহ! এটি আমার আয়ত্বাধীন বিষয়ের সমবণ্টন। একান্ত তোমার আয়ত্বাধীন বিষয়ে আমার ত্রুটির জন্য আমাকে ভর্ৎসনা করো না।"

৭. একাধিক বিয়ের সীমা

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ط ـ النساء : ٣

"তোমাদের পসন্দনীয় মেয়েদের মধ্যে দুই, তিন কিংবা চারজনকে বিয়ে করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩।।

www.pathagar.com

কুরআন এ আয়াতের মাধ্যমে একাধিক বিয়ের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলামী উম্মাহর সকল ফকীহ্ একমত। কোনো ব্যক্তি এক সাথে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখতে পারবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়।

গায়লান নামক এক তায়েফী ধনকুবের যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তার নয়জন স্ত্রী ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চারজন রেখে অন্যদের ত্যাগ করার নির্দেশ দেন।

৮. ইদ্দত পালনরত অবস্থায় বিয়ে নিষিদ্ধ

وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ـ البقرة : ٢٣٥

"নির্দিষ্ট সময় (ইদ্দত) পার না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ো না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৫।।

মহিলাদের ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া যাবে না। তবে আকার ইঙ্গিতে অবহিত করায় দোষ নেই।

৯. ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে বিয়ের পয়গাম না পাঠানো

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ط ـ البقرة : ٢٣٥

"বিধবার ইদ্দত পালনকালে ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কিংবা মনের মধ্যে গোপন রাখলে, কোনো পাপ নেই। তোমাদের মনে যে এ রকম খেয়াল সৃষ্টি হবে আল্লাহ তা জানেন। বিধিসম্মত কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের সাথে অংগীকার করে বসো না।"-সূরা বাকারা ঃ ২৩৫

ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো মহিলাকে সরাসরি বিয়ের পয়গাম পাঠানো যাবে না। বিয়ের কোনো অংগীকারও নেয়া যাবে না তার কাছ থেকে। তবে মনে মনে বিয়ের ইচ্ছে পোষণ করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। ইদ্দত শেষ না হতেই খোলাখুলিভাবে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো কিংবা বিয়ের কথাবার্তা সেরে ফেলা জায়েয নয়।

www.pathagar.com

দেনমোহর

১. দেনমোহর প্রদান বাধ্যতামূলক

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ـ النساء : ٢٤

"দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ তোমরা স্ত্রীদের মাধ্যমে গ্রহণ করো, তার বদলে ফরয মনে করে দেনমোহর আদায় করে দাও।"

–সূরা আন নিসা ঃ ২৪।।

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ـ المائدة : ٥

"সুরক্ষিত নারীরাও তোমাদের জন্য হালাল—তারা ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে হোক কিংবা যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে। শর্ত হচ্ছে—বিয়ে করে তাদের দেনমোহর প্রদান করতে হবে।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৫।।

২. স্বেচ্ছায় দেনমোহর প্রদান

وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ـ النساء : ٤

"স্ত্রীদের দেনমোহর (স্বেচ্ছায়)-ও সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করে দাও।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৪।।

৩. দেনমোহর বাবদ প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেয়া যাবে না

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ـ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝ النساء : ٢٠-٢١

"যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী আনতে চাও এবং একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাকো, তা থেকে কিছুই ফেরত নিতে

www.pathagar.com

পারবে না। তোমরা কি তা মিথ্যে অপবাদ ও প্রকাশ্য যুলমের মাধ্যমে ফিরিয়ে নেবে ? আর তোমরা নেবেই বা কেমন করে, যখন তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ করেছো। তারাও তোমাদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার আদায় করে নিয়েছে।"–সূরা আন নিসা ঃ ২০-২১।।

বিয়ে এক শক্তিশালী বন্ধন। একজন মহিলা এ প্রত্যয়ে একজন পুরুষের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়, সারাটি জীবন এ বন্ধন অটুট থাকবে। দাম্পত্য জীবনের ফায়দা লুটার পর পুরুষ যদি তার সেই বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়, তাহলে বৈবাহিক বন্ধনের সময়ে দেয়া সম্পদ ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তার কি করে থাকতে পারে ? কোন্ মুখেই বা সে ফিরিয়ে দেয়ার দাবী করবে ?

৪. যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হয়নি এমন মহিলার দেনমোহর

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ـ البقرة : ٢٣٧

"যদি তোমরা স্পর্শ করার আগেই তাদেরকে তালাক দাও এবং দেনমোহরও ধার্য করে থাকো। তাহলে ধার্যকৃত দেনমোহর অর্ধেক পরিশোধ করতে হবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৭।।

৫. দেনমোহর প্রদানে বদান্যতা প্রদর্শন

اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ط وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ البقرة : ٢٣٧

"দেনমোহর নির্ধারণের পর স্পর্শ করার আগেই যদি তালাক দিয়ে দাও, তাহলে নির্দিষ্ট দেনমোহরের অর্ধেক প্রদান করতে হবে। স্ত্রী যদি মাফ করে দেয় কিংবা যার সাথে বিয়ের বন্ধন রয়েছে সে মাফ করে, ভিন্ন কথা। মাফ করে দেয়াটাই তাকওয়ার কাছাকাছি। পারস্পরিক সহানুভূতির কথাও ভুলো না। তোমরা যাকিছু করো আল্লাহ দেখেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৭।।

www.pathagar.com

সামাজিক জীবনে আইন শৃঙ্খলা মেনে চলার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বলে আইনকে নিজের জন্য কঠোর থেকে কঠোরতর করে নেয়া, তাও ঠিক নয়। পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমাজ জীবনকে সুন্দর করার জন্য দয়া ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন করা উচিত।

৬. দেনমোহর মাফ করে দেয়ার অধিকার স্ত্রীর

اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ ـ البقرة : ٢٣٧

"(স্পর্শের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক দেনমোহর দিতে হবে,) যদি না স্ত্রী মাফ করে দেয়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৭

দেনমোহর স্ত্রীর অধিকার। স্ত্রী যখন মাফ করে দেবে তখনই তা মাফ হতে পারে। (পুরো দেনমোহর পরিশোধ করা থাকলে স্বামীও অর্ধেক ফেরত না নিয়ে মাফ করে দিতে পারে)। মাফ করা দেনমোহর সন্তুষ্টচিত্তে ভোগ করা যাবে।

৭. মাফকৃত দেনমোহর স্বামীর

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا○ النساء : ٤

"স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় দেনমোহরের কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তোমরা সানন্দে তা ভোগ করতে পারো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৪।।

স্বামীর কাছে পাওনা দেনমোহর মাফ করে দেয়ার অধিকার স্ত্রীর সবসময়ই থাকে। ইচ্ছে করলে মোহরানার কিছু অংশ কিংবা পুরোটাই মাফ করে দিতে পারেন। স্ত্রী মাফ করে দিলে সেই সম্পদ স্বামীর। তিনি যেভাবে চাইবেন তা ব্যয় করতে পারেন।

৮. মাফ তাকেই বুঝায় যা সন্তুষ্টচিত্তে করা হয়

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا○ النساء : ٤

"সানন্দে স্ত্রীদের দেনমোহর (ফরয মনে করে) আদায় করে দাও। তারা যদি স্বেচ্ছায় নিজেদের পাওনার কিছু অংশ মাফ করে দেয়, বিনা দ্বিধায় তা ভোগ করতে পারো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৪।।

www.pathagar.com

দেনমোহর মাফ করার অধিকার কেবলমাত্র স্ত্রীর। তিনি মাফ করলে মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু 'তারা যদি স্বেচ্ছায় নিজেদের পাওনার কিছু অংশ মাফ করে দেয়।' এখানে স্বেচ্ছায় ও স্বতস্ফূর্ত ব্যাপারটির শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। পরিবারে এমন কোনো পরিবেশের সৃষ্টি করা যাবে না যাতে স্ত্রী প্রলোভনে পড়ে কিংবা চাপের মুখে দেনমোহর মাফ করে দিতে বাধ্য হন। অথচ তিনি তা মাফ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

এজন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত হচ্ছে—কোনো মহিলা যদি তার স্বামীকে মোহরানার কিছু অংশ মাফ করে দেন কিংবা পুরোটাই, পরে আবার তা দাবী করেন স্বামী তা দিতে বাধ্য থাকবেন। স্বামী যেন তা আদায় করে দেন সেজন্য তাকে বাধ্য করা যাবে। পরবর্তীতে দেনমোহরের দাবী একথাই প্রমাণ করে, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তা মাফ করেননি। হয়তো কোনো চাপের মুখে মাফ করার কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

৯. দেনমোহর নির্দিষ্ট করা না হলে

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ج وَّمَتِّعُوْهُنَّ ج عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ج مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ط

"স্ত্রীদের দেনমোহর নির্দিষ্ট ও তাকে স্পর্শ করার আগেই যদি তালাক দিয়ে দাও, তাতে কোনো পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু (খরচ পাতি) দেবে। বিত্তশালীরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং বিত্তহীনরা তাদের সাধ্যানুযায়ী প্রচলিত নিয়মে প্রদান করবে। এটি সৎপরায়ণশীলদের কর্তব্য।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৬।।

উক্ত নির্দেশ ঐ মহিলার জন্য প্রযোজ্য যাকে তার স্বামী স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়েছেন। যে মহিলার সাথে স্বামী যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাকে তার বংশের অন্যান্য মহিলাদের অনুরূপ দেনমোহর প্রদান করবেন।

১০. দেনমোহর স্ত্রীর অধিকার একে নষ্ট না করা

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ ـ النساء : ١٩

"যে দেনমোহর তোমরা স্ত্রীদেরকে দিয়েছো, তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করা তোমাদের জন্য হারাম।"–সূরা নিসা ঃ ১৯।।

www.pathagar.com

স্বামী স্ত্রীর সুসম্পর্ক

কুরআনুল কারীম স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে সামাজিক জীবনের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ সম্পর্ককে সুষ্ঠু রাখার ব্যাপারে জোর দিয়েছে। পরস্পরের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা, ইনসাফ, ত্যাগ, সহনশীলতা ও ক্ষমার মানসিকতা রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। এ দায়িত্ব উভয়ের। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এটি অব্যাহত রাখা উচিত। এ সম্পর্কের সুস্থতার ওপরই নির্ভর করছে মানব সমাজের পবিত্রতা, সংহতি, উন্নতি ও স্থায়িত্ব।

পারিবারিক জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য পবিত্র কুরআন যেসব নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তার কোনো বিকল্প নেই। কারণ এটি খেয়ালী মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত কোনো বিধান নয়। নারী পুরুষের মেজাজ, প্রকৃতি, যোগ্যতা, প্রতিভা ও দুর্বলতার দিকগুলোকে সামনে রেখেই এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর প্রণেতা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা। তাই স্বামী স্ত্রী উভয়েরই কর্তব্য আন্তরিকভাবে সেসব নীতিমালা অনুযায়ী চলা।

১. স্বামী স্ত্রীর অধিকার সমান

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ البقرة : ١٧٣

"স্বামীর ওপর স্ত্রীদের তেমনি অধিকার আছে যেমনি অধিকার রয়েছে স্ত্রীর ওপর স্বামীর।"–সূরা আল বাক্বারা ঃ ১৭৩।।

আল্লাহ তা'আলা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অবস্থা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে অধিকার নির্ধারণ করেছেন। স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন আবার স্বামীকে স্ত্রীর মোহরানা সহ অন্যান্য অধিকার আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, পরস্পরের অধিকার সমান। সারাক্ষণের দায়-দায়িত্ব এবং যিম্মাদারীও সমান। অধিকারসমূহের ধরন অবশ্য আলাদা। উভয়ের প্রাকৃতিক অবস্থা ও সহজাত যোগ্যতার ভিত্তিতেই তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

২. পুরুষের কিছুটা প্রাধান্য

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط ـ البقرة : ٢٢٨

"নারীদের ওপর পুরুষের কিছুটা প্রাধান্য রয়েছে।"-সূরা বাকারা ঃ ২২৮

স্বামী স্ত্রীর অধিকার নির্ধারণে আল কুরআন কোনো বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করেনি। উভয়ের অধিকার সমান। পারিবারিক জীবনেও উভয়ের তৎপরতা ও সহযোগিতার মর্যাদা এক। কিন্তু প্রতিটি ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য একজন পরিচালকের প্রয়োজন। যিনি সুষ্ঠভাবে তা পরিচালনা করে কাংখিত পর্যায়ে নিয়ে যাবেন। এজন্য পারিবারিক জীবনেও কুরআন পুরুষকে কিছুটা প্রাধান্য দিয়েছে। অন্য কথায়, পুরো যিম্মাদারীটাই তার কাঁধে ন্যস্ত করেছে।

৩. পারিবারিক জীবনে পুরুষের মর্যাদা

اَلرِّجَالُ قَوَّمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ ـ النساء : ٣٤

"পুরুষ মহিলাদের কর্তা, রক্ষক।"-সূরা আন নিসা ঃ ৩৪।।

পুরুষকে 'কাওয়াম' মনোনীত করা হয়েছে। যার অর্থ কর্তা এবং রক্ষক। এমন ব্যক্তিকে কাওয়াম বলা হয় যার ওপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যেহেতু পরিবার নারী পুরুষের সম্মিলিত একটি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা, কাজেই সেই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার কাজ রয়েছে। যে ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু পরিচালনার ওপর নির্ভর করছে সমাজের উন্নতি। স্বামী স্ত্রীর সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানে স্বামীকে বানানো হয়েছে পরিচালক। এ অর্থে তিনি কাওয়াম বা কর্তা।

৪. পুরুষের প্রাধান্যের কারণ

بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ـ

"এজন্য আল্লাহ তাদের একজনকে আরেকজনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ পুরুষ তার (কষ্টার্জিত) সম্পদ (তাদের জন্য) ব্যয় করে।"-সূরা আন নিসা ঃ ৩৪।।

www.pathagar.com

পারিবারিক জীবনে মহিলাদের ওপর পুরুষের যে প্রাধান্য রয়েছে, তাকে কর্তা ও রক্ষক বানানো হয়েছে, তার দুটো কারণ আছে। একটি স্বভাবজাত অপরটি নৈতিক।

স্বভাবজাত কারণ ঃ পারিবারিক প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দৈহিক শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতার প্রয়োজন, প্রকৃতিগতভাবে তা একজন পুরুষের রয়েছে। এজন্যই পারিবারিক কার্যক্রমে তার মতামত প্রাধান্য পায়। যাবতীয় কর্মে তার মত ও ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটে। মহিলারা শুধু পরামর্শ ও সমর্থনের মাধ্যমে তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকেন।

নৈতিক কারণ ঃ ধন-সম্পদের ওপর মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব নির্ভরশীল। তাই সম্পদকে আল কুরআনে কিয়াম বলা হয়েছে। কিয়াম বলা হয় কোনো জিনিসের ভিত্তিকে। স্বামী শ্রম মেহনত করে সম্পদ উপার্জন করেন, পরিবারের সকলের সুখ ও কল্যাণের জন্য তা ব্যয় করেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় একজন স্বামী পরিবারের ভিত্তি স্বরূপ। তিনিই নেতৃত্ব দেবেন, স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করে সুখী সমৃদ্ধ সংসার গড়ে তুলবেন। এটিই কুরআনের নির্দেশ।

পুরুষের এ মর্যাদা কেবল পারিবারিক ব্যবস্থাপনাকে সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসু করার জন্য। এ মর্যাদা পার্থিব জীবনে সীমাবদ্ধ। পরকালে এজন্য তার আলাদা কোনো মর্যাদা হবে না। সেখানে মর্যাদা নির্ণয় হবে, কী পরিমাণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে আল্লাহর ইচ্ছেকে বাস্তবায়ন করতে পেরেছে কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কতটুকু মানবতার পরিচয় দিয়েছে, তার ওপর।

স্বামীর দায়িত্ব কর্তব্য

পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও সুশৃংখল করার জন্য নারী পুরুষ উভয়েরই কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। ঘরোয়া পরিবেশ তখনি সুন্দর ও সুখের হয়, স্বামী স্ত্রী উভয়ে যখন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকেন। মনে প্রাণে সেই দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হন। দুজনের কোনো একজন যদি কর্তব্যে অবহেলা করেন, পুরো পারিবারিক শৃংখলা বিনষ্ট হয়। পরিবারে নেমে আসে বিপর্যয়।

www.pathagar.com

১. স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ النساء : ١٩

"তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো।"
–সূরা আন নিসা ঃ ১৯।।

'আশিরু' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এ শব্দটির মধ্যে ঐসব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত, যা পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও সুখের করে জান্নাতী পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক।

২. উভয়ে সমঝোতার মনোভাব নিয়ে চলা

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ـ النساء : ١٢٨

"উভয়ে সমঝোতার পথে চলা উত্তম।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৮।।

দাম্পত্য জীবনে অনেক সময় বন্ধুত্বে চির ধরে। একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। এ অভিযোগের পরিণতি অনেক সময় বিচ্ছিন্নতা পর্যন্ত গড়ায়। এ ক্ষেত্রে উভয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, অধিকারের যৌক্তিকতা পরিহার করে উদার ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন করবেন। তাহলে এ ধরনের বিপর্যয় থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। উভয় পক্ষই বিয়ের অঙ্গীকার রক্ষায় সচেষ্ট হবেন, স্বামী-স্ত্রী এ ধরনের নীতি অবলম্বন করে চলবেন—এটিই আল কুরআনের দাবী।

৩. স্ত্রীর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ

فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ○

"যদি তাদেরকে তোমরা অপসন্দ করো, হয়তো এমন কিছুকেই অপসন্দ করছো, যার মধ্যে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"
–সূরা আন নিসা ঃ ১৯।।

যদি স্ত্রীর কোনো দিক অপসন্দ হয় যেমন–সুন্দরী নয় কিংবা অন্য কোনো দোষ বা দুর্বলতা থাকে, স্বামীর তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা উচিত। ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সম্পর্ককে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। হতে পারে আল্লাহ তাআলা ঐ স্ত্রীর মধ্যেই এমন কিছু

www.pathagar.com

কল্যাণ তার জন্য রেখেছেন যা তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন না। যেমন সেই স্ত্রীর গর্ভে এমন নেক সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে যাতে তামাম পৃথিবীবাসী উপকৃত হবে। তিনি তার সাওয়াব নিয়মিত পেতে থাকবেন এবং জান্নাতের নিকটতর হতে থাকবেন কিংবা তার সৌভাগ্যের পরশে পার্থিব জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে উঠবে। এজন্যই প্রকাশ্য কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটানো ঠিক নয়। বরং ছোট খাট দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৪. দয়া ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ التغابن : ١٤

"ঈমানদারগণ ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কতিপয় তোমাদের শত্রু। তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। আর যদি তোমরা সহানুভূতি ও সহনশীলতার ব্যবহার করো এবং ক্ষমা করে দাও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"–সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৪।।

অনেক স্ত্রী স্বামীর দীনদারীতে বা দীনের পথে অগ্রসর হতে চরম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আখিরাত রক্ষা করাই তার জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। আবার স্বামীর দুর্বলতার সুযোগে অনেক স্ত্রী স্বামীকে মায়াজালে আটকে অবৈধভাবে নিজের ও সন্তানের অনেক অন্যায় আবদার পূরণ করতে বাধ্য করে। ফলে নিজের দীন, ঈমান এবং আখিরাত থেকে তিনি অনেক দূরে সরে যান। এজন্য আল্লাহ তাআলা অনেক স্ত্রী ও সন্তানকে শত্রু বলেছেন। তাই বলে সকল স্ত্রী ও সন্তানরাই খারাপ ও শত্রু এরূপ ভাবার কোনো কারণ নেই। এরূপ অনেক স্ত্রী আছেন যারা তার স্বামীর দীন ও ঈমানের হিফাযত করেন।

আপন স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে দূরে ঠেলে দেয়া একজন মুমিনের কাজ নয়। বরং তিনি তাদের অজ্ঞতা ও বিরোধিতামূলক কার্যকলাপ উপেক্ষা করে ধৈর্যধারণ করবেন। দরদ ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। মুমিন ব্যক্তির এ আচরণ তার প্রতি আল্লাহর রহমতকে ত্বরান্বিত করবে এবং আল্লাহর ক্ষমা ও করুণার দৃষ্টি আকৃষ্ট করবে।

www.pathagar.com

স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য

দাম্পত্য জীবনকে সুখের ও মধুময় করার জন্য স্বামীর যেমন ভূমিকা আছে তেমনিভাবে স্ত্রীরও কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালিত হলেই দাম্পত্য জীবন বরকতময় ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে। স্ত্রীর দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

১. স্বীয় আদর্শে নিষ্ঠাবান

فَالصّٰلِحٰتُ ـ النساء : ٣٤

"সৎকর্মশীল মহিলারা।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৪।।

পরিবারের সংহতি, সন্তানের প্রতিপালন এবং গার্হস্থ্য জীবন বরকতময় হওয়া স্ত্রীর আদর্শ ও নিষ্ঠার ওপর নির্ভরশীল। তার এ আদর্শ ও নিষ্ঠার কল্যাণ পার্থিব জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়, তার আদর্শ ও নিষ্ঠা যদি আল্লাহর নীতি অবলম্বনে হয় তাহলে প্রতিটি পদক্ষেপেই তা ইবাদাত বলে গণ্য হবে। ফলে পরকালে তিনি অসীম সাওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবেন।

২. স্বামীর অনুগত

قٰنِتٰتٌ ـ النساء : ٣٤

"তারা স্বামীর অনুগত।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৪।।

গার্হস্থ্য জীবন সুন্দর ও গতিশীল রাখার জন্য স্ত্রীকে স্বামীর কর্তৃত্ব স্বীকার করে সন্তুষ্টচিত্তে তার আনুগত্য করতে হবে। স্বামীর আনুগত্য করা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ। স্বামীর আনুগত্যের মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ নিহিত। একথার ওপর আস্থা রেখে কেউ তার স্বামীর আনুগত্য করলে, ঘরোয়া পরিবেশ তো সুখের হবেই সেই সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের নিকটবর্তী করতে থাকবে।

৩. আমানতের হিফাযত

حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ط ـ النساء : ٣٤

www.pathagar.com

"আল্লাহ যা হিফাযত যোগ্য করেছেন লোক চক্ষু আড়ালেও তা তারা হিফাযত করে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৪।।

অধিকার ও আমানতের হিফাযত বলতে ঐসব বিষয়কেই বুঝানো হয়েছে যা সাধারণত স্ত্রীর কাছে আমানত রাখা হয় এবং স্বামী মনে করেন স্ত্রী যথাযথভাবে এগুলোর হিফাযত করবেন। যেমন স্বামীর ধন-সম্পদ, মান-সম্ভ্রম, গোপনীয় বিষয়াদি, কথা ও ওয়াদা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—"সেই উত্তম স্ত্রী যাকে দেখলে তোমার মন খুশীতে ভরে উঠে, কোনো কাজের নির্দেশ দিলে তা পালন করে, আর তোমার অনুপস্থিতিতে ধন-সম্পদ ও নিজের ইজ্জত আব্রুর হিফাযত করে।" তিনি আরো বলেছেন—"নারী যদি যথাযথভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, নিজের মান-সম্ভ্রমের হিফাযত করে এবং স্বামীর অনুগত থাকে, সে জান্নাতের যে দরোজা দিয়ে খুশি প্রবেশ করতে পারবে।" তিনি অবাধ্য স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন—"কিয়ামতের দিন আল্লাহ ঐ মহিলার দিকে চোখ তুলেও তাকাবেন না, যারা স্বামীর অবাধ্য হবে। অথচ স্বামীর প্রতি সে কখনো বেপরওয়া হতে পারে না।"

৪. দাম্পত্য সমস্যায় ধৈর্যশীলা

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط ـ النساء : ١٢٨

"যদি কোনো মহিলা স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে (কিছু অধিকার কমবেশীর ভিত্তিতে) পরস্পর মীমাংসা করে নেয়, দোষের কিছু নেই। মীমাংসা সর্বাবস্থায়ই উত্তম।"
–সূরা আন নিসা ঃ ১২৮।।

দাম্পত্য জীবনে স্বামীর অসদাচরণ ও উপেক্ষায় বারবার বন্ধুত্বের সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে। অনেক স্ত্রী এরূপ পরিস্থিতিতে দাম্পত্য সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেন। হয়তো এটি একটি সমাধান। কিন্তু ইসলাম এরূপ সমাধানকে অপসন্দ করে। এক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে—স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই নিজের আচরণ সংশোধন করে নেবেন। অধিকার কমবেশীর ভিত্তিতে একটি সমঝোতায় পৌছুবেন। স্ত্রী আরেকবার সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নেবেন, যে স্বামীর সাথে জীবনের একটি অংশ কেটেছে তার সাথে সম্পর্ক বহাল রাখবেন।

৫. দাম্পত্য সমস্যায় সমাজের ভূমিকা

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا○

"যদি তোমরা আশংকা করো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বিগড়ে যাবে, তাহলে পুরুষের আত্মীয়ের মধ্য থেকে একজন এবং মহিলার আত্মীয়ের মধ্যে একজনকে সালিস মনোনীত করো। তারা দু পক্ষ সংশোধন করে নিতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, খবর রাখেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৫।।

দাম্পত্য সম্পর্ক মূলত মানব সভ্যতার শিকড়। তাই দাম্পত্য সম্পর্কের সুষ্ঠুতার ওপর নির্ভর করে গোটা মানব সভ্যতা। দাম্পত্য সম্পর্ককে মযবুত করে দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে বড়ো নেকীর কাজ। আর দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরানোর প্রচেষ্টা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। হাদীসে এসেছে—

"অভিশপ্ত ইবলিস তার দপ্তর থেকে প্রতিদিন পৃথিবীর আনাচে কানাচে কর্মী বাহিনী পাঠিয়ে থাকে। অতপর তারা ফিরে এসে নিজেদের কাজের রিপোর্ট পেশ করে। কেউ বলে আমি অমুক জায়গায় ঝগড়া বাঁধিয়ে এসেছি। কেউ বলে আমি অমুক জায়গায় বিপর্যয় সৃষ্টি করে দিয়ে এসেছি। ইবলিস প্রত্যেককে বলে তুমি কাজের কাজ কিছুই করতে পারোনি। ইত্যবসরে এক কর্মী এসে খবর দেয়, আমি অমুক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে এসেছি। তখন ইবলিস তাকে খুশীতে জড়িয়ে ধরে এবং বলে—তুই-ই কাজের কাজ করেছিস্।"

তাই যে ব্যক্তি স্বামী স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়, সে জঘন্য অপরাধী, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। কারণ এ সম্পর্কের দৃঢ়তার ওপর পুরো মানব সমাজের শান্তি ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।

কুরআনুল কারীম স্বামী স্ত্রীকে তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দানের সাথে সাথে সমাজকেও দায়িত্ব দিয়েছে, তাদের সম্পর্ককে অটুট ও মযবুত রাখার জন্য। তারা সামাজিকভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষায় এগিয়ে আসবেন। সামাজিক শক্তি ও প্রভাব দিয়ে তারা উভয় পক্ষকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবেন।

www.pathagar.com

তালাক

তালাক ইসলামী সমাজের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। অনেক সময় হাজারো চেষ্টা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হয় না। সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। চেষ্টা তদবীর ও নৈতিক শিক্ষা দীক্ষা কোনো কাজে আসে না। জোর করে সম্পর্ক বহাল রাখতে গেলে নানা রকম নৈতিক অবক্ষয়ের আশংকা সৃষ্টি হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে আল কুরআন তালাকের অনুমতি দিয়েছে।

১. তালাকের অনুমোদন

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ـ البقرة : ٢٣٦

"তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাইলে কোনো দোষ নেই।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৬।।

বিয়ে বলবত রাখার ব্যাপারে যদিও ইসলাম গুরুত্ব দিয়ে আসছে। তবু যদি উভয়ে দাম্পত্য জীবন বলবত থাকলে চরম ক্ষতির আশংকা করেন, তখন তাদেরকে তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ) এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষকে অযথা সংকীর্ণতার দিকে ঠেলে দিতে চায় না। তাই তখনই তালাকের সুযোগ নেয়া উচিত যখন উভয় পক্ষের মধ্যে আর কোনো বিকল্প না থাকে। কারণ আল্লাহর কাছে বৈধ কাজের মধ্যে তালাক-ই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী অপসন্দনীয়।

২. তালাক সর্বশেষ ব্যবস্থা

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ النساء : ١٩

"তাদের সাথে ভালো আচরণ করো। যদি তাদেরকে অপসন্দ করো, হতে পারে তাদের একটি জিনিস তোমাদের কাছে অপসন্দ কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"–সূরা নিসা ঃ ১৯।।

www.pathagar.com

স্বামী কোনো কারণে স্ত্রীকে পসন্দ করছেন না। তিনি সুন্দরী নন কিংবা তার কোনো ত্রুটি আছে। এ ক্ষেত্রে স্বামীর ধৈর্য অবলম্বন করা উচিত। হুট করে তাকে তালাক দেয়ার চিন্তা করা উচিত নয়। দাম্পত্য সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। এ সম্পর্কের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজ ও সভ্যতা। এমন একটি বিষয়ে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেয়া কোনোক্রমেই উচিত নয়।

ইসলাম অবশ্যই তালাকের অনুমতি দিয়েছে কিন্তু তা সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে। যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আর সমঝোতার কোনো পথ-ই অবশিষ্ট থাকে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

"বিয়ে করো, তালাক দিয়ো না। আল্লাহ এমন পুরুষ মহিলাকে পসন্দ করেন না যারা জনে জনে মজা লুটে বেড়ায়।"

৩. দাম্পত্য কলহে সালিসের ভূমিকা

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝ (النساء : ٣٥)

"যদি তোমরা আশংকা করো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বিগড়ে যাবে, তাহলে পুরুষের আত্মীয়ের মধ্য থেকে একজন এবং মহিলার আত্মীয় থেকে একজনকে সালিস মনোনীত করো। তারা দুজন সংশোধন করে নিতে চাইলে, আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, খবর রাখেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৫।।

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল ধরলে, তা যেন তালাক পর্যন্ত না গড়ায় কিংবা আদালত পর্যন্ত না পৌঁছে, সে জন্য সমাজের দায়িত্বশীলদের ভূমিকা রাখা উচিত। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের আত্মীয় থেকে একজন করে সালিস নিযুক্ত করে দেবেন। তারা সৎ ন্যায়পরায়ণ এবং মার্জিত আচরণের অধিকারী হবেন। অতপর উভয় পক্ষের সালিসদ্বয় বসে ইনসাফের সাথে দাম্পত্য বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করবেন এবং তাদের মধ্যে মিলমিশের ব্যবস্থা করে দেবেন। সালিসদ্বয় যদি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন আর স্বামী স্ত্রীও যদি নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক হন, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন। অর্থাৎ মিলমিশের পরিবেশ ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দেবেন।

www.pathagar.com

৪. বিচ্ছেদ হয়ে গেলে উভয় পক্ষ আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে

وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ○

"উভয়ে যদি পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, আল্লাহ তার বিপুল ক্ষমতায় প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী, প্রজ্ঞাবান।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৩০।।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি মিলমিশ না-ই হয়, দাম্পত্য সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, উভয়ের উচিত আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া। আল্লাহ তাঁর অপার মহিমায় পুরুষকে যেমন ব্যবস্থা করে দেবেন তেমনি মহিলার জন্যও একটি আশ্রয়স্থল নির্ধারণ করবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, দেখেন। তিনি সকলের প্রয়োজন সম্পর্কেই অবহিত। কোনো কিছুই তাঁর আয়ত্ত্বের বাইরে নয়।

তালাক কিভাবে দেবেন

পৃথিবীতে যত হালাল ও বৈধ জিনিস আছে তার মধ্যে নিকৃষ্ট হচ্ছে–তালাক। তাই স্বামী স্ত্রী উভয়েরই উচিত এরূপ ঘৃণিত কাজে জড়িয়ে না পড়া। এজন্য সর্বদা সতর্ক হয়ে চলা। তবু সকল চেষ্টা প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে কেউ যদি তালাককেই সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করেন, তাকে কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে। যে নীতিমালা আল কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রণীত।

১. পবিত্রাবস্থায় তালাক দিতে হবে

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ـ الطلاق : ٢٨

"হে নবী ! তাদেরকে বলে দিন, তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাইলে এমন সময় তালাক দেবে, যেন ইদ্দত গণনা সহজ হয়।"

–সূরা আত তালাক ঃ ১।।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রীকে মাসিকের সময় তালাক দিয়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনে রেগে যান। স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দেন। বলেন,

www.pathagar.com

'যদি তালাক দিতেই হয়, তবে মাসিক শেষ হওয়ার পর তালাক দেবে।' তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

পবিত্রাবস্থায় মহিলারা শরীরিক ও মানসিক দিকে সুস্থ থাকেন। এ সময় তিনি তার ভবিষ্যত সম্পর্কে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন। এটি তার অধিকার। তাছাড়া এ সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সেই সম্পর্ক স্থাপনেরও সুযোগ থাকে যা ভালোবাসা সৃষ্টিতে সহায়ক।

২. তালাকের সীমা

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ز فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ـ البقرة : ٢٢٩

"তালাক দুটো। এরপর হয় তাকে নিয়ম মাফিক রেখে দেবে কিংবা ভালোয় ভালোয় বিদায় করবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯।।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তালাকের এ বিধানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ পুরুষকে তালাকের ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই সাথে তার সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। জাহেলী যুগে তালাকের কোনো সীমা পরিসীমা ছিলো না। স্বামী কোনো কারণে স্ত্রীর ওপর বিগড়ে গেলে তাকে তালাকের পর তালাক দিতো, আবার কদিন পর ফিরিয়ে আনতো। বেচারী স্ত্রী সারাটি জীবন দুর্বিসহ বোঝা বয়ে বেড়াতেন। তিনি না পারতেন স্বামীর সাথে সুখের দাম্পত্য জীবন গড়তে আর না পারতেন সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্যত্র সুখের নীড় বাঁধতে। আল কুরআন তালাকের নীতিমালা প্রণয়ন করে যুগযুগ ধরে চলে আসা যুলমের পথ চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে।

আল কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে মাত্র দুটো তালাক দেয়ার অধিকার রাখেন। দুবার তালাক দেয়ার (এবং ফিরিয়ে নেয়ার) পর যদি তৃতীয়বার তালাক দেন তাহলে স্ত্রী এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তাকে আর ফিরিয়ে আনার সুযোগ থাকবে না। 'তাহলীল' ছাড়া আর দ্বিতীয়বার বিয়েও করা যাবে না।

ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী তালাকের নিয়ম হচ্ছে—পবিত্রাবস্থায় এক তালাক দেয়া। যা রিজঈ তালাক হিসেবে গণ্য হবে। মাসিকের পর পরবর্তী পবিত্রাবস্থায় আরেক তালাক দেয়া। তবে সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে—পবিত্রাবস্থায় শুধুমাত্র একটি তালাক দিয়ে স্ত্রীকে ইদ্দত পালনের সুযোগ

www.pathagar.com

দেয়া। ইচ্ছে করলে স্বামী ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবেন কিংবা ইদ্দত শেষে স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করবেন।

দু তালাক দিয়ে ফেললে ইদ্দত শেষে স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করে নেবেন কিংবা স্ত্রীকে ভদ্রভাবে বিদায় করে দেবেন যেন অন্যত্র বিয়ে করার সুযোগ তিনি পান।

৩. রিজঈ তালাক

فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ط ـ البقرة : ٢٢٩

"(রিজঈ তালাকের পর) হয় তাকে ভালোভাবে রেখে দেবে, না হয় ভদ্রভাবে বিদায় করে দেবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯।।

রিজঈ তালাকের অর্থ স্পষ্টভাবে স্ত্রীকে তালাক দেয়া। রিজঈ তালাকের সর্বোচ্চ সীমা দুটো। স্ত্রী ইদ্দত পালনরত অবস্থায় স্বামী চাইলে তালাক প্রত্যাহার করে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারেন।

৪. স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার স্বামীর আছে

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا ط ـ البقرة : ٢٢٨

"তারা আপোষ মীমাংসা করতে চাইলে, পুনরায় গ্রহণের অধিকার স্বামীরই বেশী।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮।।

৫. ফিরিয়ে নেবার ছলে স্ত্রীকে কষ্ট না দেয়া

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ط وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ـ البقرة : ٢٣١

"স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়ার পর ইদ্দত শেষ হবার কাছাকাছি সময় পৌঁছুলে হয় তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দেবে, না হয় বিধিমত মুক্ত করে দেবে। তাদের ক্ষতির মানসে সীমালংঘন করে তাদেরকে আটকে রেখো না। যে এরূপ করে সে যেন নিজের ওপরই যুলম করে। আল্লাহর বিধানকে তোমরা খেল তামাশার বস্তু বানিয়ে নিয়ো না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩১।।

www.pathagar.com

রিজঈ তালাকের পর তাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতে পারলে তবেই ফিরিয়ে নেয়া উচিত। শুধু কষ্ট দেবার মানসে তাকে ফিরিয়ে নেয়া কোনো মুসলিম স্বামীর জন্য শোভা পায় না। এরূপ করা আল্লাহর বিধানকে তুচ্ছ ও অবমাননা করারই নামান্তর।

৬. বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ও ভদ্রতা বজায় রাখা

اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ط ـ البقرة : ٢٣١

"অথবা ভদ্রভাবে তাদেরকে বিদায় করে দাও।"-সূরা বাকারা ঃ ২৩১।।

اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا ـ

"ভালোয় ভালোয় তাদেরকে মুক্ত করে দেবে। তোমরা তাদেরকে যাকিছু দিয়েছো তার কোনো কিছুই ফেরত নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯।।

দু তালাকের পর স্ত্রীকে পৃথক করে দেয়ার ইচ্ছে পোষণ করলে, তখনো ভদ্রতার সীমালংঘন করা যাবে না। তিনি এখন আর স্ত্রী না হতে পারেন, মানুষ তো ? একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত একই সাথে ঘর সংসার করেছেন। তাকে মোহরানা বাবদ কিছু দিয়ে থাকলে তা ফেরত নেয়ার প্রশ্নই উঠে না। পারলে আরো কিছু দিয়ে তাকে সসম্মানে বিদায় দেয়া উচিত।

৭. তিন তালাকের পর পুরোপুরি বিচ্ছেদ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط ـ البقرة : ٢٣٠

"(দু তালাকের পরও) তাকে তালাক দিলে, অন্য কোনো পুরুষের সাথে ঐ মহিলা বিয়ের পর, তাকে (তালাক দেয়ার আগে) আর বিয়ে করা বৈধ নয়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩০।।

দু তালাক দেয়ার পর ইদ্দত পালনরত অবস্থায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর আছে। ইদ্দতের পর বিয়ে করে নিলেই হলো। কিন্তু তিন তালাক প্রদানের পর জটিলতা বাড়ে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করার সুযোগও থাকে না এবং ইদ্দত শেষে পুনরায় বিয়ে করবে সে অধিকারও হারিয়ে যায়। শুধু একটি অবস্থা বাকী থাকে, সেই স্ত্রী আরেক

www.pathagar.com

জায়গায় বিয়ে করে দাম্পত্য মজা লুটার পর যদি সেই স্বামী তাকে তালাক দেন, ইদ্দত শেষে তিনি আগের স্বামীকে পুনরায় বিয়ে করতে পারেন। একে ইসলামী শরীআর পরিভাষায় 'হালালা' বা 'তাহলীল' বলা হয়।

৮. তাহলীলের পর পুনরায় বিয়ে দোষনীয় নয়

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔

"অতপর (দ্বিতীয় স্বামী) যদি তাকে তালাক দেয় এবং প্রথম স্বামী ও সেই স্ত্রী মনে করে আল্লাহ প্রদত্ত সীমালংঘন না করেই দাম্পত্য জীবন পরিচালনা করতে পারবে, এমতাবস্থায় তাদের পুনর্মিলনে কোনো দোষ নেই।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩০।।

অন্যত্র বিয়ের পর যদি দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেন, ইদ্দত পালনের পর সেই স্ত্রীকে প্রথম স্বামী পুনরায় বিয়ে করতে পারেন। তাই বলে এটি বৈধ নয়, তালাক দেয়া স্ত্রীকে কারো সাথে এই শর্তে বিয়ে দেবেন যে, বিয়ের পরপরই তাকে তালাক দিতে হবে, যেন পুনরায় বিয়ে করা যায়। যারা এ ধরনের বিয়ে দেন এবং যারা করেন তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন।

৯. ঈলার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তালাক কার্যকরী হয়ে যায়

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○ البقرة : ٢٢٦-٢٢٧

"যারা স্ত্রীদের সাথে বিছানায় যাবে না এই মর্মে শপথ করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। যদি এ সময়ের মধ্যে তাদের শপথ প্রত্যাহার করে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর যদি তালাক দেবার ব্যাপারেই অনড় হয়, আল্লাহ সবকিছু শুনেন, জানেন।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৬-২২৭।।

স্বামী স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন না করার শপথকে শরঈ পরিভাষায় 'ঈলা' বলে। এজন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। চার মাসের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সাথে বিছানায় না গেলে চার মাস শেষ হওয়ার সাথে

www.pathagar.com

সাথে তালাক কার্যকরী হয়ে যাবে। আর যদি উক্ত সময়ের মধ্যে শপথ ভেঙ্গে ফেলে তাহলে শুধু শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

খুলা

فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّايُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط

"যদি তোমাদের আশংকা হয়, বিয়ে বহাল রেখে আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলতে পারবে না। এমতাবস্থায় স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে, তাতে কোনো দোষ নেই।"-সূরা বাকারা ঃ ২২৯

স্ত্রী স্বামীকে কোনো কিছু দিয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়াকে শরঈ পরিভাষায় 'খুলা' বলা হয়। স্ত্রীর সাথে বনিবনা না হলে তাকে তালাক দেয়া যাবে। এ অধিকার স্বামীকে দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে স্ত্রীকেও এ অধিকার দেয়া হয়েছে, তিনি চাইলে কোনো কিছু দিয়ে স্বামীকে ম্যানেজ করে বিচ্ছিন্ন হতে পারবেন। এ বিচ্ছিন্নতা 'তালাকে বাইন' হিসেবে গণ্য হবে। কেননা তিনি স্বামীকে বিনিময় দিয়ে এ তালাক কিনে নিয়েছেন। তাই ইদ্দত পালনের সময় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর থাকে না। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর যদি কখনো তারা আবার দাম্পত্য সম্পর্ক গড়তে চান, তাও পারবেন। সেই সুযোগ তাদের জন্য থাকবে।

'খুলা' করার ব্যাপারে স্বামী স্ত্রী উভয়েই ঐকমত্যে পৌঁছুলে নিজেরাই তা করে নিতে পারেন। কিন্তু মোকদ্দমা যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায় আদালত তদন্ত করে দেখবে সত্যিই স্ত্রীর জীবন দুর্বিসহ কিনা। কিংবা সংশোধনের কোনো উপায় অবশিষ্ট আছে কিনা। সংশোধনের কোনো উপায় অবশিষ্ট না থাকলে আদালত বিনিময় ধার্য করে দেবেন, সেই ধার্যকৃত বিনিময় প্রদান করে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিয়ে নেবেন।

অবশ্য ওলামা কিরাম মনে করেন নির্ধারিত মোহরানার অতিরিক্ত বিনিময় ধার্য করা উচিত নয়।

যিহার

'যিহার' একটি পারিভাষিক শব্দ। আরবে প্রাচীনকাল থেকেই যিহার প্রথা চলে আসছিলো, কেউ তার স্ত্রীকে যদি বলতো-'তুমি আমার মায়ের

www.pathagar.com

মতো' তাহলে মনে করা হতো স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে গেছে। কেননা সে স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করেছে। সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে আল কুরআন এসব কুসংস্কারের অপনোদন করেছে। বলা হয়েছে কেউ তার স্ত্রীকে মা বললে কিংবা মায়ের সাথে তুলনা করলেই সে মা হয়ে যায় না। মা তো কেবল তিনি-ই যার গর্ভ থেকে মানুষ জন্মলাভ করে। মুখে মা বলার কারণেই কারো সম্পর্ক বদলে যায় না। যিনি স্ত্রী ছিলেন তাকে মা বলার কারণে দাম্পত্য সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে, ব্যাপারটি এমন নয়।

১. যিহার করলেই স্ত্রী মা হয়ে যায় না

وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰئِىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ـ الاحزاب : ٤

"তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' করো তারা তোমাদের মা হয়ে যায় না।"-সূরা আল আহযাব ঃ ৪।।

২. যিহারে বিয়েতে কোনো ত্রুটি আসে না

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلاَّ الّٰئِىْ وَلَدْنَهُمْ ـ مجادله : ٢

"যারা স্ত্রীর সাথে যিহার করে, (যিহারের কারণে) সেই স্ত্রী মা বনে যায় না। মা তো সেই, যে নিজের গর্ভে ধারণ করে প্রসব করেছে।"-সূরা আল মুজাদালা ঃ ২।।

৩. যিহার নির্বুদ্ধিতামূলক কাজ

وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط ـ المجادلة : ٢

"প্রকৃতপক্ষে যিহারকারীরা অশালীন ও মিথ্যে কথা বলে থাকে।"
-সূরা আল মুজাদালা ঃ ২।।

যিহারের মাধ্যমে বিয়েতে কোনো ত্রুটি আসে না। তবু এমন অশালীন ও মিথ্যে কথা বলার প্রয়োজনটা কী ?

www.pathagar.com

৪. যিহারের কাফ্ফারা

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآءِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا ط ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ○ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا ج فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ط ـ المجادله : ٣ـ٤

"যারা স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারপর তাদের সেই কথা প্রত্যাহার করে নেয়। পরস্পরকে স্পর্শ করার আগেই তাকে একজন দাস মুক্ত করতে হবে। তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। তোমরা যাকিছু করো আল্লাহ তা খবর রাখেন। (মুক্ত করার জন্য) দাস না পেলে একাধারে দু মাস রোযা রাখবে। যে না পারবে, সে যেন ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ায়।"–সূরা আল মুজাদালা ঃ ৩-৪।।

লি'আন

আল কুরআন সমাজকে অশ্লীলতার ব্যধিমুক্ত করার জন্য অশ্লীল কথাবার্তার প্রচার ও প্রকাশকে নিষিদ্ধ করেছে। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার চর্চা এবং কথাবার্তা মানুষের মন-মস্তিষ্ককে কুলষিত করে, যৌন উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়।

কোনো চরিত্রবান লোকের ওপর মিথ্যে অপবাদের বোঝা চাপিয়ে দেয়াকে ইসলাম জঘন্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। কোনো পুরুষ বা মহিলার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনলে চারজন সাক্ষী যোগাড় করতে হবে—যদিও অন্যান্য ব্যাপারে দুজন সাক্ষী হলেই চলে—নইলে তাকে মিথ্যে অপবাদ প্রদানের অভিযোগে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ তাকে ৮০ ঘা বেত খেতে হবে।

মানুষের চরিত্র সংরক্ষণ ও বেহায়াপনার মূলোচ্ছেদের জন্য ইসলাম যে কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে, এরপরও কি কেউ অপবাদ দেবার সাহস পাবে ? কারো ওপর খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারে ?

www.pathagar.com

ইসলামী এ আইনের প্রেক্ষিতে কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে, অন্য পুরুষ মহিলার বেলায় সাক্ষ্য না পেয়ে হয়তো চেপে গেল। কিন্তু কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে অন্য কোনো পুরুষের সাথে অপকর্মে লিপ্ত দেখতে পায় তখন কী করবে ? সারা জীবনই কি সে অশান্তির আগুনে জ্বলতে থাকবে ? যদি স্ত্রীকে হত্যা করে, উল্টো নিজেই দোষী সাব্যস্ত হবে, সাক্ষ্য খুঁজতে গেলে অপরাধী কি ততক্ষণ বসে থাকবে ? আর যদি ধৈর্যধারণ করে, কিভাবে ? স্ত্রীকে তালাক দেয়া যেতে পারে, তাতে সে তার অপকর্মের উপযুক্ত শাস্তি পেলো না। স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হলে অবৈধ সন্তান তার ঘাড়েই পড়বে। প্রথম দিকে এ ধরনের কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কিছুদিন পর দেখা গেল এ ধরনের কয়েকটি মামলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদালতে দায়ের করা হলো। এ সমস্যা সমাধানে আল্লাহ তা'আলা নীতিমালা প্রণয়ন করে দিলেন, যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'লি'আন' বলা হয়।

১. লিআনের পদ্ধতি

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ○ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ○ النور : ٦-٧

"যারা তাদের স্ত্রী সম্পর্কে অভিযোগ তুলবে কিন্তু নিজেকে ছাড়া আর কোনো সাক্ষ্য পাবে না। তাদের একজন চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে—তার আনীত অভিযোগ সঠিক। পঞ্চমবারে বলবে—তার ওপর আল্লাহর গযব পড়ুক, যে (আনীত অভিযোগের ব্যাপারে) মিথ্যেবাদী।"-সূরা আন নূর ঃ ৬-৭।।

স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ দায়ের করলে ইসলামী আদালত স্বামীকে পাঁচবার শপথ করাবে। প্রথম চারবার বলবে—'আল্লাহর শপথ ! আমি সত্য অভিযোগ করেছি।' পঞ্চমবার বলবে—'আল্লাহর কসম ! আমি যদি মিথ্যে অভিযোগ এনে থাকি আমার ওপর আল্লাহর গযব পড়ুক।' স্বামীর কসমের পর স্ত্রীকে অভিযুক্ত করা হবে। স্ত্রী কেবল তখনই ব্যভিচারের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে, যদি সেও পাঁচবার আল্লাহর নামে শপথ করে।

www.pathagar.com

উভয়কে শপথ করার পূর্বে মিথ্যে শপথের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে। বলতে হবে-দুনিয়ার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তোমরা এরূপ করছো, অথচ পরকালের শাস্তি আরো ভয়াবহ। স্ত্রী শপথ করবে এভাবে-

وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ○ النور : ٨-٩

"স্ত্রী ব্যভিচারের শাস্তি থেকে রেহাই পেতে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে—'তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যে।' পঞ্চমবার বলবে—আমার ওপর আল্লাহর গযব পড়ুক যদি সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।"-সূরা আন নূর ঃ ৮-৯।।

ইসলামী আদালতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের শপথের পর বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। এরপর আর কোনোদিন তারা একে অপরকে বিয়ে করতে পারবে না।

www.pathagar.com

ইদ্দত

মহিলাদের স্বামীর মৃত্যুর পর কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হলে ইসলাম তাদেরকে (অন্যত্র বিয়ে না করে) কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেছে। একে শরঈ পরিভাষায় 'ইদ্দত' বলা হয়।

ইদ্দত পালনের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ শরঈ উদ্দেশ্য রয়েছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে—স্বামী অনেক সময় রাগের বশবর্তী হয়ে তালাক দিয়ে ফেলেন, ইদ্দতের বিধান থাকায় এ সময় তিনি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ পান। দেখা যায় এক সময় স্বামী অনুতপ্ত হয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেন। ইসলাম চায়, যে দম্পতি মিলেমিশে তাদের জীবন পরিচালনা শুরু করেছেন, তা অব্যাহত থাকুক। মাঝপথে এসে বিচ্ছিন্ন না হোক। এ কারণে ইদ্দতের সময়ের মধ্যে যে কোনো সময় চাইলে স্বামী তার স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে ছাড়াই ফিরিয়ে নিতে পারেন। এ অধিকার তার আছে। অবশ্য তিন তালাক প্রদান করা হলে ভিন্ন কথা।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে—স্ত্রী তার জীবন সাথীর বিচ্ছিন্নতায় শোক পালন করবেন। সেই সাথে (গভীরভাবে চিন্তা করবেন) তার কোনো ভুলের কারণে বিরহ ঘটে গেলে নিজেকে সংশোধন করে, পুনরায় তাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

তৃতীয় উদ্দেশ্যে হচ্ছে—এ সময়ের মধ্যে প্রমাণিত হয়ে যাবে, স্ত্রী গর্ভবর্তী কিনা। যেন সন্তানের বংশ নির্ণয়ে সংশয়ের অবকাশ না থাকে। কারণ এ সম্পর্কের ওপর যেমন সন্তানের মান মর্যাদা নির্ভরশীল। তেমনিভাবে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত।

চতুর্থ গুরত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে—বিয়ে এবং তালাক শুধু সামাজিক ব্যবস্থাপনাই নয়—বরং এটি দীনি ও শরঈ বিধানও বটে। স্বামী স্ত্রী ও সন্তানের অধিকার সংরক্ষণ, এটিও ফরয। ইদ্দত, শরীআহ নির্ধারিত একটি অধিকার। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে লিখিত উইল করে যান—'আমার মৃত্যুর পর কিংবা তালাকের পর আমার পক্ষ থেকে স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে না, তবু শরঈ নির্দেশ থেকে তিনি (স্ত্রী) অব্যাহতি পাবেন না।

www.pathagar.com

স্ত্রীর অবস্থা ভেদে ইদ্দতের সময়কাল বিভিন্ন ধরনের হয়। কিছু ইদ্দত পালনকালে উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো একই সাথে পাওয়া যায় আবার অনেক ইদ্দত পালনে কিছু কিছু পাওয়া যায়।

ইদ্দতের নিয়ম কানুন

১. ইদ্দতের মেয়াদ

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ط ـ البقرة : ٢٢٨

"তালাকপ্রাপ্তা তিনটি কুরু (মাসিক) পর্যন্ত নিজেকে বিরত রাখবে।"
-সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮।।

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে 'কুরু' অর্থ 'মাসিক' আর ইমাম শাফিঈ রহমাতুল্লাহ আলাইহির মত 'কুরু' শব্দের অর্থ মাসিক উত্তর পবিত্রাবস্থা। উভয় মত অনুসারেই সময়কাল তিন মাস হয়ে থাকে।

২. যাদের মাসিক হয় না তাদের ইদ্দত

وَالّٰئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰئِيْ لَمْ يَحِضْنَ ـ الطلاق : ٤

"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা মাসিক সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে তাদের ইদ্দতের ব্যাপারে তোমাদের কোনো সংশয় হলে, তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর এ নির্দেশ তাদের জন্যও, যাদের এখনো মাসিক শুরু হয়নি।"-সূরা আত তালাক ঃ ৪।।

৩. গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ـ الطلاق : ٤

"গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত, তাদের প্রসব পর্যন্ত।"
-সূরা আত তালাক ঃ ৪।।

www.pathagar.com

৪. বিধবার ইদ্দত

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ط ـ البقرة : ٢٣٤

"তোমরা যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে, সেই স্ত্রীরা চার মাস দশদিন পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৪।।

স্বামীর সাথে সহবাস করা না করা সব বিধবার জন্যই এ আইন প্রযোজ্য।

৫. গর্ভবতী তার গর্ভের কথা লুকাবে না

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ البقرة : ٢٢٨

"তালাকপ্রাপ্তার গর্ভাশয়ে আল্লাহ যাকিছু সৃষ্টি করেছেন তা তারা লুকাবে না, যদি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়।"
-সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮।।

প্রসবের সময় আসতে অনেক দেরী, এই ভেবে যদি কেউ গর্ভ সঞ্চারের কথা গোপন রেখে মাসিকের হিসেবে ইদ্দত পালন করে তাড়াতাড়ি অব্যাহতি পেতে চায়। এতে ইদ্দত পালন হবে না। গুনাহগার হতে হবে। স্বামী তালাক দিক কিংবা মরে যাক সর্বাবস্থায় তার ইদ্দত প্রসব পর্যন্ত। প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

৬. নির্জনবাসের পূর্বেই তালাকপ্রাপ্ত হলে তার ইদ্দত

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ج فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا O

"ঈমানদারগণ ! মুসলিম মহিলাকে বিয়ের পর স্পর্শ করার আগেই তাদেরকে তালাক দিলে তাদের পালনীয় কোনো ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু দিয়ে সৌজন্যতার সাথে বিদায় করবে।"-সূরা আল আহযাব ঃ ৪৯।।

www.pathagar.com

স্পর্শ অর্থ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন। স্ত্রী সাথে বিছানায় না গিয়ে তাকে তালাক দিলে, ঐ স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর থাকে না। তালাকপ্রাপ্ত হয়ে স্ত্রী সাথে সাথে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারেন। আর যদি সহবাসের পূর্বেই স্বামী ইন্তেকাল করেন তাহলে স্ত্রীকে অবশ্যই চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে।

৭. ইদ্দতকাল সঠিকভাবে গণনা করা

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ط

"হে নবী ! (মুসলমানদেরকে বলে দিন) তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও আর ইদ্দতের দিন গুণতে থাকো।"-সূরা আত তালাক ঃ ১।।

'ইদ্দতের দিন গুণতে থাকো' কথাটি যদিও মনে হয় পুরুষকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তবু এখানে পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই বলা হয়েছে। এখানে পরোক্ষ ইঙ্গিতে যেন একথাই বলা হচ্ছে, মহিলাদের হিসেব নিকেশে ভুলত্রুটি হয়ে যেতে পারে, তাই পুরুষের উচিত ইদ্দত গণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা।

৮. তালাক প্রাপ্তার সাথে সদ্ব্যবহার

যদিও তালাকের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটে, তবু ইসলাম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সৌজন্যমূলক আচরণের গুরুত্ব দিয়েছে এবং বিজ্ঞচিতভাবে এটিকে অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় ইসলাম কত উদার, মানবতাবাদী, নৈতিক ও ইনসাফপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী সমাজের জন্য এ যেন রহমতের ছায়া।

৯. স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পালন

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ـ الطلاق : ٦

"তাদেরকে (ইদ্দত পালনের জন্য) সেখানেই থাকতে দাও, যেখানে তোমরা থাকো। তা যেমনই হোক না কেন।"-সূরা আত তালাক ঃ ৬।

www.pathagar.com

১০. ইদ্দত পালনরত অবস্থায় তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে না দেয়া

وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لاَتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ ـ الطلاق : ١

"আল্লাহকে ভয় করো যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তোমরা তাদেরকে বসবাসের ঘর থেকে বের করে দিয়ো না, আর তারাও যেন বেরিয়ে না যায়।"–সূরা আত তালাক ঃ ১।।

১১. ইদ্দত পালনকালে তাদেরকে কষ্ট না দেয়া

وَلاَ تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ـ الطلاق :٦

"(ইদ্দত পালনকালে) তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ো না।"–সূরা আত তালাক ঃ ৬।।

১২. অশালীন আচরণ করলে বের করে দেয়া যাবে

اِلاَّ اَن يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ـ الطلاق : ١

"(ইদ্দত পালনকালে) যদি তারা প্রকাশ্যে কোনো অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে, সে ভিন্ন কথা।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১।।

প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়া মানে ব্যভিচার, চুরি, গালিগালাজ এবং ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি। এরূপ অবস্থায় বাড়ি থেকে বের করে দিলে কোনো দোষ নেই।

১৩. বিদায়কালে কিছু উপহার দেয়া

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ـ البقرة : ٢٤١

"তালাকপ্রাপ্তাকে প্রথামত কিছু দিয়ে দেয়া মুত্তাকীদের কর্তব্য।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২৪১।।

১৪. গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তার ব্যয়ভার বহন করা

وَاِنْ كُنَّ اُوْلاَتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ـ

www.pathagar.com

"তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী হলে তার ব্যয়ভার বহন করো, যে পর্যন্ত না সে প্রসব করে।"-সূরা আত তালাক ঃ ৬।।

১৫. সন্তানকে দুধ পান করালে বিনিময় দেয়া

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ج الطلاق : ٦

"তালাকপ্রাপ্তা যদি তোমাদের সন্তানকে দুধ পান করায়, তাদেরকে পারিশ্রমিক দাও।"-সূরা আত তালাক ঃ ৬।।

১৬. ইদ্দত শেষে তাদেরকে অন্যত্র বিয়েতে বাধা না দেয়া

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ○ البقرة : ٢٣٤

"যখন তাদের ইদ্দত পালন শেষ হয়ে যাবে তখন নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তাদের রয়েছে। তোমাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। তোমরা যাকিছু করো সে খবর আল্লাহ রাখেন।"

-সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৪।।

ইদ্দত শেষে মহিলাগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেখানে খুশী তিনি বিয়ে বসতে পারেন। তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। তদ্রূপ তার কাজের দায়দায়িত্বও কেউ বহন করবে না।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ○

"তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিলে তারা তাদের ইদ্দতকাল পুরো করার পর যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়ে পুনরায় বিয়ে করতে চায় তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ো না। এ উপদেশ তার জন্য যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী। এতে তোমাদের জন্য পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।"

-সূরা আল বাকারা ঃ ২৩২।।

www.pathagar.com

স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দত শেষে স্বামী স্ত্রী ইচ্ছে করলে পুনরায় বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন। কনে পক্ষের আত্মীয় স্বজনের এতে বাধ সাধা উচিত নয়। আবার তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত শেষ করে অন্যত্র বিয়ে করতে চাইলে পূর্ব স্বামী বাঁধ সেধে দাঁড়াবেন এটিও ঠিক নয়। ইদ্দত শেষে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেখানে খুশী বিয়ে করতে পারেন। এ ব্যাপারে প্রাক্তন স্বামীর বাধা দেয়া কিংবা মাথা ঘামানোর কোনো অধিকারই নেই।

১৭. প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেয়া যাবে না

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا ـ البقرة : ٢٢٩

"তোমরা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো (তালাকের পর) তা থেকে কিছু ফেরত নেবে, সেটি তোমাদের জন্য বৈধ নয়।"-সূরা বাকারা ঃ ২২৯

স্ত্রীকে দেনমোহর, অলংকার ও পোশাক পরিচ্ছদ বাবদ যা কিছু দেয়া হয় তালাক প্রদানের পর সেগুলো ফেরত নেয়ার অধিকার স্বামীর থাকে না।

ইসলাম মানুষকে যে উন্নত নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছে, সেখানে দেখা যায়-কেউ কাউকে কিছু উপহার দিলে তা ফেরত নেয়া অপছন্দ করা হয়েছে। হাদীসে এ নোংরা কাজটিকে এমন কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে, 'যে নিজের বমি নিজেই চেটে খায়।' তাহলে একজন স্বামী, তার স্ত্রীকে দেয়া মোহরানা, অলংকারাদি কিংবা অন্যান্য জিনিস পত্র তালাকের পর ফেরত নিয়ে যাবেন, এরূপ হীন মানসিকতার পরিচয় কি করে দিতে পারেন। বরং ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে—যাকিছু দেয়া হয়েছে তালাকের সময় সেগুলো তো দিবেই উপরন্তু আরো কিছু দিয়ে ভদ্রভাবে বিদায় করা।

বিধবার সাথে সদাচরণ

স্বামীর মৃত্যুর কারণে যেসব মহিলা অসহায় অবস্থায় বৈধব্য জীবন যাপন করে, ইসলামী সমাজে দয়া ও অনুগ্রহ পাবার অধিকার তাদেরই সবচেয়ে বেশী। বিভিন্ন সমাজে বিধবরা নিগৃহীত ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে। তাদের ওপর করা হয়েছে যুলম। নিষ্ঠুরভাবে তাদেরকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আল কুরআন তাদের যাবতীয় অধিকারকে সংরক্ষণ করেছে এবং তাদেরকে ইজ্জত সম্মানের সাথে সমাজে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছে।

www.pathagar.com

১. বিধবাকে ওয়ারিসীস্বত্ব মনে না করা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا ط ـ النساء : ١٩

"ঈমানদারগণ ! তোমরা জোর করে মহিলাদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসবে, এটি সমীচীন (হালাল) নয়।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৯।।

অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর ঐ মহিলাকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ মনে করে অভিভাবক সেজে বসো না। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি পুরোপুরি স্বাধীন। (ইদ্দত শেষে) তিনি যেখানে যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চান, স্বাধীনভাবে তা করতে পারেন। তার ইচ্ছেয় বাধা দেবার অধিকার কারো নেই। এমন কি তার বিয়েতেও কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না।

২. বিধবার সম্পদ আত্মসাত না করা

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ ـ النساء : ١٩

"(তোমাদের জন্য বৈধ নয়) তাদেরকে কষ্ট দিয়ে ঐসব মাল সম্পদ হাতিয়ে নেয়া, যা তোমরা তাদেরকে দিয়েছো।"–সূরা নিসা ঃ ১৯।।

এমনিতেই বিধবাগণ সমাজের সকলের দয়া ও অনুকম্পা পাবার অধিকারী। সে ক্ষেত্রে স্বামী প্রদত্ত সম্পদ, তার থেকে আত্মসাত করার মত ঘৃণ্য আচরণ যেন কখনো প্রকাশ না পায়।

৩. বিধবাকে পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করা

وَاَنْكِحُوْا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ ـ النور : ٣٢

"তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন তাদেরকে বিয়ে দাও।"
–সূরা আন নূর ঃ ৩২।।

একজন অসহায় বিধবার সাথে সবচেয়ে বড়ো সদাচারণ হচ্ছে— কোনো নেক ও চরিত্রবান বর যোগাড় করে তার বিয়ের ব্যবস্থা করা। কারণ একজন নেক ও সচ্চরিত্রবান স্বামীই একজন বিধবার উত্তম সহায়ক, সংরক্ষক ও সাহায্যকারী।

www.pathagar.com

রাযা'আত বা দুধ পান করানো

'রাযা'আত' অর্থ দুধ পান করানো। পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে যদি স্বামী স্ত্রী পৃথক হয়ে যান। চাই তা খুলা'র মাধ্যমে হোক কিংবা তালাকের। স্ত্রীর কোলে যদি দুধের শিশু থাকে তাহলে দুধ পান করানোর ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয়। আল কুরআন এ সম্পর্কেও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

১. সন্তানকে দুধ পান করানোর মেয়াদ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ـ

"যেসব মায়েরা দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়, তারা তাদের সন্তানকে পুরো দু বছর দুধ পান করাবে।"-সূরা বাকারা ঃ ২৩৩।।

স্বামী মারা গেলে কিংবা তালাক দিলে উভয় অবস্থায়ই এ বিধান প্রযোজ্য।

২. দু বছরের আগেও দুধ ছাড়ানো যায়

فَاِنْ اَرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ـ البقرة : ٢٣٣

"যদি পিতামাতা পরস্পর সম্মত হয়ে এবং পরামর্শক্রমে দুধ পান করানো বন্ধ করতে চায়, তাতে কোনো দোষ নেই।"-সূরা বাকারা ঃ ২৩৩।।

৩. দুধ পান করানোর ব্যাপারে উভয়ের সহযোগিতা

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ط وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗ اُخْرٰى ـ الطلاق : ٦

"তালাকপ্রাপ্তা যদি তোমাদের সন্তানকে দুধ পান করায়, সে জন্য তাদেরকে পারিশ্রমিক দাও। (পারিশ্রমিকের ব্যাপারটি) পরস্পর ভালোভাবে ঠিকঠাক করে নাও। কিন্তু তোমরা যদি একে অপরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে অন্য কোনো মহিলা সন্তানকে দুধ পান করাবে।"-সূরা আত তালাক ঃ ২।।

www.pathagar.com

পিতামাতার গোয়ার্তুমি ও দরকষাকষির কারণে সন্তানের জীবন যেন বিপন্ন না হয়। সন্তানতো উভয়েরই ভালোবাসার ফসল। তাই পরস্পর সমঝোতার ভিত্তিতে তাকে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা উচিত। মাকে ভাবতে হবে, তিনি যদি সন্তানকে দুধ পান করাতে অস্বীকার করেন তার প্রভাব কোথায় গিয়ে পড়বে। পিতা একজন মহিলা জুটিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু আমার সন্তান আমার দুধ পান থেকে বঞ্চিত হবে। আবার পিতার চিন্তা করা উচিত, দুধ পান করানোর পারিশ্রমিকতো তাকে দিতেই হবে, তাহলে সন্তানের মাকে দিতে দোষ কি। যেখানে সে সর্বদা আদর সোহাগে প্রতিপালিত হবে।

৪. অন্য মহিলা (ধাই)-কে দিয়ে দুধ পান করানো

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط ـ البقرة : ٢٣٣

"যদি ধাইকে দিয়ে তোমাদের সন্তানের দুধ পান করাতে চাও, পারো, তাতে কোনো দোষ নেই। তবে আগেই পারিশ্রমিক ঠিক করে নাও এবং বিধিমত তা আদায় করে দাও।"-সূরা আল্ বাকারা ঃ ২৩৩।।

মা দুধ পান করাতে অস্বীকার করলে, অন্য মহিলাকে দিয়ে সন্তানকে দুধ পান করানো যাবে। তবে পারিশ্রমিকের ব্যাপারটি আগেই বলে কয়ে নেয়া ভালো।

৫. ধাত্রীর ভরণ পোষণের ভার সন্তানের পিতার

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط ـ البقرة : ٢٣٣

"যে মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করাবে, তার ভরণ পোষণের ভার সন্তানের পিতার।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩।।

৬. পিতার অবর্তমানে সন্তানের অভিভাবক যিনি, তিনি ব্যয় নির্বাহ করবেন

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ط ـ البقرة : ٢٣٣

www.pathagar.com

"সন্তানকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব পিতার ন্যায় অভিভাবকদেরও।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩।।

সন্তানের পিতা যদি মারা যান তখন যিনি সন্তানের অভিভাবক হবেন—তিনিই তাকে দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করবেন।

৭. কাউকে সমস্যায় ফেলা যাবে না

لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ط لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ـ

"কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের ভার অর্পণ করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩।।

সন্তানতো উভয়েরই। তাই এককভাবে কারো ওপর সন্তানের দায় চাপানো যাবে না। কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। পিতা অসমর্থ হলে মায়ের এমন পারিশ্রমিক দাবী করা ঠিক হবে না, যা পরিশোধ করার সংগতি তার নেই। পক্ষান্তরে পিতা সচ্ছল হলে দুধ পান করানোর পারিশ্রমিক যথাসময়ে ও যথাযথভাবে পরিশোধ করা উচিত। কম পারিশ্রমিক দিয়ে সন্তানের মাকে অযথা হয়রানী করা ঠিক নয়। আত্মীয় স্বজনেরও লক্ষ্য রাখা উচিত, সন্তানের জন্য যেন কেউ কাউকে কষ্টে ফেলতে না পারে।

www.pathagar.com

পালক পুত্র কিংবা মুখে ডাকা পুত্র

পালক পুত্রকে আরবীতে 'মুতাবান্না' বলে। 'মুতাবান্না' বা পালকপুত্র সম্পর্কে আরবে নানা রকম কুসংস্কার প্রচলিত ছিলো। জাহেলী সমাজে পালক পুত্রকে আপন পুত্রের মতোই মনে করা হতো। যিনি দত্তক আনতেন, তার পরিচয়েই ঐ ছেলের বংশ পরিচয় হতো। ঔরসজাত সন্তানের মতোই সে সামাজিক মর্যাদা পেতো এবং যাবতীয় অধিকার ভোগ করতো।

আল কুরআন এসব কুসংস্কারকে অপনোদন করে পালক পুত্রের যথার্থ অবস্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

১. পালক কিংবা মুখে ডাকা পুত্রের মর্যাদা

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاۤءَكُمْ اَبْنَاۤءَكُمْ ط ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ـ الاحزاب : ٤

"আল্লাহ তোমাদের মুখে ডাকা পুত্রদেরকে আপন পুত্রের মতো করেননি। এ তোমাদের মুখের কথা মাত্র।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৪।

অর্থাৎ কাউকে নিজের পুত্র বলে ঘোষণা দিলেই সে পুত্র হয়ে যায় না। সামাজিক জীবনেও তার ঐ মর্যাদা হতে পারে না, যে মর্যাদা ঔরসজাত সন্তানের রয়েছে। আর আপন সন্তানের মতো সকল অধিকারও সে ভোগ করতে পারে না।

২. প্রকৃত পিতার সাথেই তাকে সম্পর্কিত করা হবে

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاۤئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ج ـ الاحزاب : ٥

"তোমরা পালক পুত্রদেরকে তাদের প্রকৃত পিতৃ পরিচয়ে ডাকো। আল্লাহর কাছে এটি অধিক ন্যায়সংগত।"-সূরা আল আহযাব ঃ ৫।।

হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লোকেরা যায়েদ ইবনু হারিসা না বলে যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন। এ নির্দেশ জারীর পর সকলেই তখন যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ এর পরিবর্তে

www.pathagar.com

যায়েদ ইবনু হারিসা বলা শুরু করলেন। এ আয়াত অবতীর্ণের পর নিজের পিতা ছাড়া অন্য কারো নামে বংশ পরিচয় নির্ধারণ করাকে হারাম ঘোষণা করা হলো। সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিমে আছে—'যে নিজের পিতৃ পরিচয় গোপন করে অন্য কারো পিতৃ পরিচয় দেবে, অথচ সে জানে তিনি তার পিতা নন, তার জন্য জান্নাত হারাম।' এরূপ আরো হাদীস আছে—যেখানে এ ধরনের কাজকে গুনাহর কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৩. পিতৃ পরিচয় জানা না থাকলে সে মূলত দীনি ভাই

فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ـ الاحزاب : ٥

"যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দীনি ভাই।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৫।।

যদি তোমরা জানতে না পারো, তার পৈত্রিক পরিচয় কী, তবু অন্য কারো পিতৃ পরিচয়ে তাকে পরিচিত করা ঠিক নয়। এমতাবস্থায় তাকে দীনি ভাই বা বন্ধু মনে করতে হবে।

৪. সোহাগ করে পুত্র ডাকা

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ـ

"সোহাগ করে ভুলে পুত্র ডাকায় কোনো দোষ নেই। তবে তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৫।।

অর্থাৎ স্নেহবশে কাউকে বেটা বা পুত্র ডাকলে দোষ নেই। তদ্রূপ সোহাগ করে কাউকে ভাই, বোন, মা কিংবা কন্যা বলাও দোষের নয়। কিন্তু মুখে ডাকার সাথে সাথে আন্তরিকভাবে তাকে সেইরূপ মনে করা কিংবা মর্যাদা দেয়া জায়েয নয়।

www.pathagar.com

পর্দা

আল কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদার মূল চাবিকাঠি তার নৈতিকতা। মানুষের শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান পুঁজি হচ্ছে তার নিষ্কলুষ চরিত্র। এজন্যই চরিত্র গঠন ও তার সংরক্ষণের ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে। চারিত্রিক স্খলনকে কোনো রকম বরদাশত করেনি।

পাপ-পংকিলতা পরিহার, কুপ্রবৃত্তির দমন, অসৎ প্রবণতার প্রতিরোধ এবং পূত পবিত্রতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আল কুরআন যে নীতিমালার প্রবর্তন করেছে, তার চেয়ে উন্নত নীতিমালার কথা কল্পনাই করা যায় না। এর স্বপক্ষে ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়, যখন সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সেই নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের কল্যাণ লাভে ধন্য হচ্ছিলেন। যে সমাজ ছিলো মানবতার মুক্তি, কল্যাণ এবং জানমালের নিরাপত্তার এক মযবুত দুর্গ। যেখানে জাতি গঠন এবং উন্নতির এক মুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ ছিলো, ছিলো সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবনের নিশ্চয়তা।

আল কুরআন অদৃশ্য জগতের নিয়ন্তা ও অন্তর্যামী আল্লাহ তাআলার ভয় এবং আখিরাতে জবাবদিহিতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে মানব মনে এমন দুজন পাহারাদার বসিয়ে দিয়েছে, যারা সারাক্ষণ মানুষকে পর্যবেক্ষণে রাখে। শুধু গুনাহর কাজ থেকেই তাদেরকে নিবৃত্ত রাখে না বরং চারিত্রিক উচ্চমর্যাদায় উন্নীত করার জন্যও সর্বদা উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এমন প্রতিটি পুরুষ ও মহিলা যাদের মধ্যে যৌনশক্তি রয়েছে তাদেরকে বিয়ের জন্য উৎসাহিত করে। যৌন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে একটি কেন্দ্র নির্দিষ্ট করে দিয়ে তার অমিত শক্তিকে সমাজ গঠন ও উন্নতির কাজে প্রয়োগের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অপরদিকে ব্যভিচার ও যৌন উচ্ছৃংখলতাকে জঘন্যতম নৈতিক, চারিত্রিক ও আইনগত অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। যেন অন্যায় ও নৈতিকতা বিরোধী সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। কেননা এ পথেই মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করে তাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করা হয়।

আল কুরআন পুরুষ ও মহিলার জন্য পৃথক পৃথক কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করেছে। যেন তারা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে

www.pathagar.com

যোগ্যতার সাথে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারেন। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পর্দার বিধান প্রবর্তন করেছে। একে ঈমান ও ইসলামের সুস্পষ্ট দাবী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা প্রকাশ করে জোরালো বক্তব্য রাখা হয়েছে। সূরা আন নূরে যেখানে পর্দা সংক্রান্ত চূড়ান্ত নীতি বর্ণিত হয়েছে, তার বাচনভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রতিটি শব্দ থেকে ভাষার বলিষ্ঠতা, বর্ণনার গাম্ভীর্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

"এটি একটি সূরা। আমি অবতীর্ণ করেছি এবং আমি একে বাধ্যতামূলক (ফরয) করে দিয়েছি। এতে আমি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হিদায়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। যেন তোমরা স্মরণ রাখতে পারো।"–সূরা আন নূর ঃ ১।।

এ মুখবন্ধে যে কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে— এ হিদায়াত ও নীতিমালা 'আমি' অবতীর্ণ করেছি। এটি মানব মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো বিধান নয়। এখন যদি কেউ আল্লাহর ওপর সত্যিকার ঈমান এনে থাকেন, তার প্রেরিত নীতিমালাকে নিজের জীবন বিধান হিসেবে মেনে নেন, তাহলে ঈমান ও ইসলামের দাবী হচ্ছে—একে তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাসের সাথে সাথে ব্যবহারিক জীবনেও কার্যকর করবেন। সমাজ সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ এ বিধানটি পরামর্শ স্বরূপ দেয়া হয়নি। মন চাইলে মানবেন নইলে মানবেন না, ব্যাপারটি এমন নয়। এটি মানব সভ্যতার স্থিতি-উন্নতি এবং সংস্কার ও সাফল্যের এমন মৌলিক বিধান, যা মেনে চলা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। যদি তিনি সত্যিকারের মুসলমান হোন। একমাত্র সেই ব্যক্তিই একে অমান্য করতে পারে, কুরআনকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা যার আছে। পর্দা ইসলামী সমাজের অপরিহার্য অংশ। এটি ছাড়া সুশৃংখল পরিবার, পবিত্র সমাজ এবং একটি উন্নত সভ্যতার কথা ও কল্পনাও করা যায় না।

১. পর্দার উদ্দেশ্য

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط ـ الاحزاب : ٥٣

www.pathagar.com

"মুমিনগণ ! তোমরা নবী-পত্নীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্য উত্তম।"-সূরা আল আহযাব ঃ ৫৩।।

একে 'পর্দার আয়াত' বলা হয়। এখানে পর্দা মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং পর্দার যৌক্তিকতা ও উপকারিতার কথাও বলা হয়েছে।

এ আয়াত অবতীর্ণের আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে অবাধে লোকজন যাতায়াত করতেন। হযরত ওমর (রা) ব্যাপারটি পসন্দ করতেন না। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন—ভালো মন্দ অনেক লোক-ই আপনার ঘরে যাতায়াত করেন, আপনি যদি আপনার স্ত্রীদের পর্দায় থাকতে বলতেন। তখন সূরা আল আহযাবের ৫৫নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সেখানে বলা হয়েছে—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে মুহাররাম আত্মীয় স্বজন ছাড়া আর কেউ যেন প্রবেশ না করে। কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে তারা যেন পর্দার আড়াল থেকে কথা বলে।

এ বিধান অবতীর্ণের পর মুসলিম মহিলারা নিজেদের ঘরে পর্দা করা শুরু করেন এবং প্রতিটি ঘরের দরোজায় পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। মুহাররাম পুরুষ ছাড়া অন্যদেরকে অন্দর মহলে প্রবেশে বারণ করা হয়।

মুসলিম সমাজে পর্দার যে প্রচলন করা হয় তার যৌক্তিকতা ও কল্যাণ সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে-

ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط ـ الاحزاب : ٥٣

"তোমাদের (নারী পুরুষ) উভয়ের অন্তরের পবিত্রতার জন্য এটি উত্তম ও উপযুক্ত পদ্ধতি।"-সূরা আল আহযাব ঃ ৫৩।।

একথার তাৎপর্য হচ্ছে-মহিলাগণ পর্দার ভেতর অবস্থান করবেন। পরপুরুষের সাথে তারা সামনাসামনি কথাবার্তা বলবেন না। এটি উভয়ের জন্যই কল্যাণকর। কুপ্রবৃত্তি ও অবৈধ যৌন লালসা থেকে উভয়কে হিফাযত করে।

সবজান্তা ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তাআলার এমন সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকার পরও যারা সহশিক্ষা, যৌথ সভা-সমাবেশ, অবাধ মেলামেশা ও দেখা সাক্ষাতের পক্ষে অযথা সাফাই গেয়ে বেড়ান, এতে না কি তাদের

www.pathagar.com

মনের পবিত্রতা নষ্ট হয় না। তারা মূলত আল্লাহকে মহাজ্ঞানী ও সুবিজ্ঞানী হিসেবে মানতে নারাজ।

মানুষের মনকে পবিত্র রাখতে এবং সমাজকে যৌন উচ্ছৃংখলা থেকে রক্ষা করতে এবং চারিত্রিক পদস্খলন রোধে নিসন্দেহে ঐ ব্যবস্থাই উত্তম ও উপযোগী যা আল কুরআন প্রবর্তন করেছে। এর বিকল্প কিছু চিন্তা করা নিজের ঈমান নিয়ে খেলতামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২. পর্দার বিধান

২.১ নারীর আবাসস্থল

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ- احزاب : ٣٣

"তোমরা নিজেদের ঘরে স্বস্তিতে অবস্থান করো।"

-সূরা আল আহযাব ঃ ৩৩।।

মহিলাদের আসল কর্মক্ষেত্র তার ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে। সেখানেই তারা স্বস্তি ও মানসিক প্রশান্তির সাথে অবস্থান করে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে যাবেন। বিনা প্রয়োজনে তারা ঘরের বাইরে বেরুবেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'নারীর আপদমস্তক পুরোটাই পর্দা। সে ঘর থেকে বাইরে বেরুলে শয়তান তার পেছনে লেগে যায়। মহিলাগণ ততক্ষণ আল্লাহর রহমতের কাছাকাছি অবস্থান করেন যতক্ষণ তারা ঘরে থাকেন।'

আল কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকার পরও কী করে একজন মুসলিম মহিলাদের বাইরে বের করতে ঔদ্ধত্য দেখাতে পারেন ? তাকে ঘরের বাইরে এনে সামাজিক কাজকর্মে, স্কুল-কলেজে, কল-কারখানায়, অফিস-আদালতে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পুরুষের পাশাপাশি বসিয়ে কাজ করাবার জন্য বাড়াবাড়ি করতে পারেন ?

কুরআনী বিধানের বিরুদ্ধে কেবল সেই দুঃসাহস দেখাতে পারে, যে আল্লাহর কিতাবের অস্বীকারকারী কিংবা মুনাফিক। যারা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কুরআনী দীনের প্রাসাদকে ধুলিসাৎ করতে চায়।

www.pathagar.com

২.২ মুখমণ্ডল আবৃত রাখা

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا○

"হে নবী ! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন মহিলাদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের একটি অংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।"-সূরা আল আহযাব ঃ ৫৯।।

মহিলারা যখন বাড়িতে অবস্থান করবেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তার কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন। অবশ্য বাইরে বেরুনোর প্রয়োজন হলে চেহারা এবং শরীর ভালোভাবে ঢেকে বেরুবেন।

আরবের প্রচলন ছিলো, যদি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ বাইরে বেরুতেন, একটি বড়ো চাদর দিয়ে এমনভাবে নিজের সারা শরীর ঢেকে নিতেন, যেন শরীরের কোনো অংশ দৃষ্টিগোচর না হয়। এরূপ বড় চাদরকে 'জিলবাব' বলা হতো। পানজাব এবং উত্তর প্রদেশেও এরূপ বড় ধরনের চাদর মহিলারা ব্যবহার করে থাকেন। স্থানীয় ভাষায় এগুলোকে 'সয়াল' বলা হয়। আমাদের যুগের বোরকাও মূলত এগুলোর উন্নত সংস্করণ। বোরকার নিকাবও সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে, যে জন্য মুখের সামনে দিয়ে চাদরকে টেনে দিতে বলা হয়েছে।

আল কুরআনের লক্ষ্য হচ্ছে-সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ যখন বাইরে বেরুবেন তখন তিনি নিজের হিফাযতের ব্যাপারে এমন সচেষ্ট হবেন, যেন কোনো লোলুপ দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করার চিন্তাও না করতে পারে। চাদরে শরীর ভালোভাবে জড়িয়ে নিয়ে একটি অংশ দিয়ে মাথা ঢেকে চেহারার ওপর ঘোমটা বানিয়ে নেবে। যেন শরীর ও মুখমণ্ডল দেখা না যায়। সাহাবা কিরাম (রা)-এর যুগ থেকে পরবর্তী যুগের বড়ো বড়ো মুফাস্‌সিরগণ উল্লেখিত আয়াতের এ তাৎপর্যই বুঝিয়েছেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে রাখাকে আবশ্যকীয় বলেছেন। আরবী অভিধানেও ঐসব শব্দের এরূপ ব্যবহার বর্তমান। কোনো মহিলার চেহারা থেকে কাপড় সরে গেলে বলা হয়-

اَدْنِ ثَوْبَكَ عَلٰى وَجْهِكَ -

"কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে নাও।"

www.pathagar.com

হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে অভিমত পাওয়া যায় তার তাৎপর্য অনুরূপ। বলা হয়েছে—'আল্লাহ তাআলা মহিলাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যখন কোনো জরুরী কাজে বাড়ির বাইরে যাবে তখন চাদর দিয়ে চেহারা ও শরীরকে যেন তারা ভালোভাবে ঢেকে নেয়। শুধু একটি চোখ খোলা রাখবে।'

একবার মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহ) হযরত উবাইদ সালমানী (রহ)-এর কাছে এ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তিনি মুখে কিছু না বলে একটি চাদর নিয়ে এমনভাবে নিজেকে ঢেকে ফেললেন, মাথা, চেহারা সহ সবকিছু ঢেকে গেলো। শুধু একটি চোখ খোলা রাখলেন।

আল্লামা যামাখশারী (রহ) তাফসীরে আল কাশ্‌শাফে এবং আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ নাস্‌ফী (রহ) 'মাদারিকত্ তানযীল' নামক তাফসীর গ্রন্থে বলেন—মহিলাগণ চাদর এমনভাবে ঝুলিয়ে দেবেন, যেন চেহারা এবং নিচের অংশ ভালোভাবে ঢেকে যায়।'

হযরত ইবনু জারীর (রহ) বলেন—'ভদ্র ঘরের মহিলারা যেন দাসী বাঁদীর মতো পোশাক পরে বাইরে না বেরোয় এবং মাথার চুল ও চেহারা খোলা না রাখে। তাদের উচিত বড়ো চাদর দিয়ে নিজেকে চেহারা সমেত ঢেকে নিয়ে রাস্তায় বেরুনো। যেন কোনো কুলাঙ্গার তাকে উত্যক্ত করার সুযোগই না পায়।

আল কুরআনের শব্দ এবং মুফাসসিরগণের তাফসীর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, চেহারা ঢেকে রাখা ফরয। নবুওয়াতী যুগে মুসলিম সমাজে যে পর্দা প্রথা ছিলো সেখানেও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা অপরিহার্য গণ্য করা হতো।

এক যুদ্ধে উম্মু খালাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা নামের এক মহিলার ছেলে শাহাদাত বরণ করেন। মহিলা শাহাদাতের সংবাদ নিশ্চিত হবার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হন। এ হৃদয়বিদারক ঘটনার পরও তার চেহারা নিকাব দিয়ে ঢাকা ছিলো। লোকজন আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলো—'এতো বড়ো দুসংবাদের পরও আপনার মুখে নিকাব ঝুলছে ! মহিলা শান্তমনে উত্তর দিলেন—'আমি ছেলে হারিয়েছি সত্যি, কিন্তু আমার লজ্জাতো বিসর্জন দেইনি।'

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ওপর আরোপিত অপবাদের ঘটনা নিজ মুখে বিস্তারিত বলেছেন। তার সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী।

www.pathagar.com

সেখানে তিনি বলেছেন—'প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষে আমি ফিরে এসে দেখলাম, কাফেলা চলে গেছে, আমি সেখানেই বসে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেলাম। সকালে সাফওয়ান ইবনু মুআত্তাল সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় দূর থেকে কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে কাছে এলেন। দেখেই আমাকে চিনে ফেললেন। কারণ পর্দার বিধান অবতীর্ণের আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলে উঠলেন। শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। সাথে সাথে আমি চাদর দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলি।'

হজ্জের সময় ইহরাম বাঁধাকালীন সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরো বলেন—বিদায় হজ্জের ইহরাম বেঁধে আমরা মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। যখনই কোনো পুরুষ আমাদের সামনে দিয়ে যেতেন আমরা চাদর টেনে আমাদের চেহারাকে আড়াল করে ফেলতাম। তিনি দূরে চলে গেলে আমরা আমাদের চেহারার কাপড় সরিয়ে দিতাম।

২.৩ ঠমকের সাথে বাইরে না বেরুনো

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى ـ احزاب : ٣٣

"জাহেলী যুগের মতো তোমরা সেজেগুজে ঠমকের সাথে বাইরে বেরিয়ো না।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৩।।

আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে হলে 'তাবাররুজ' ও 'জাহিলিয়্যাত' শব্দ দুটোর মর্ম ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

'তাবাররুজ' শব্দের তাৎপর্য তিনটি–

১. নিজের চেহারা ও দৈহিক সৌন্দযের প্রদর্শনী।

২. পোশাক-আশাক, গয়না-গাটি এবং প্রসাধনী দেখিয়ে বেড়ানো।

৩. ঠাক ঠমকের সাথে চলাফেরা।

আর 'জাহিলিয়্যাত' বলতে ঐসব আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও চিন্তা-চেতনাকে বুঝায় যা ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও চিন্তা-চেতনার বিপরীত।

মোটকথা, অলংকারাদি, টুংটাং আওয়াজ ও আঁট-সাট ও ফিনফিনে পোশাক পরে শরীরের উঁচুনিচু জায়গাগুলোর প্রদর্শন পূর্বক পুরুষের দৃষ্টিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে তার যৌন অনুভূতিকে সুড়সুড়ি দেয়া,

www.pathagar.com

এটিতো জাহিলী যুগের কাজ। ইসলামপূর্ব যুগে এরূপ করা হতো। ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অন্যকথায় ইসলামী সমাজে এরূপ অর্ধনগ্ন ও বেহায়াপনার কথা চিন্তাও করা যায় না।

২.৪ পরপুরুষের সাথে সতর্কতা অবলম্বন করে কথা বলা

إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ○ الاحزاب : ٣٢

"তোমরা অন্যায় থেকে বাঁচতে চাইলে (পরপুরুষের সাথে) এমন সুললিত কণ্ঠে কথা বলো না, যাতে অন্তরে ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়। বরং তোমরা সাদামাটাভাবে স্পষ্ট কথা বলবে।"–সূরা আহযাব ঃ ৩২

ইসলাম বিনা প্রয়োজনে পরপুরুষের সাথে মহিলাদের কথা বলা পসন্দ করে না। একান্ত প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার অনুমতি রয়েছে। তবে তা যেন সুললিত সুরেলা কণ্ঠে না হয়। যাতে দুষ্ট প্রকৃতির লোক কুমতলবে প্রলুব্ধ হতে সাহস পায়। বরং সাদামাটাভাবে ও সংক্ষেপে তা বলে দেয়া উচিত।

পরপুরুষের সাথে নিষ্প্রয়োজনে খোশগল্প করা, মনের মাধুরী মিশিয়ে সুরেলা ভঙ্গিতে কথা বলা আর দুশ্চরিত্র পুরুষদের কুমতলব হাসিলের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া, ঐসব চরিত্রহীনা বেহায়া মহিলাদের কাজ যাদের মনে আল্লাহর ভয় নেই। যারা লজ্জা নামক চাদরকে ছিন্ন ভিন্ন করে বেরিয়ে এসেছে।

অন্যায়কে ঘৃণাকারী, লজ্জা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী, আল্লাহভীরু, ভদ্র ও মার্জিত স্বভাবের কোনো মহিলা কখনো নিজের কণ্ঠস্বর পরপুরুষকে শোনাতে চায় না। একান্ত প্রয়োজনে আল্লাহভীতি ও সতর্কতার সাথে স্বাভাবিক স্বরে স্পষ্টভাবে কথা বলে থাকেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের কণ্ঠস্বর অপ্রয়োজনে পরপুরুষকে শোনানো পসন্দ করতেন না। এজন্য তিনি মহিলাদেরকে আযানের অনুমতি দেননি। ইমামের পেছনে নামাযের সময় ইমাম যদি ভুল করেন 'সুবহানাল্লাহ' বলে ইমামকে সতর্ক করে দেয়ার অনুমতি মহিলাদেরকে দেননি। বরং তারা ইমামকে সতর্ক করার জন্য এক হাতের ওপর আরেক হাতের তালু দিয়ে আঘাত করে শব্দ করবেন।

www.pathagar.com

২.৫ অলংকারাদির টুংটাং শব্দও শোনানো যাবে না

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط ـ النور : ٣١

"মহিলারা এমনভাবে পা ফেলে চলবে না, যাতে যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে (অলংকারের শব্দ) তা লোকেরা জেনে যায়।"
–সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে—কোনো ভদ্র মহিলা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যেতে পারবেন কিন্তু এমন সতর্কতা তিনি অবলম্বন করবেন, যেন তার কোনো আচরণ অন্য পুরুষের যৌন সুড়সুড়ির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নিষেধাজ্ঞাকে শুধু অলংকারাদির আওয়াজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং সুগন্ধিযুক্ত পারফিউম ও প্রসাধনীর ব্যাপারেও প্রযোজ্য করেছেন। তিনি বলেছেন—যে মহিলা সুগন্ধিযুক্ত পারফিউম বা প্রসাধনী ব্যবহার করে পথ চলবে এবং পুরুষরা সুখানুভব করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। হযরত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—তিনি এ ধরনের মহিলাদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

একবার হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন মহিলার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন যিনি মসজিদ থেকে বেরুচ্ছিলেন। মনে হলো তিনি খুশবু ব্যবহার করেছেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে গিয়ে তাকে লক্ষ্য করে বললেন —হে সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাঁদী ! তুমি কি মসজিদ থেকে আসছো ? তিনি উত্তর দিলেন—'হা'। তখন বললেন—'আমি আমার বন্ধু আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে আসবে, ততক্ষণ তার নামায হবে না যতক্ষণ সে বাড়িতে গিয়ে নাপাকী থেকে পবিত্রতার গোসল না করবে।'

২.৬ দৃষ্টি অবনত রাখা

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ ط ـ النور : ٣١

"মুমিন মহিলাদের বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

'নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখা' অর্থ তারা এমনসব বস্তুর দিকে নজর দেবে না যেগুলোর দিকে তাকানো অবৈধ। হঠাৎ কোনো পরপুরুষের

www.pathagar.com

সামনে পড়ে গেলে দৃষ্টি অবনত করে নেবে। কোনো নারী পুরুষের সতরের প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলে সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নেবে।

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য একই নির্দেশ। তবু হাদীস থেকে বুঝা যায়—মহিলাদের ব্যাপারে একটু শিথিল করা হয়েছে। যেমন মহিলারা যখন মসজিদে, শপিং সেন্টারে কিংবা সফরে যান তখন নেকাব দিয়ে তাদের চেহারাকে ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে, যাতে পরপুরুষের দৃষ্টি তাদের ওপর না পড়ে। কিন্তু পুরুষকে এরূপ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, যাতে মহিলাদের দৃষ্টি তাদের ওপর না পড়ে। তাই বলে মহিলারা পুরুষদের প্রাণ ভরে দেখে নেবে ব্যাপারটি এমন নয়। এরূপ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। এ অনুমতি কেবল প্রয়োজনের মুহূর্তের জন্য।

২.৭ সতরের[১] হিফাযত করা

وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ـ النور : ٣١

"তারা যেন নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।"-সূরা নূর ঃ ৩১।।

লজ্জাস্থান বা সতরের হিফাযত শুধু কুকর্ম থেকে বেঁচে থাকা নয়, বরং সবদিক থেকে তার হিফাযত করাই এ আয়াতের দাবী।

হাত এবং মুখ ছাড়া বাকী পুরোটাই মহিলাদের সতর। স্বামী ছাড়া আর কারো সামনে এ অংশ খোলা নিষিদ্ধ। এমনকি নিজের পিতা এবং ভাইয়ের সামনেও না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদেরকে এমন আঁটসাঁট ও পাতলা কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন, যে পোশাকে শরীরের কাঠামো ও ঔজ্জ্বল্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালিকা পাতলা কাপড় পরে তাঁর সামনে আসেন। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন—'আসমা ! মেয়েরা যখন বালেগ হয়ে যায় তখন মুখ ও হাত ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অংশ দেখা যায় এমন পোশাক পরা জায়েয নয়।' অবশ্য ঘরকন্যার সময় শরীরের যেসব অংশ খোলা রাখা অপরিহার্য যেমন—হাত-পায়ের কিছু অংশ, তা পিতা ও ভাইয়ের সামনে খোলা দোষের নয়।

১. শরীরের সেই অংশকে সতর বলা হয় যা অন্যকে দেখানো নিষিদ্ধ। মুখ এবং হাতের কব্জি পর্যন্ত অংশ ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত শরীরই মহিলাদের সতরের অন্তর্ভুক্ত। স্বামী ছাড়া আর কারো সামনে এ অংশ খোলা জায়েয নেই। পুরুষের সতর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। স্ত্রী ছাড়া আর কারো সামনে এ অংশ খোলা জায়েয নেই।-লেখক

www.pathagar.com

একবার তিনি মহিলাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন—যেসব মহিলা কাপড় পরেও নগ্ন, অপরকে যৌন সুড়সুড়ি দিয়ে বেড়ায়, নিজেও অপরের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় এবং ঠাক ঠমকের সাথে চলে, তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও তারা পাবে না।'

২.৮ সাজসজ্জা ঢেকে রাখা

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ـ النور : ٣١

"মুমিন মহিলাদের বলে দিন তারা যেন তাদের সাজসজ্জা অপরকে না দেখায়। কেবল সেইসব ছাড়া যা এমনিই প্রকাশিত হয়ে পড়ে।"

–সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

'যীনাত' শব্দটি শরীরের সেইসব সৌন্দর্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয় যা প্রকৃতিগতভাবেই বিদ্যমান। যেমন—মাথার চুল, চোখ, ভ্রূ, হাত, পা, গ্রীবা প্রভৃতি। সাজসজ্জার উপকরণ ও প্রসাধনীকেও 'যীনাত' বলা হয়। যেমন—নাক, কান, গলা, হাত ও পায়ের অলংকারাদি, সুন্দর পোশাক আশাক এবং বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী সামগ্রী।

সাজসজ্জা ও রূপসৌন্দর্য প্রদর্শনেচ্ছা মহিলাদের সহজাত প্রবৃত্তি। বাড়িতে অবস্থান করে মুহাররাম[২] আত্মীয় স্বজনকে সাজসজ্জা দেখালে কুরআন বাধা দেয় না। কিন্তু এটি বরদাশত করে না যে, কোনো মুসলিম মহিলা উগ্র সাজসজ্জা করে পুরুষদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে ঘুরে বেড়াবে। তবে হঠাৎ কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়লে, যেমন ঘোমটা খুলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া কিংবা হাত-পা উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া, তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ এটি ইচ্ছেকৃত নয়, অনিচ্ছেকৃত।

২.৮ মাথা ও বুক ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখা

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ـ النور : ٣١

"মহিলারা যেন নিজেদের বুকের ওপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে।"

–সূরা আন নূর ঃ ৩১

২. যেসব মুহাররাম আত্মীয় স্বজনদের সামনে মহিলারা নিজেদের সাজসজ্জা প্রদর্শন করতে পারে তাদের বিস্তারিত বর্ণনা এ অধ্যায়ে 'মুহাররাম আত্মীয়-স্বজন' শিরোনামে করা হবে।–লেখক

www.pathagar.com

মহিলাদেরকে তাদের সাজসজ্জা ও রূপসৌন্দর্য সাধারণভাবে প্রকাশ করতে নিষেধ করার পর বলা হচ্ছে, তারা যেন সর্বদা ওড়না দিয়ে মাথা ও বুক ঢেকে রাখেন, মাথার চুল, নাক, কান ও গলার অলংকারাদি এবং স্ফীত বক্ষদেশ কারো দৃষ্টিগোচর না হয়। কারণ নারীদের এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিপরীত লিঙ্গের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। অসতর্কতার কারণে বিপর্যয়ের আশংকা বেড়ে যায় বিধায় মহিলাদেরকে বেশী সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এবং বেপরওয়া হতে নিষেধ করা হয়েছে।

অতপর একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে—'নিজেদের 'যীনাত' প্রকাশ করো না।' সাথে সেইসব মুহাররাম আত্মীয়ের তালিকা দেয়া হয়েছে যাদের সামনে সাজসজ্জা প্রকাশ করার অবকাশ রয়েছে। বর্ণনার এ বিন্যাস ও ধারাবাহিকতায় যে জিনিসটি ইঙ্গিত করে তা হচ্ছে—মুহাররাম আত্মীয় স্বজনের সামনে মহিলাদের সাজসজ্জা ও রূপসৌন্দর্য প্রকাশ করার অনুমতি আছে, তাদেরকে সংকীর্ণতায় ফেলা হয়নি। তবু মাথা, গলা ও বুক যেন তারা ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখে। স্বাভাবিক লজ্জা ও সৌজন্যের দাবীও তাই। অবশ্য প্রয়োজনে কিংবা ঘটনাক্রমে ওড়না সরে গিয়ে এসব স্থান হঠাৎ উন্মুক্ত হয়ে গেলে পেরেশানী বোধ করার কোনো কারণ নেই। তবে ইচ্ছে করে এরূপ খোলা রাখা সমীচীন নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'মহিলারা কেবল স্বামীর সামনে ওড়না খুলে রাখতে পারে।"—তাফসীরে খাযিন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮।

জাহেলী যুগে মহিলারা মাথায় একটি কাপড় বেঁধে রাখতো পেছনে খোপার সাথে গিঁট দিয়ে। সামনের গলা বুক খোলা থাকতো। কামিস ছাড়া আর কিছু থাকতো না। অনেক সময় পেছনে দু তিনটে বেণী করে চুল ঝুলিয়ে রাখতো।

সূরা আন নূরের এ আয়াত অবতীর্ণের পর মুসলিম মহিলারা পর্দা মেনে চলতে শুরু করেন। যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—রূপসৌন্দর্যের প্রদর্শন থেকে মহিলাদেরকে বিরত রাখা। তাফসীরে খাযিনে বলা হয়েছে—মহিলারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে মাথার চুল, গলা, অলংকার ও বুক ভালোভাবে ঢেকে রাখে। আজকাল মহিলারা পাতলা চিকন যে কাপড় গলায় পেঁচিয়ে রাখে তা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

২.১০ অতি বৃদ্ধাদের জন্য শিথিলতা

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّتِيْ لَايَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ـ النور : ٦٠

"যেসব মহিলা বিগত যৌবনা, বিয়ে করার ইচ্ছে যাদের নেই, তারা যদি চাদর খুলে রাখে, তাতে কোনো দোষ নেই।"-সূরা আন নূর ঃ ৬০

আয়াতে বর্ণিত 'আল কাওয়াইদু মিনান নিসা' দ্বারা সেইসব মহিলাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা বার্ধক্যে উপনীত, যৌন চাহিদা যাদের শেষ হয়ে গেছে, যাদের দেখে পুরুষরা যৌন সুড়সুড়ি অনুভব করেন না, সন্তান ধারণে অক্ষম ও বিয়েতে অনীহা, এরূপ মহিলারা যদি তাদের ওড়না খুলে রাখেন তাতে কোনো দোষ নেই। তবে তা যেন সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশার্থে না হয়।

غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ـ النور : ٦٠

"তবে শর্ত হচ্ছে, তারা রূপ সৌন্দর্যের প্রদর্শনকারী হবে না।"
-সূরা আন নূর ঃ ৬০।।

মোটকথা ওড়না বা চাদর খুলে রাখার অনুমতি শুধু তাদের জন্য যাদের যৌন স্পৃহা শেষ হয়ে গেছে। সাজগোজ করার মানসিকতা যাদের নেই। অবশ্য যাদের এখনো সাজগোজের শখ রয়েছে এ সুযোগ তাদের জন্য নয়।

২.১১ চাদর ব্যবহার করা-ই উত্তম

وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ـ النور : ٦٠

"তবু যদি তারা নিজেদেরকে ঢেকে রাখে, তা তাদের জন্য উত্তম।"
-সূরা আন নূর ঃ ৬০।।

ওড়না বা চাদর পরিহার করার অনুমতি বৃদ্ধাদের জন্য রয়েছে। তবু যদি কেউ সেই সুযোগ গ্রহণ না করে নিজেকে ওড়না বা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখেন, লজ্জাশীলতার পরিচয় দেন, সেটি-ই উত্তম।

www.pathagar.com

পর্দার বিধানের সাথে সাথে পুরুষের জন্যও কিছু নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে নির্দেশগুলো মেনে চললে পর্দার নৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হতে পারে, যে জন্য পর্দা ফরয করা হয়েছে।

২.১২ পুরুষরাও তাদের দৃষ্টি অবনত রাখবে

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ ـ النور : ٣٠

"মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩০।।

পুরুষদের দৃষ্টি অবনত রাখার তাৎপর্য হচ্ছে—নিজ স্ত্রী ও মুহাররাম মহিলা ছাড়া আর কোনো মহিলার প্রতি দৃষ্টি না দেয়া, কারো সতরের প্রতি না তাকানো এবং সব ধরনের কুদৃষ্টি থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'কোনো মহিলার রূপ সৌন্দর্যের ওপর দৃষ্টি পড়া মাত্র যে মুসলমান সাথে সাথে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ তাআলা তার ইবাদাত বন্দেগীতে আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন।'–মুসনাদ-আহমদ ইবনু হাম্বল

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উপদেশ ছলে বলেছেন—'কোনো মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকবে না। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে মাফ কিন্তু দ্বিতীয়বার (ইচ্ছেকৃত) দেখা মাফের অযোগ্য।'

হযরত জারীর ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ ! হঠাৎ নজর পড়ে গেলে কি করবো ? তিনি বললেন—'সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নেবে।'

সত্যিকথা বলতে কি, অবাধ দৃষ্টিই লজ্জাহীনতা ও চরিত্রহীনতার উৎস। এজন্য আল কুরআন সকল মুসলিম পুরুষকে তাদের দৃষ্টি অনবত রাখার মৌলিক নির্দেশ দিয়েছে।

২.১৩ তারাও সতরের হিফাযত করবে

وَيَحْفَظُوْنَ فُرُوْجَهُمْ ـ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○

www.pathagar.com

"মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটি তাদের জন্য পবিত্রতম নীতি। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সেসব বিষয় জানেন।"–সূরা আন নূর ঃ ৩০।।

অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বেলায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাই শুধু এ আয়াতের উদ্দেশ্য নয়, একে অপরের সামনে নিজেদের সতর উন্মুক্ত না করাও এ আয়াতের নির্দেশ।

একজন পুরুষ তার শরীরের নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ স্ত্রী ছাড়া আর কারো সামনে উন্মুক্ত করবেন না। জায়েয নয়। লজ্জা শরম ও শালীনতার দাবীও হচ্ছে—সতরের হিফাযত করা। নগ্নতা ও উলংগপনা থেকে বিরত থাকা। এমন আচার আচরণ পরিহার করা, যা মানুষকে বেহায়াপনার দিকে নিয়ে যায়। পবিত্র কুরআন মুমিন নর-নারীর মৌলিক গুণাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে—তারা তাদের সতরকে নগ্নতা ও যৌন উচ্ছৃংখলতা থেকে সংরক্ষণ করে।

وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ ..... اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا○ الاحزاب : ٣٥

"নিজেদের লজ্জাস্থান হিফাযতকারী পুরুষ ও মহিলা ..... এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৫।।

৩. আত্মীয় স্বজনের সাথে পর্দা

পর্দার নীতিমালা ও সীমা পরিসীমা জানার জন্য আত্মীয়-স্বজনের ধরন ও তাদের সাথে সম্পর্কের বিষয় অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১. পরপুরুষ ঃ যার সাথে আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ শ্রেণীর পুরুষ থেকে মহিলাদেরকে পুরোপুরি পর্দা করতে হবে। শুধু শরীরকে আড়াল করলেই হবে না, কণ্ঠস্বরও শোনানো যাবে না।

২. মুহাররাম আত্মীয় স্বজন ঃ যাদের সাথে স্থায়ীভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম। এ ধরনের পুরুষের সামনে মহিলারা সাজসজ্জার সাথে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন। যেমন—পিতা, ভাই, ছেলে,

www.pathagar.com

শ্বশুর, জামাই, দুধ পানের দ্বারা যাদের সাথে বিয়ে হারাম প্রমুখ। আর স্বামীর সাথে পর্দা করার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না।

৩. গাইরি মুহাররাম আত্মীয় স্বজন ঃ যেসব পুরুষ, আত্মীয় বটে কিন্তু তাদের সাথে কুমারী বা বিধবা অবস্থায় বিয়ে অবৈধ নয়। এদের সাথে আচরণ পর পুরুষের মতোও নয় আবার মুহাররাম পুরুষের মতো অত খোলামেলাও নয়। এ দুটোর মাঝামাঝি। এ ধরনের পুরুষের সাথে কীভাবে পর্দা করতে হবে সে সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনী থেকে যে পথ নির্দেশনা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে— এরূপ পুরুষের সাথে পর্দার নীতি নির্ধারণ হবে তাদের অবস্থা, বয়স আত্মীয়তার ধরন, পরিবেশ পরিস্থিতি ও বংশীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে।

হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালিকা। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসতেন। (সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল হাজ্জ)। তদ্রূপ উম্মু হানী রাদিয়াল্লাহু আনহা যিনি আবু তালিবের কন্যা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো বোন ছিলেন, সর্বদা তাঁর সামনে আসতেন।-সুনানু আবী দাউদ, রোযা অধ্যায়

আবার একই সময়ের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ছেলে ফযলকে এবং তাঁর চাচাতো ভাই রবীআ ইবনু হারিস তার ছেলে আবদুল মুত্তালিবকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একথা বলে পাঠান, তোমরা এখন যুবক হয়েছো, তোমাদের বিয়ে শাদী করা দরকার কিন্তু কোনো আয় রোযগার নেই। তাঁর কাছে গিয়ে বলো, তোমাদের কোনো কর্মসংস্থান যেন তিনি করে দেন। তারা উভয়ে গিয়ে যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করেন। হযরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা উভয়েরই ফুফাতো বোন ছিলেন। তথাপি তিনি তাদের সামনে আসেননি। বরং পর্দার আড়াল থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন।-সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল খারাজ

৩.১ মহিলাদের সাজসজ্জা যাদেরকে দেখানো যায় (মুহাররাম আত্মীয়-স্বজন)

চিরস্থায়ীভাবে যাদের সাথে বিয়ে শাদী নিষিদ্ধ তাদেরকে মুহাররাম আত্মীয় বলে। এ ধরনের আত্মীয় থেকে পর্দা না করার অনুমতি রয়েছে।

www.pathagar.com

তাদের সামনে সাজসজ্জা করে চলাফেরা করা যাবে। পবিত্র কুরআন তাদের যে তালিকা প্রণয়ন করেছে, সেখানে চাচা, মামা, জামাতা ও রিযাঈ আত্মীয় স্বজনের উল্লেখ নেই। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের আলোকে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং যে মূলনীতি বর্ণনা করেছেন তাতে বুঝা যায়, যাদের সাথে বিয়ে হারাম তারা সবাই এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া মহিলারা আর কোনো পুরুষের সামনে চাই তিনি আত্মীয় হোন কিংবা অনাত্মীয়, সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারবেন না এবং নিজের শরীরও তাদেরকে স্পর্শ করতে দেবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাত কোনো পর নারীকে স্পর্শ করেনি। তিনি মহিলাদের থেকে বাইয়াত নিতেন, তা হতো মৌখিক অংগীকার মাত্র।

মহিলাদের সাজসজ্জা যাদেরকে দেখানো যায় সূরা আন নূরের ৩১নং আয়াতে তাদের তালিকা দেয়া হয়েছে।

১. স্বামী

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ ـ النور : ٣١

"মহিলারা তাদের সাজসজ্জা স্বামী ছাড়া আর কারো সামনে প্রকাশ করবে না।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

মহিলারা যাদের সামনে তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারবেন তার মধ্যে স্বামীর কথাও উল্লেখ রয়েছে। তাই বলে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই, স্বামীও অন্যান্য মুহাররাম আত্মীয়ের মতোই। একজন মহিলা স্বামীর সামনে সবকিছু প্রকাশ করতে পারেন, অন্য কারো সামনেই তা পারেন না। এখানে স্বামীর উল্লেখ করে মহিলাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। অন্যান্য আত্মীয়ের যে তালিকার উল্লেখ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য তাদের সামনে মহিলারা স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারবেন। কারণ শরীআহ মহিলাদেরকে কষ্টে ফেলতে চায় না। আবার তারা লজ্জাশরম খুইয়ে বসুক তাও চায় না। স্বভাবজাত যে লজ্জাবোধ মহিলাদের রয়েছে তাকে উদ্বুদ্ধ করে শালীনতার চাদরে জড়িয়ে দিতে চায়।

২. পিতা

www.pathagar.com

"তবে পিতার সামনে (প্রকাশ করতে পারবে)।"-সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

পিতার সাথে দাদা, পরদাদা, নানা এবং পর নানাও শামিল।

৩. শ্বশুর

اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ ـ النور : ٣١

"অথবা তাদের শ্বশুরের সামনে।"-সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

শ্বশুরের সাথে স্বামীর দাদা, পরদাদা, নানা, পরনানা সবাই অন্তর্ভুক্ত।

৪. ছেলে

اَوْ اَبْنَآءِ هِنَّ ـ النور : ٣١

"অথবা নিজেদের ছেলের সামনে।"-সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

ছেলের মধ্যে নাতি, পুতি, পুতির ছেলে প্রমুখ শামিল। এর মধ্যে আপন এবং সৎ সকলেই অন্তর্ভুক্ত। জামাই এর বেলায়ও একই হুকুম প্রযোজ্য।

৫. সৎ ছেলে

اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ ـ النور : ٣١

"অথবা স্বামীদের ছেলের সামনে।"-সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

৬. ভাই

اَوْ اِخْوَانِهِنَّ ـ النور : ٣١

"অথবা নিজের ভাইদের সামনে।"-সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

এখানে আপন ভাই, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় সকলেই শামিল।

৭. ভাই-পো

اَوْ بَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ ـ النور : ٣١

"অথবা ভাইদের ছেলের সামনে।"-সূরা আন নূর ঃ ২১।।

ভাইয়ের ছেলের সাথে ভাইয়ের নাতি-পুতি সকলেই শামিল।

www.pathagar.com

৮. বোন-পো

اَوْ بَنِىْٓ اَخَوَاتِهِنَّ ـ النور : ٣١

"বোনের ছেলে, নাতি-পুতি সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১।

ভাইবোন বলতে এখানে আপন, বৈপিত্রেয় এবং বৈমাত্রেয় সব ধরনের ভাই বোনকেই বুঝানো হয়েছে।

এ পর্যন্ত মুহাররাম আত্মীয় স্বজনের তালিকা পেশ করা হলো। এরপর এমন কতিপয় লোকের বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা আত্মীয়স্বজন নয় ঠিকই কিন্তু পারিবারিক জীবনে তাদেরকে ছাড়া চলা মুশকিল। এজন্য তাদের সামনে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

৯. একত্রে বসবাসকারী মহিলা

اَوْ نِسَآءِهِنَّ ـ النور : ٣١

"অথবা একত্রে বসবাসকারী মহিলাদের সামনে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১।

একত্রে বসবাসকারী মহিলা বলতে ঐসব মহিলাদের বুঝানো হয়েছে যারা ঘরের কাজকর্ম করে। লজ্জাশীলা ও সৎ স্বভাবের অধিকারিণী। নেককার ও পরহেযগার। এ ধরনের মহিলাদের সামনে মুসলিম মহিলারা অবাধে চলাফেরা করতে পারেন। তবে বেহায়া, অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির মহিলাদের থেকে মুসলিম মহিলাকে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। যেসব মহিলাদের স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণ সম্পর্কে জানা নেই তাদের সাথে গাইরি মুহাররাম পুরুষদের মতোই পর্দা করা উচিত। অর্থাৎ হাত ও মুখ ছাড়া অবশিষ্ট শরীর ঢেকে রাখা উচিত।

১০. মালিকানাভুক্ত দাসদাসী

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ـ النور : ٣١

"অথবা মালিকানাধীন[১] দাসদাসীর সামনে।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১

১. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), মুজাহিদ (রহ), হাসান বসরী (রহ) এবং ইমাম আবূ হানিফা (রহ)-এর মতে এ আয়াত কেবলমাত্র দাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ মহিলাদের মালিকানাধীন দাস থেকে পর্দা করতে হবে। কিন্তু আয়িশা (রা), উম্মু সালমা (রা) এবং নবী পরিবারের কতিপয় ব্যক্তির মতে আলোচ্য আয়াতে দাস-দাসী উভয়কে বুঝিয়েছে। তাই মহিলারা তাদের মালিকানাধীন দাসের সামনেও সেজেগুজে বেরুতে পারবেন।–লেখক

www.pathagar.com

১১. যৌন কামনামুক্ত পুরুষ কর্মচারী

اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ـ النور : ٣١

"অথবা এমন পুরুষ কর্মচারীদের সামনে, মহিলাদের প্রতি যার কোনো আকর্ষণ নেই।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

বর্ণিত আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায় মুহাররাম পুরুষ ছাড়া অন্য যেসব পুরুষের সামনে মহিলাদের সাজ সজ্জা প্রকাশের অনুমোদন রয়েছে সেখানে দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রথমত সেই পুরুষ, মহিলার অধিনস্ত কর্মচারী হতে হবে। দ্বিতীয়ত তাকে মহিলাদের প্রতি যৌন আকর্ষণ মুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ সাদাসিদা ও হাবাগোবা ধরনের বৃদ্ধ, মহিলাদের প্রতি যার কোনো আকর্ষণ নেই। যৌনশক্তি কমে গেছে কিন্তু যৌন আবেগ অনুভূতি পুরোমাত্রায় আছে, মহিলাদের দেখলে আকর্ষণ অনুভব করে, এদের থেকে মহিলাদের অবশ্যই পর্দা করতে হবে।

মদীনায় এক হিজড়া ছিলো। সে প্রত্যেকের বাড়িতেই অবাধে যাতায়াত করতো। মহিলারা তাকে হিজড়া মনে করে যাতায়াতে বাধা দিতেন না। একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মু সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে অবস্থান করছিলেন। তখন হিজড়া ব্যক্তি উম্মু সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাই আবদুল্লাহ ইবনু উমাইয়ার সাথে কথাবার্তা বলছিলো। এক পর্যায়ে সে বললো—যদি তায়েফ বিজিত হয়, গায়লান ছাকাফীর কন্যা বাদিয়াকে লাভ করতে হবে। একথা বলে সে বাদিয়ার রূপ সৌন্দর্যের এমন বর্ণনা দিলো, গোপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা বাদ গেলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনে বললেন —'আল্লাহর দুশমন ! তুইতো মনে হয় তার দিকে তোর চোখ গেঁথে রেখেছিস্।' তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন—'ভবিষ্যতে যেন সে কারো ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। তার থেকে মহিলাদেরকে পর্দা করতে হবে।'

এ আলোচনার আলোকে চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যায়—আধুনিক সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে যেসব মহিলা নিজের যুবক চাকর, মালী, বেয়ারা, বাবুর্চির সামনে অবাধে ঘোরাফেরা করেন তারা এ কুরআনী বিধানকে অবজ্ঞা ও অসম্মান করে চলছেন। তারা আল কুরআনের অনুসরণ না করে প্রবৃত্তির অনুসরণ করছেন।

www.pathagar.com

১২. অবুঝ বালক

اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ص ـ النور : ٣١

"অথবা সেইসব বালক যারা মহিলাদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি।"–সূরা আন নূর ঃ ৩১।।

কম বয়সী সেইসব বালক, যাদের এখনো যৌন অভিজ্ঞতা লাভ হয়নি। এ বক্তব্যের আলোকে মহিলারা সাজসজ্জা করে শুধু সেসব বালকের সামনে চলাফেরা করতে পারেন যাদের বয়স ১০/১২ বছরের বেশী নয়। এর চেয়ে বেশী বয়সী বালক, যদিও বালেগ না হয় তবুও তাদের যৌন আবেগ অনুভূতি জাগ্রত হতে শুরু করে। এজন্য তাদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

বাপ-মায়ের অধিকার

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ـ لقمن : ١٤

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার বাপ-মায়ের (অধিকার আদায়ের) ব্যাপারে।"–সূরা লুকমান ঃ ১৪।।

সমাজ জীবনে সবচেয়ে বেশী অধিকার মা-বাপের। আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহর অধিকারের সাথে সাথে মা-বাপের অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। আল্লাহর শোকর গুজারীর সাথে পিতা মাতার শোকর গুজারীর জন্যও তাকিদ করা হয়েছে।

১. বাপ-মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ـ لقمن : ١٤

"(আমি উপদেশ দিয়েছি–) আমার প্রতি ও তোমার মা-বাপের প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"–সূরা লুকমান ঃ ১৪।।

উপকারীর উপকার স্বীকার করা ভদ্রতা ও মানবতার প্রথম দাবী। মা-বাপের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের আগমন। তাদেরই আদর সোহাগে প্রতিপালিত। প্রতিটি চাহিদা পূরণে তাদের অসীম ত্যাগ ও কুরবানী। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বেড়ে উঠা। পরিশেষে সমাজে মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে নিজের জায়গা করে নেয়া। যে পিতা মাতার অস্বাভাবিক ত্যাগ ও কুরবানীতে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা হয়। তাদের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করা-ই কৃতজ্ঞতার দাবী।

২. তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ بنى اسرئيل : ٢٣

"এবং বাপ-মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করো।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩।।

'সদ্ব্যবহার' কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। যাবতীয় কল্যাণ কামনা এবং ভালো আচরণ বুঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

৩. তাদের আদব রক্ষা করা

وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ـ بنى اسرئيل : ٢٣

"তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলো।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩।।

তাদের সাথে কথাবার্তা বলার সময় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের মর্যাদা তাদের সন্তান ছাড়া আর কিছুই নয়, একথা মনে করা।

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন—'আপনি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চান ?' তিনি বললেন—'কেন নয়, আল্লাহর কসম ! আমি অবশ্যই চাই।' ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'আপনার কি পিতা মাতা জীবিত আছেন ?'—'হ্যাঁ, তারা জীবিত'—ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন। 'আপনি যদি তাদের সাথে নরম ভাষায় কথা বলেন, তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেন, অবশ্যই আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে আপনাকে কবীরা গুনাহ্ পরিত্যাগ করতে হবে।' —হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু দুজন লোক দেখতে পেলেন। তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন—'উনি আপনার কে ?' তিনি বললেন—'উনি আমার পিতা।' তখন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—'কখনো তাকে নাম ধরে ডাকবেন না, তার আগে পথ চলবেন না এবং তার আগে কোথাও গিয়ে বসবেন না।'

৪. বাপ-মায়ের জন্য খরচ করা

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ـ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ ـ البقرة : ٢١٥

"তারা কী ব্যয় করবে আপনাকে জিজ্ঞেস করে। বলুন তোমরা যাকিছু খরচ করো সেখানে বাপ-মায়ের অধিকার বেশী।'

–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৫।।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর পথে যাকিছু ব্যয় করা হয়, তিনি তা জানেন। প্রতিদানও অবশ্যই দেবেন। তবে যে ব্যাপারটি লক্ষ্যণীয়, তা

www.pathagar.com

হচ্ছে—যাদের জন্য খরচ করা হয় তাদের মধ্যে বাপ-মায়ের অধিকার সবচেয়ে বেশী। খরচ বাপ-মা থেকে সর্বপ্রথম শুরু করতে হবে।

৫. তাদের ইচ্ছের গুরুত্ব দেয়া

اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا

"তোমাদের জীবদ্দশায় তাদের একজন কিংবা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উহ্' বলো না এবং ধমক দিয়ো না।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩।।

মা বাপের বয়স যা-ই হোক না কেন, তাদের শক্তি সামর্থ্য থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় তাদের সাথে বিনয় ও নম্রতাসুলভ আচরণ করতে হবে। বিশেষ করে বুড়ো সময়ে তাদের প্রতি আরো বেশী যত্নশীল হতে হবে। কারণ তখন শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার কারণে তাদের কথা সহ্য করার ক্ষমতা হ্রাস পায়, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, নিজের ব্যাপারটাই নিজের কাছে বড়ো বলে অনুভূত হয়। এজন্য কথা বলার সময় তাদের মন মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে বিনয় ও নম্রতার সাথে বলতে হবে।

৬. তাদের সাথে বিনম্র আচরণ

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَةِ ـ بنى اسرائيل : ٢٤

"বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের প্রতি ঝুঁকে থাকো।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪।।

বিনয় ও নম্রতার সাথে ঝুঁকে থাকা মানে সর্বদা শ্রদ্ধা-ভক্তি, মায়া-মমতা ও আদব-আনুগত্য সহ তাদের হুকুম তামিল করে যাওয়া।

৭. বাপ-মায়ের জন্য দুআ করা

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ـ بنى اسرائيل : ٢٤

"বলো, হে আমার প্রতিপালক তাদের দুজনের প্রতি সদয় হোন, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪।।

www.pathagar.com

অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার ! শৈশবে চরম অসহায় অবস্থায় তারা আমাকে যেভাবে স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে, ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে লালন পালন করেছেন, আপনি তাদেরকে এ দুর্বলতার সময় সেইভাবে দয়া-অনুগ্রহ দিয়ে প্রতিপালন করুন। কেননা আজ তারা বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে আমার চেয়েও বেশী দয়া ও পৃষ্ঠপোষকতা পাবার মুখাপেক্ষী। অতএব আপনি তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন।

৮. মায়ের অধিকার বেশী

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ ـ لقمن : ١٤

"আমি মানুষকে তার বাপ-মায়ের প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে (তাই বিশেষ করে মায়ের প্রতি)।"–সূরা লুকমান ঃ ১৪।।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط ـ

"মানুষকে তার বাপ-মায়ের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। মা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে এবং প্রসবের সময়ও কষ্ট করে।"–সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫।।

সন্তান লালন পালনে পিতা অবশ্যই কষ্ট করে থাকেন কিন্তু মায়ের কষ্টের সাথে তার কোনো তুলনা হয় না। আল কুরআন তাই উভয়ের সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষ করে মায়ের কষ্টের কথা উল্লেখ করে তার খেদমত ও আনুগত্য করার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছে।

৯. মায়ের বিশেষ অনুগ্রহ

وَفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ ـ لقمن : ١٤

"দু বছর লাগে তার দুধ ছাড়াতে।"–সূরা লুকমান ঃ ১৪।।

وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط ـ الاحقاف : ١٥

"গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লেগে যায়।"
–সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫।।

www.pathagar.com

প্রথম আয়াতে দুধ পানের মেয়াদ দু বছর এবং দ্বিতীয় আয়াতে গর্ভধারণ ও দুধ পানের মোট সময় ত্রিশ মাস বলা হয়েছে। এতে কোনো বিরোধ বা বৈপরিত্য নেই। গর্ভের ন্যূনতম সময়কাল ছ' মাস বলা হয়েছে।

সন্তানকে দুধ পান করানো মায়ের এক বিরাট অনুগ্রহ। আল কুরআন এ বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আনুগত্য ও খেদমতে মায়ের যে অধিকার বেশী, সে কথা বুঝিয়েছে।

১০. বাপ-মায়ের আনুগত্যের সীমা

وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ط اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ○ عنكبوت : ٨

"তারা যদি তোমার ওপর বলপ্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছুকে অংশীদার বানাতে, যে সম্পর্কে তোমার জানা নেই। এ ক্ষেত্রে তুমি তাদেরকে মানবে না। আমার কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। অতপর আমি জানিয়ে দেবো তোমরা কে কী করছিলে।"

–সূরা আল আনকাবুত ঃ ৮।।

আল্লাহর অধিকারের পরেই পিতা মাতার অধিকার। তাই বলে তারা যা বলবেন, তাই করতে হবে, ব্যাপারটি এমন নয়। বাপ-মায়ের আনুগত্য হবে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন। যদি পিতা মাতার আনুগত্য করলে কিংবা তাদের কথা মানলে আল্লাহর সীমালংঘন হয়, এরূপ আনুগত্য করা যাবে না। আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে তারা বাধ্য করতে চাইলে কোনো অবস্থাতেই তা করা যাবে না। মোটকথা বাপ-মায়ের যতটুকু আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের সম্পূরক শুধু ততটুকু আনুগত্যই করতে হবে।

১১. মুশরিক পিতা মাতার সাথে সদাচরণ

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ز فَلَا تُطِعْهُمَا ط وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ○ لقمن : ١٥

www.pathagar.com

"যদি তারা আমার সাথে কাউকে শরীক বানাতে তোমাকে বাধ্য করতে চায়, যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না। অবশ্য তাদের সাথে পার্থিব জীবনে সদাচরণ করো। কেবল অনুসরণ করবে তার, যে আমার দিকে নিবিষ্ট। তোমাদের সবাইকে একদিন আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। সেদিন আমি বলে দেবো তোমরা কে কী করছিলে।"–সূরা লুকমান ঃ ১৫।।

আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে বাপ-মায়ের আনুগত্য করা যাবে না মানে এই নয় যে, সন্তানের ওপর তাদের কোনো অধিকারই আর থাকবে না। পার্থিব জীবনে তাদের সাথে ভালো আচরণ ও তাদের খায়-খেদমত করা সহ সব ধরনের প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। একদিন তো সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। সকলের কার্যকলাপ অনুযায়ী তাদেরকে শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করা হবে।

১২. বাপ দাদার অন্ধ অনুকরণ জাহিলিয়্যাত

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ○ البقرة : ١٧٠

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণের জন্য যখন তাদেরকে বলা হয়, তারা বলে—আমরাতো সেই সবের অনুসরণই করবো যার ওপর আমাদের বাপ-দাদারা ছিলেন। যদিও তাদের বাপ দাদারা কিছুই বুঝতো না এবং তারা হিদায়াতের পথেও ছিলো না।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭০।।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط وَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ○

"যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং তাঁর রাসূলের দিকে এসো। তারা জবাব দেয়—আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যেভাবে পেয়েছি সেই (নীতি ও পথই) আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা কিছু না জানলে এবং সঠিক ও নির্ভুল পথ সম্পর্কে অবহিত না থাকলেও কি তাদের অনুসরণ করে চলতে থাকবে?"

–সূরা আল মায়িদা ঃ ১০৪।।

www.pathagar.com

১৩. পিতা মাতার আনুগত্যে ত্রুটি বিচ্যুতি

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ط اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ○ بنى اسرائيل : ٢٥

"তোমাদের অন্তরে যাকিছু আছে, তোমাদের প্রতিপালক তা ভালোভাবে জানেন। যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ হয়ে জীবন যাপন করো তাহলে তিনি এমন লোকদের প্রতি ক্ষমাশীল, যারা নিজেদের ভুল বুঝে তাঁর পথে ফিরে আসে।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৫।।

যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সঠিক পথে ফিরে আসেন তাদেরকে 'আওয়াবিন' বলা হয়। আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে–আল্লাহ তোমাদের মনের অবস্থা ও অনুভূতি জানেন। তোমরা যদি সৎভাবে জীবন যাপন করতে চাও এবং কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে গেলে সাথে সাথে সঠিক পথে ফিরে এসো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ত্রুটির জন্য পাকড়াও করবেন না।

সন্তানের অধিকার

বাপ-মায়ের যেমন সন্তানের ওপর অধিকার আছে তেমনিভাবে বাপ-মায়ের ওপরও সন্তানের অধিকার রয়েছে। পারস্পরিক এসব অধিকার যথাযথভাবে আদায় না হওয়া পর্যন্ত একটি উন্নত সমাজ ও সভ্যতার ইমারাত নির্মিত হতে পারে না।

১. সন্তানের জন্ম অধিকার নিশ্চিত করা

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ○ بنى اسرائيل : ٣١

"খাওয়াতে পরাতে পারবে না এ আশংকায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না, আমিই তাদেরকে রিযিক দেবো, তোমাদেরকেও। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১

এ আয়াতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে সন্তান হত্যাকে বড়ো অপরাধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমানে এই লক্ষ্যে যেসব ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা

www.pathagar.com

হয় তাও অবৈধ। যেমন—গর্ভপাত বা এম. আর ; লাইগেশন, ভ্যাসেকটমী ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা যেসব রূহকে শারীরিক অবয়বে দুনিয়ায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন তাদের জীবন জীবিকার উপকরণও তিনি জলে স্থলে ছড়িয়ে রেখেছেন। মানুষ তার অযোগ্যতা, দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে সেসবের অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা না করে অযথা দারিদ্র ও খাদ্য সংকটের অজুহাতে সন্তান হত্যার মতো জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়। এভাবেই মানব সমাজের শিকড় কাটা শুরু হয়ে যায়। কেউ কি জানেন আগন্তুক সন্তানের কে কী সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসবে। কার দ্বারা জাতীয় উন্নতি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের দ্বার উন্মোচিত হবে এবং কে খাদ্য সামগ্রীর অফুরন্ত সব গোপন ভাণ্ডার খুঁজে বের করে আনবে। মানুষ মূর্খতার কবলে পড়ে এভাবে সন্তান হত্যা করে নিজেদের অস্তিত্বের মরণ ঘণ্টা বাজিয়ে ছাড়বে, আল কুরআন এটি বরদাশত করে না।

আল কুরআনের বলিষ্ঠ শিক্ষা হচ্ছে—মানব শিশুর জন্ম অধিকার নিশ্চিত করো, রিযিকের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো। তিনি তোমাদেরকে যেভাবে রিযিক দিচ্ছেন তাদেরকেও সেভাবেই রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।

২. সন্তানকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ط ـ تحريم : ٦

"ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"–সূরা তাহরীম ঃ ৬।।

বাপ-মায়ের ওপর সন্তানের বড়ো অধিকার তাকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। যেন সে তার জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য জানতে পারে। মনে যেন আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। যাতে সে পরকালের শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

"সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা-ই সন্তানের জন্য পিতার সবচেয়ে বড়ো উপহার।"

৩. সন্তানের জন্য দুআ করা

وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ط ـ احقاف : ١٥

www.pathagar.com

"আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে সৎ ও নেককার বানিয়ে দিন।"-সূরা আল আহ্কাফ ঃ ১৫।।

সন্তান নেককার হয়ে গড়ে উঠুক। তার কল্যাণে দুনিয়ায় নেক কাজের বিস্তৃতি ঘটুক। এটি একজন মুমিনের আকাংখা। সে জন্য তিনি যথাসম্ভব চেষ্টাও করেন এবং আল্লাহর নিকট দুআ করেন। কারণ সবকিছুই আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীকের ওপর নির্ভরশীল।

৪. সন্তান চোখ জুড়িয়ে দেয়

فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ـ مريم : ٢٦

"(হে মারইয়াম!) তুমি তা খাও, পান করো এবং তোমার চোখ জুড়িয়ে নাও।"-সূরা মারইয়াম ঃ ২৬

এ হচ্ছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের সময় তার মা মারইয়াম আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সান্ত্বনা।

৫. সন্তান কেন কামনা করা হয়

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَاءِكَ رَبِّ شَقِيًّا ○ وَاِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَائِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ○ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ص وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ○

"হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বললেন— হে আমার প্রতিপালক! আমার হাড়গুলো বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে, মাথা বার্ধক্য চিহ্নে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, প্রভু ! আপনাকে ডেকে কখনো বিফল হইনি। আমি ভয় করি আমার পর স্বগোত্রকে, আমার স্ত্রীও বন্ধা, আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্যপালনকারী দান করুন। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব বংশের। হে পরওয়ারদেগার ! তাকে একজন পসন্দনীয় মানুষ বানান।"

-সূরা মারইয়াম ঃ ৪-৬।।

একজন মুমিন কি জন্য সন্তান কামনা করেন, তা এখানে বলে দেয়া হয়েছে। এজন্য নয় যে, মৃত্যুর পর সন্তান তার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির

www.pathagar.com

মালিক বনে যাবে। বরং তার আন্তরিক আশা থেকে, আমার পর আমার সন্তানরাও ঐ দীনি ঝাণ্ডা তুলে ধরবেন, যে জন্য আমি সারাটি জীবন কাটিয়ে দিলাম।

আত্মীয় স্বজনের অধিকার

বাপ-মায়ের পর মানুষের ওপর সবচেয়ে বড়ো অধিকার তার আত্মীয় স্বজনের। কারণ মানুষের লালন পালনে বাপ-মায়ের পর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে আত্মীয় স্বজনের। তাদের ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সাহায্য সহযোগিতায় মানুষ স্বাবলম্বী হয়। তাই একজন সচেতন ব্যক্তি তাদের অধিকারের প্রশ্নে উদাসীন থাকতে পারে কি ? অথচ আল্লাহ তাআলা তাদের অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তা মেনে চলার জন্য বারবার তাকিদ করেছেন। কাজেই তাদের অধিকারের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকা মানে আল্লাহর নির্দেশকে উপেক্ষা করা।

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط ـ النساء : ١

"সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে পরস্পরের অধিকার দাবী করো। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বেঁচে থাকো।"–সূরা আন নিসা ঃ ১।।

পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রয়োজনে আল্লাহ তাআলা মানুষকে একে অপরের মুখাপেক্ষী বানিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার কারণে মানুষ আত্মীয় স্বজনের সাহায্য সহযোগিতার অধিকতর মুখাপেক্ষী। সেজন্য সর্বদা তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারেও সচেষ্ট হতে হবে। কোনোক্রমেই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কিংবা অসৌজন্যমূলক আচরণ করা উচিত নয়।

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখা

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ ـ الرعد : ٢١

www.pathagar.com

"বিবেকবান লোকদের নীতি হচ্ছে, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো তারা অক্ষুন্ন রাখে।"

–সূরা আর রা'দ ঃ ২১।।

আল্লাহর বিধানের ওপর বিশ্বাসী মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা আজীবন আত্মীয়তার সম্পর্ককে অটুট রাখার চেষ্টা করেন। যে সম্পর্ককে অক্ষুন্ন রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সম্পর্ককে কখনো তারা নষ্ট করতে চান না।

৩. আত্মীয় স্বজনের অধিকার আদায় করা

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ ـ بنى اسرائيل : ٢٦

"আত্মীয়কে তার অধিকার দিয়ে দাও।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬।।

অধিকার বলতে এখানে সব ধরনের অধিকারকে বুঝানো হয়েছে। বৈষয়িক, নৈতিক, সামাজিক অধিকারসহ যে কোনো ধরনের অধিকারই হোক না কেন, তা নষ্ট করা আল্লাহর বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন।

৪. তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤءِ ذِى الْقُرْبٰى ـ النحل : ٩٠

"অবশ্যই আল্লাহ আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন।"–সূরা আন নাহল ঃ ৯০।।

প্রাপ্য অধিকার ভারসাম্যের সাথে যথাযথভাবে আদায় করাকে 'আদল' বলা হয়। আর নিজে অধিকারের চেয়ে কম গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়ে অন্যকে তার অধিকারের চেয়ে বেশী প্রদান করাকে ইহসান বলে।

আদল ইহসান এমন দুটো মৌলিক উপাদান যা মানব সমাজের সৌন্দর্যকে পরিবেষ্টন করে রাখে। তাই সামাজিক জীবনে যাবতীয় আচার আচরণে এ সৌন্দর্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রত্যেকের সাথেই আদল ইহসানের নীতি অবলম্বন করা উচিত। বিশেষ করে আত্মীয় স্বজনের সাথে। সাধারণের চেয়ে তারাই বেশী সাহায্য-সহযোগিতা ও সদ্ব্যবহার পাবার অধিকারী। এমনকি আমাদের সম্পদেও তাদের অধিকার রয়েছে।

www.pathagar.com

তাদের প্রয়োজন পূরণে এবং তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আমাদেরকে বাধ্য করেছেন।

৫. আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসা

قُلْ لاَّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِىْ الْقُرْبٰى ـ شورى : ٢٣

"তাদেরকে বলে দিন, আমি আমার দাওয়াতী কাজের কোনো পারিশ্রমিক চাই না, আমি কেবল আত্মীয়তার ভালোবাসা চাই।"

–সূরা আশ শূরা ঃ ২৩।।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পার্থিব কোনো স্বার্থে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর কাজ করেন না। যে কথা তোমরা ভালোভাবেই জানো। সেই দাওয়াত কবুল করার মধ্যে তোমাদেরই কল্যাণ। কারণ এ পয়গাম আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণে মনকে উদার করে। যারা এ পয়গাম গ্রহণ করেছে তাদের আচরণই তোমাদেরকে এর সত্যতা প্রমাণ করে দেয়।

৬. তোমাদের সম্পদে প্রথম হক আত্মীয়-স্বজনের

قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط ـ البقرة : ٢١٥

"আপনি বলে দিন, যে সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবী এবং মুসাফিরদের জন্য।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৫।।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় তোমরা যাকিছু খরচ করো তা আল্লাহ বর্ণিত ধারবাহিকতা অনুযায়ী খরচ করো। এমন যেন না হয় তোমরা আবেগের বশবর্তী হয়ে উল্টাপাল্টা খরচ করছো অথচ মা-বাপ ও আত্মীয় স্বজনের খবর নিচ্ছো না। প্রকৃতপক্ষে তারাই তোমার সম্পদের অধিক হকদার। প্রথমে তাদের জন্যই খরচ করতে হবে, তারপর অন্যদের জন্য। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকেরই অধিকার নিশ্চিত করেছেন।

www.pathagar.com

৭. আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করা

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى ـ البقرة : ١٧٧

"তোমরা আল্লাহর ভালোবাসায় আত্মীয় স্বজনকে দান করো।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭

কতিপয় আচার অনুষ্ঠান পালনের নাম নেকী নয় বরং আল্লাহর ওপর ঈমান এনে সেই ঈমানের দাবী পূরণের নাম নেকী। কষ্টার্জিত সম্পদ আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যয় করাও ঈমানের অন্যতম একটি দাবী।

৮. যারা ওয়ারিশ নয় এমন পরিজনের সাথে আচরণ

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا ○النساء : ٨

"ধন-সম্পত্তি বণ্টনের সময় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনরা এলে তাদেরকেও কিছু দাও এবং তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৮

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে যারা ওয়ারিশ তাদের প্রতি আল্লাহর হিদায়াত হচ্ছে, সম্পদ বণ্টনের সময় ওয়ারিশ নয় এমন গরীব আত্মীয়-স্বজন কিংবা ইয়াতীম মিসকীন এসে হাজির হলে তাদেরকে কিছু দিয়ে বিদায় করা। যদিও তাদের কোনো অংশ নেই, তবু তাদের সাথে উদারতা প্রদর্শন করে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত। আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের কেউ বুভূক্ষু ও অসহায় থাকলে তাদের সুব্যবস্থা করাও দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। সংকীর্ণ হৃদয়ের মতো কথা বলে তাদের মনকে ভেঙ্গে দেয়া উচিত নয়। বরং আন্তরিকতা ও সুব্যবহারের সাথে তাদের কিছু দিয়ে স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করা উচিত।

৯. আত্মীয় স্বজন অসদাচরণ করলে তবু তাদের অধিকার প্রদান করা

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ

www.pathagar.com

وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ص وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ط اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○ النور : ٢٢

"তোমাদের মধ্যে যারা সমর্থ ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত তারা যেন শপথ করে না বসে যে, আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথের মুহাজিরদের সাহায্য করবে না। তাদের ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করা উচিত। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিন। আল্লাহতো ক্ষমাশীল, দয়ালু।"–সূরা আন নূর ঃ ২২

হযরত মুসতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সহায় সম্বলহীন একজন মুহাজির। তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাতিজা অথবা খালাতো ভাই। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা করতেন। তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। মুনাফিকরা হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ওপর যে অপবাদের ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করেছিলো তাতে ভুলবশত কতিপয় মুসলিম জড়িয়ে পড়েন। হযরত মুসতাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের অন্যতম। এ ঘটনায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ওপর বিরক্ত হয়ে শপথ করেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা আর তিনি করবেন না। আত্মীয় হিসেবে কোনো দায়-দায়িত্বও আর পালন করবেন না। তখন আল্লাহ এ হিদায়াত দিলেন—ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করো, ধৈর্যশীলতার পরিচয় দাও। কোনো আত্মীয় যদি আত্মীয়তা সুলভ আচরণ না করে তবু তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো তাহলে আল্লাহও তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন শুনলেন—'আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এটি কি তোমরা চাও না।' তখন তিনি বলে উঠলেন—'হে প্রভু! কেন নয়, অবশ্যই চাই। আমিতো চাই-ই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

সহীহ আল বুখারীতে আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে এ আশায় যদি কেউ আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো আচরণ করে, এটি উঁচুস্তরের আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা নয়। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক যিনি ছিন্ন করতে চান তার সাথে আত্মীয়তার বলিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তার যথাযথ অধিকার প্রদান করাই হচ্ছে উঁচুস্তরের আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।'

www.pathagar.com

ইয়াতীমের অধিকার

ইয়াতীমরা মানব সমাজের অক্ষম ও দুর্বল সদস্য। তারা জীবন যাপনে সমাজের অন্যের মুখাপেক্ষী। তাদের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করার জন্য কুরআন মুসলমানদের বাধ্য করেছে। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে মানবতার এ দিকটি যেন কোনোভাবেই অবহেলিত বা লংঘিত না হয়।

১. ইয়াতীমের সাথে ভালো ব্যবহার

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى ـ النساء : ٣٦

"তোমরা পিতামাতা, আত্মীয় ও ইয়াতীমের সাথে সদ্ব্যবহার করো।"
–সূরা আন নিসা ঃ ৩৬।।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—"মুসলমানদের ঘরের মধ্যে ঐ ঘর সবচেয়ে ভালো, যে ঘরে ইয়াতীম থাকে এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়। নিকৃষ্ট ঘর হচ্ছে সেইটি যে ঘরে ইয়াতীম থাকে কিন্তু তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।"–সুনানু ইবনু মাজা

২. ইয়াতীমকে সন্তানের মতো মনে করা

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ص فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا○ النساء : ٩

"লোকদের একথা মনে করে ভয় করা উচিত, যদি তারা অসহায় সন্তান রেখে যেত তাহলে মরার সময় তাদের জন্য কতইনা আশংকা হতো। কাজেই তাদের আল্লাহকে ভয় করা এবং ন্যায়সংগত কথা বলা উচিত।"–সূরা আন নিসা ঃ ৯।।

মৃত্যুর পর সন্তানদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হবে কিনা সে জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না, অথচ একবারও ভেবে দেখে না, একজন ইয়াতীম সেও তো কারো না কারো সন্তান। কাজেই তুমি যদি তোমার সন্তানের সাথে অপরের খারাপ ব্যবহার আশা না করো তাহলে তুমি ইয়াতীমের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করো। যেমনটি তুমি তোমার সন্তানের সাথে

www.pathagar.com

অন্যের থেকে কামনা করো। সর্বদা ইয়াতীমের সাথে মমতা ও স্নেহমাখা কণ্ঠে কথা বলো। এমন কোনো কথা বলো না যাতে তার মনটা ভেঙে যায়।

৩. তাদেরকে ধমক না দেয়া

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ـ الضحى : ٩

"তুমি ইয়াতীমকে ধমক দিয়ো না।"–সূরা আদ দোহা ঃ ৯

৪. তাদের জন্য নিজের সম্পদ খরচ করা

قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى ـ البقرة : ٢١٥

"বলে দিন, তোমরা কল্যাণার্থে যাকিছু খরচ করো, তার অধিকতর হকদার বাপ-মা, আত্মীয় স্বজন ও ইয়াতীমগণ।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৫।।

মনে রাখতে হবে সম্পদে ইয়াতীমের অধিকার রয়েছে। তাছাড়া তাদের পেছনে খরচ করে খোটা দেয়া যাবে না। মনে করতে হবে, আমার ওপর তার যে অধিকার ছিলো আমি তা আদায় করার চেষ্টা করলাম মাত্র।

৫. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ না করা

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ج ـ

"তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের ধারে কাছেও যাবে না। অবশ্য তারা জ্ঞানবুদ্ধি লাভের বয়সে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা ভালো ও উত্তম পন্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করা যাবে।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৫২।।

ইয়াতীমের সম্পদ থেকে ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের চেষ্টা করা উচিত নয়। তবে ইয়াতীমের কল্যাণার্থে সৎ নিয়তে তাদের সম্পদ ব্যবহার করা যাবে।

৬. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতের পরিণাম

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ط

وسيصلَوْنَ سَعِيْرًا ○ النساء : ١٠

www.pathagar.com

"যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ খায়, তারা আগুন দিয়ে নিজেদের পেট পূর্ণ করে। অবশ্যই তাদের পরিণাম জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১০।।

৭. ভালো সম্পদকে খারাপ সম্পদ দিয়ে বদল না করা

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ط ـ النساء : ٢

"ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দাও। ভালো সম্পদকে খারাপ সম্পদ দিয়ে বদল করো না।"–সূরা আন নিসা ঃ ২।।

ইয়াতীমের মাল তাদের উপকারে আসে এমন খাতে বিনিয়োগ করো। তোমার মন্দ মালের পরিবর্তে তাদের ভালো মাল আত্মসাৎ করার চেষ্টা করো না।

৮. তাদের সাথে প্রতারণা না করা

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا O النساء : ٢

"ইয়াতীমের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিলিয়ে গ্রাস করো না। তা মহাপাপ।"–সূরা আন নিসা ঃ ২।।

৯. প্রয়োজনে নিজের সম্পদের সাথে ইয়াতীমের সম্পদ মিলিয়ে রাখা যেতে পারে

وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ O البقرة : ٢٢٠

"আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজেদের সাথে মিলিয়ে নাও, মনে করবে তারাতো তোমাদের ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী আর কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ ইচ্ছে করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, মহা বিজ্ঞানী।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২২০।।

www.pathagar.com

১০. তাদের সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয়

وَلَا تَأْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ـ النساء : ٦

"ইয়াতীমরা বড়ো হয়ে তাদের সম্পদ বুঝে নেবে এ ভয়ে সীমালংঘন করে তাদের সম্পদ খেয়ে ফেলো না। (তবে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করো)।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬।।

১১. সচ্ছল ব্যক্তি তাদের সম্পদ থেকে নিজের জন্য ব্যয় করতে পারবেন না

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ـ النساء : ٦

"সচ্ছল ব্যক্তি যেন তাদের সম্পদ থেকে বেঁচে থাকে।"
–সূরা আন নিসা ঃ ৬।।

ইয়াতীমের সম্পদ সংরক্ষণ ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অভিভাবকের সময় ও শ্রম দিতে হয়। অভিভাবক সচ্ছল হলে এজন্য তিনি কোনো বেতন ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন না। আল্লাহর ওয়াস্তে তিনি এ সার্ভিস দিয়ে যাবেন।

১২. দরিদ্র অভিভাবক প্রয়োজনীয় ভাতা গ্রহণ করতে পারেন

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ط ـ النساء : ٦

"অভিভাবক গরীব হলে প্রচলিত রীতিতে খাবে (অর্থাৎ বেতন ভাতা নেবে)।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬।।

ইয়াতীমের অভিভাবক দরিদ্র হলে তিনি প্রয়োজনীয় পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারেন। তবে দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমে দেখতে হবে তিনি আল্লাহ ও জনসাধারণের দৃষ্টিতে প্রকৃত অভাবী কিনা। দ্বিতীয়ত তিনি গোপনে কিছু আত্মসাৎ করতে পারবেন না। যা গ্রহণ করবেন তা খোলামেলাভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং তার যথাযথ হিসেব রাখতে হবে।

www.pathagar.com

১৩. ইয়াতীমের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা

وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا○

"ইয়াতীমের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করো, যে কল্যাণ তোমরা করবে তা আল্লাহর অগোচরে থাকবে না।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৭।।

১৪. তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করা

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ط ـ البقرة : ٢٢٠

"লোকেরা ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২০।।

ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা যে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করো না কেন তা যেন তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে হয়। তাদের সম্পদ নিজের সম্পদের সাথে মিলিয়ে রাখা হোক কিংবা পৃথক, সর্বাবস্থায় তাদের কল্যাণ ও সংশোধনের প্রচেষ্টা করতে হবে।

১৫. বুদ্ধির পরিপক্কতা না আসা পর্যন্ত সম্পদ নিজের দায়িত্বে রাখা

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا○النساء : ٥

"আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ হিসেবে যে সম্পদ দিয়েছেন তা তোমরা নির্বোধের হাতে তুলে দিয়ো না। তবে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করো এবং সদুপদেশ দিতে থাকো।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৫।।

সম্পদ মানুষের জীবন ধারণের উপকরণ। একজন ইয়াতীম যতদিন পর্যন্ত তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে সক্ষম না হয় ততদিন পর্যন্ত তা তার হাতে অর্পণ করা যাবে না। বরং নিজ দায়িত্বে রেখে তার ভরণপোষণ চালিয়ে যেতে হবে। তাকে বুঝাতে হবে কীভাবে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায়। সম্পদ থেকে ফায়দা ওঠানো যায়। এ সম্পদ তো তারই। অচিরেই তাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

১৬. বয়সপ্রাপ্ত হলে তাদের সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ج فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ج ـ النساء : ٦

"ইয়াতীমদের পরীক্ষা করতে থাকো যতদিন না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তোমরা তাদের মধ্যে যোগ্যতার সন্ধান পাও তাহলে সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬।।

অর্থাৎ জীবন পথের চড়াই উৎরাই বুঝতে পেরেছে কিনা, ইয়াতীমদের মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে জেনে নিতে হবে। যখন তারা পরিণত বয়সে পৌঁছে যাবে, ভালোমন্দ বুঝতে শিখবে, বিষয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে তখন নির্দ্বিধায় তাদের সম্পদ তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।

১৭. সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সম্পদ হস্তান্তর করা

فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا O

"যখন তাদের সম্পদ হস্তান্তর করবে তখন সাক্ষীদের উপস্থিতিতেই করবে। আর হিসেব নেয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৬।।

ইয়াতীমের সম্পত্তি হস্তান্তরের সময় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে হস্তান্তর করতে হবে। পরে যেন কোনো বিরোধ সৃষ্টি না হয়। তবু একটি কথা মনে রাখতে হবে, ইয়াতীম বা সাক্ষীদেরকে কোনো মতে বুঝ দিয়ে সন্তুষ্ট করে দেয়াই শেষ কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে আল্লাহর। যিনি প্রতিটি গোপন বিষয়ই জানেন। যিনি চুলচেরা হিসেব গ্রহণে সক্ষম এবং বড়ো যিম্মাদার।

১৮. ইনসাফ করতে না পারলে ইয়াতীমদেরকে বিয়ে না করা

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ ـ

"যদি তোমরা ইয়াতীম মেয়েদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না বলে ভয় করো, তাহলে তোমাদের পসন্দের মেয়েদের থেকে বিয়ে করে নাও।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩।।

www.pathagar.com

অর্থাৎ ইয়াতীম মেয়েদেরকে যদি তোমাদের পসন্দ না হয়, তাদের সম্পত্তি দখল করবে, মোহরানা কম দেবে কিংবা তাদেরকে উত্যক্ত করলে কারো কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না, এজন্য তাদেরকে বিয়ে করো না। এরূপ অবস্থায় তোমরা তাদেরকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দাও এবং তাদের সম্পত্তি তাদেরকে বুঝিয়ে দাও।

www.pathagar.com

অভাবীদের সাথে আচরণ

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِىْ الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ ـ النساء : ٣٦

"তোমরা সবাই পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবীদের সাথে সদ্ব্যবহার করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৬।।

সমাজের দুঃস্থ ও অভাবীদের সাহায্য সহযোগিতা করা, তাদের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা প্রতিটি মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, মহান আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করে দিবেন।'

১. মুমিনের সম্পদে দুঃস্থদের অধিকার

وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ـ الذاريات : ١٩

"তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও (প্রার্থী) অভাবীদের অধিকার রয়েছে।"
–সূরা আয যারিয়াত ঃ ১৯।।

আলোচ্য আয়াতে 'মাহরুম' বলতে সেইসব অভাবীদের বুঝানো হয়েছে, যারা অভাবে অনটনে জর্জরিত, তাই বলে কারো কাছে হাত পেতে বেড়ান না।

২. ভিক্ষুক (প্রার্থী)-কে তাড়িয়ে না দেয়া

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ـ الضحى : ٩

"ভিক্ষুক (প্রার্থী)-কে ধমক (দিয়ে তাড়িয়ে) দিয়ো না।"
–সূরা আদ দোহা ঃ ৯।।

৩. মিসকীনকে না দেয়ার ভয়াবহ পরিণাম

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۞ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۞ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا

www.pathagar.com

فَاسْلُكُوْهُ ۝ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۝ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝ لَّا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۝ الحاقه : ٣٠ ـ ٣٧

"তাকে ধরো, গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও, তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। ফের তাকে সত্তর গজ শিকলে বেঁধে রাখো। সে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করেনি, মিসকীনদেরকে খাওয়াতে উৎসাহিত করতো না। আজ তাকে সহানুভূতি দেখাতে পারে এমন কোনো বন্ধু নেই। কোনো খাদ্যও নেই, ক্ষতনিঃসৃত পূঁজ ছাড়া। একান্ত অপরাধী ছাড়া যা আর কেউই খায় না।"–সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৩০-৩৭।।

৪. দরিদ্রকে ফাঁকি দেয়ার পরিণতি

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ۝ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۝ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ۝ اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۝ اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ۝ وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ ۝ فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ـ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝

"আমি এদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগান মালিকদেরকে। যখন তারা শপথ করে বলেছিলো—কাল অবশ্যই আমরা বাগানের ফল সংগ্রহ করবো। কিন্তু ব্যতিক্রমের কোনো সম্ভাবনাই রাখলো না। রাতে তারা ঘুমিয়েছিলো, এমন সময় বাগানে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নেমে এলো বিপর্যয়। সকালে দেখা গেলো (সবকিছু লণ্ডভণ্ড) যেন তা কর্তিত ফসল। ভোরে তারা একে অপরকে ডেকে বললো—তোমরা ফল সংগ্রহ করতে চাইলে সকাল সকালেই বাগানে চলো। অতপর তারা ফিসফিসিয়ে কথা বলতে বলতে পথ চলতে লাগলো—'আজ যেন কোনো ভিখারী তোমাদের কাছে না আসতে পারে।' তারা সবাই লাফাতে লাফাতে পথ চলছিলো।

www.pathagar.com

যখন তারা বাগানে পৌঁছুলো, বললো—আমরাতো পথ ভুলে বসেছি ! না হয় আমাদের কপাল পুড়েছে।"–সূরা আল কলম ঃ ১৭-২৭।।

তারা ইনশাআল্লাহ বলেনি অর্থাৎ তারা নিজেদের চেষ্টা তদবীরকেই যথেষ্ট মনে করেছিলো। আল্লাহর ইচ্ছের কোনো গুরুত্বই তাদের কাছে ছিলো না। অথচ আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া মানুষের কোনো চেষ্টা প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে না।

৫. অভাবীদের সাহায্য না করা আখিরাতকে অস্বীকার করার নামান্তর

اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ○فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ○وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ○ الماعون : ١-٣

"আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে প্রতিদান দিবসকে মিথ্যে মনে করে? সে এমন দুনিয়া পূজারী, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে খাওয়াতে উৎসাহিত করে না।"–সূরা আল মাউন ঃ ১-৩

অর্থাৎ নিজেও যেমন উৎসাহিত হয় না তেমনিভাবে সমাজের সচ্ছল কোনো লোককেও সে অনুপ্রাণিত করে না। এ লোকগুলো যেন তাদের এ কাজের মাধ্যমে পরকালকেই অস্বীকার করে।

৬. প্রতিবেশী ও সাথীদের সাথে সদাচরণ

وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ـ النساء : ٣٦

"তোমরা আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী এবং সাথী-অনুচরদের সাথে ভালো ব্যবহার করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৬।।

প্রতিবেশী মুসলিম, অমুসলিম, আত্মীয়, অনাত্মীয় দূরের এবং কাছের সব ধরনেরই হতে পারে। নীতিগতভাবে সকলের সাথেই সদ্ব্যবহারের তাকিদ রয়েছে। কিন্তু হাদীসের ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয়—তাদের প্রকার ভেদ অনুযায়ী অধিকারসমূহেও তারতম্য আছে। মুসলিম, অমুসলিম উভয়েই প্রতিবেশী, ভালো ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী সবাই। কিন্তু যিনি মুসলিম তার অধিকার বেশী। কারণ তিনি প্রতিবেশী হওয়ার সাথে সাথে দীনী বন্ধুও। তদ্রূপ আত্মীয় প্রতিবেশীর অধিকার অনাত্মীয় প্রতিবেশীর চেয়ে

www.pathagar.com

একটু বেশী। কারণ তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার তাকিদ রয়েছে। কাছাকাছি প্রতিবেশীর মধ্যে যার ঘরের দরোজা অপর প্রতিবেশীর চেয়ে নিকটতর তিনি অন্য প্রতিবেশীর তুলনায় সদ্ব্যবহার পাবার বেশী অধিকারী।

'সাহিবুল জাম্বি' বলতে একত্রে চলাফেরাকারী বন্ধু, সাময়িক সফর সঙ্গী, ব্যবসায়িক অংশীদার, সমসাময়িক ভদ্র ও মার্জিত ব্যক্তিবর্গ এবং অনুচরবৃন্দ সকলকেই বুঝায়। তাদের সাথে সদাচরণ করাও ইসলামের নির্দেশ। সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে তারা যেন কোনো কষ্ট না পান।

৭. মুসাফির ও মেহমানের সাথে সদ্ব্যবহার

وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ النساء : ٣٦

"তোমরা মুসাফিরদের সাথে সদ্ব্যবহার করো।"-সূরা আন নিসা ঃ ৩৬।।

মুসাফির বা মেহমান যারা দূর দূরান্ত থেকে এসে আমাদের বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করেন তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা কর্তব্য।

৮. চাকর চাকরানীর সাথে ভালো আচরণ

وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ـ النساء : ٣٦

"তোমাদের মালিকানাধীন গোলাম বাঁদীর সাথে ভালো আচরণ করো।"-সূরা আন নিসা ঃ ৩৬।।

গোলাম বাঁদীর সাথে সদাচরণের যে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তা সাধারণ চাকর চাকরানীর বেলায়ও প্রযোজ্য। তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে হবে, এই মর্মে হাদীসে রাসূলেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আচরণ বিধি

www.pathagar.com

আচরণ বিধি

মানুষের আচার আচরণে জায়েয না জায়েযের সীমা পরিসীমা নির্দিষ্ট করা এবং হালাল হারামের বিধান দেয়ার অধিকার আল্লাহর। আল্লাহর এ অধিকারে আর কেউ শরীক নেই। তাওহীদের একটি দিক হচ্ছে আল্লাহর জন্য ইবাদাতকে নিষ্কলুষ করা। আরেকটি হচ্ছে—তাঁর প্রদত্ত আচরণ বিধি মেনে চলা। কুরআন শুধু আইনের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা প্রদান করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তার অনুসরণকে ঈমানের মাপকাঠি বলে ঘোষণা দিয়েছে।

www.pathagar.com

আচরণ বিধি

১. হালাল হারামের বিধান দেয়ার অধিকার আল্লাহর

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ط وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের ধর্মযাজক পাদ্রী পুরোহিতদেরকে 'রব' (প্রতিপালনকারী) বানিয়ে নিয়েছে। এমন কি মারইয়াম পুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, একজন ইলাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত না করতে। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ৩১।।

হযরত আদী ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে খৃষ্টান ছিলেন। তিনি যখন মুসলমান হোন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ প্রশ্নটিও করেছিলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ ! খৃষ্টানদের ওপর অপবাদ দেয়া হয়, তারা তাদের পাদ্রী ও ধর্মযাজকদেরকে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে, তা কীভাবে ? হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—তারা যা হালাল বলে তোমরা তাকে হালাল মনে করো, আর তারা যা হারাম বলে তোমরা তা হারাম মনে করো, ব্যস এটিই হচ্ছে, তাদেরকে রব বানিয়ে নেয়ার তাৎপর্য।

অর্থাৎ হালাল হারামের বিধান দেয়ার অধিকার রব বা প্রতিপালকের। কাউকে এরূপ মনে করা মূলত তাকে প্রতিপালকের মর্যাদা দেয়ারই নামান্তর।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ ـ المائدة : ٨٧

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ যেসব জিনিস হালাল করেছেন তা তোমরা হারাম করে নিয়ো না।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৮৭।।

অর্থাৎ তোমরা নিজেরা হালাল হারাম নির্ধারণ করতে পারো না। শুধু তাই হালাল যা আল্লাহ হালাল করেছেন। আর হারামও কেবল তাই, যা আল্লাহ হারাম করেছেন।

www.pathagar.com

২. হালাল হারামের কুরআনী দৃষ্টিকোণ

يَسْئَلُوْنَكَ مَا ذَآ اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ـ(المائدة : ٤)

"লোকেরা জিজ্ঞেস করে তাদের জন্য কি কি জিনিস হালাল ? বলে দিন তোমাদের জন্য সমস্ত পবিত্র জিনিসই হালাল।"

–সূরা আল মায়িদা ঃ ৪।।

আল্লাহ মানুষের জন্য সেইসব জিনিসই হালাল করেছেন, যা পবিত্র। মানুষের নৈতিক চরিত্রের ওপর যার ভালো প্রভাব পড়ে। আর নীতিগত-ভাবে মানুষ যেসব জিনিস অপসন্দ করে সেগুলোই হারাম, নাপাক। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচিতি মূলক নিদর্শন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—তিনি পবিত্র জিনিসগুলো হালাল এবং অপবিত্র জিনিসগুলো হারাম ঘোষণা করবেন।

৩. হারাম প্রাণী

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ـ(المائدة : ٣)

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে—মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাহ করা হয়েছে, যা গলায় ফাঁস লেগে, আঘাত পেয়ে, ওপর থেকে পড়ে কিংবা শিঙের আঘাতে মারা যায় অথবা যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করে, অবশ্য যেগুলো জীবিত পেয়ে যবাহ করা যাবে সেগুলো ছাড়া। আর যেগুলো কোনো আস্তানায় বলি দেয়া হয়।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৩।।

৪. অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ـ الاعراف : ٣٣

"বলুন, আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন—অশ্লীলতা, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপনীয়, গুনাহর কাজ এবং সত্যের বিরোধিতা।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ৩৩।।

www.pathagar.com

৫. ব্যভিচার

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَآءَ سَبِيْلاً ـ بنى اسرائيل : ٣٢

"তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না। তা অশ্লীল এবং খারাপ পথ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২।।

'ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না' অর্থ—অশ্লীল যত কাজ আছে তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করো, যা মানুষকে যৌন সুড়সুড়ি দেয় এবং পরিণামে যিনার দিকে দিয়ে যায়। যেমন—অশ্লীল সাহিত্য, পর্ণগ্রাফী, নাচ-গান, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, মাদকদ্রব্য সেবন, সিনেমা ইত্যাদি। এগুলো ব্যভিচারের উস্কানীদাতা, যৌনাচারের বাহন। যিনা থেকে বাঁচতে হলে মানুষকে এসব থেকেও দূরে থাকতে হবে।

এ নির্দেশ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের প্রতি। সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, শিক্ষা ও সামষ্টিক শক্তি বলে যিনার যাবতীয় উপায়-উপকরণ ও পথ বন্ধ করে দেবে। নৈতিকতা বিরোধী ও চারিত্রিক উচ্ছৃংখলতা সৃষ্টিকারী কোনো অপতৎপরতাই সে বরদাশত করবে না।

৫.১ ব্যভিচারের শাস্তি

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ النور : ٢

"ব্যভিচারী মহিলা ও পুরুষ, প্রত্যেককে একশো ঘা চাবুক মারো। আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া ও অনুকম্পার ভাব যেন তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয়। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। আর তাদেরকে শাস্তি দেয়ার সময় মুসলমানদের একটি দল যেন সেখানে থাকে।"[১]–সূরা আন নূর ঃ ২

১. হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায়–আল কুরআনে বর্ণিত এ শাস্তি অবিবাহিত পুরুষ-মহিলার জন্য প্রযোজ্য। বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারের শাস্তি রজম বা পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড। আরো বিস্তারিত জানার জন্য হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ফিক্‌হী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।–লেখক

www.pathagar.com

৬. মাদক দ্রব্য ও জুয়া-লটারী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ المائدة : ٩٠

"হে ঈমানদারগণ ! মাদক দ্রব্য, জুয়া-লটারী, আস্তানা ও পাশা এগুলো শয়তানী কাজ, এসব থেকে বেঁচে থাকো, তাহলে আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৯০

এটি হচ্ছে মাদক দ্রব্য সেবনের ব্যাপারে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নির্দেশ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—মাদক দ্রব্য এবং মাদক দ্রব্য সেবীদের প্রতি আল্লাহ অভিশম্পাত করেছেন। অনুরূপ অভিশম্পাত করেছেন তার ক্রেতা, বিক্রেতা, প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারীর ওপর।

৭. হত্যা ও লুট-তরাজ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قف وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

"মুমিনগণ ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পত্তি অবৈধভাবে খেয়ে ফেলো না। ব্যবসায়িক লেনদেন হবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। পরস্পর খুনাখুনি করো না। বিশ্বাস রেখো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৯।।

এখানে অবৈধভাবে বলতে চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, লুট-তরাজ প্রভৃতিকে বুঝানো হয়েছে। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সন্তুষ্টি ছাড়াই এসব উপায়ে অপরের মালামাল হস্তগত করা হয়, (যা সম্পূর্ণরূপে হারাম)।

খুনাখুনি না করা। পরস্পর খুনাখুনি করা মূলত নিজেকে নিজে হত্যা করারই নামান্তর। যার পরিণতিতে পৃথিবীতে মুসলিম জাতি-সত্তার ধ্বংস, তাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার পতন এবং নৈতিক স্খলন অনিবার্য। পরকালে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনতো আছেই।

www.pathagar.com

৮. চুরির শাস্তি

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ المائدة : ٣٨

"চোর মহিলা কিংবা পুরুষ যেই হোক না কেন তাদের হাত কেটে দাও। এটি তাদের কর্মফল, আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। তিনি পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৩৮।।

৮.১ তাওবার আহ্বান

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"যুলম করার পর যে ব্যক্তি তাওবা করবে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেবে, আল্লাহর অনুগ্রহের দৃষ্টি তার দিকে ফিরে আসবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, অনুগ্রহ পরায়ণ।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৩৯।।

হাত কাটার শাস্তি, নিসন্দেহে বড়ো কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। কিন্তু চুরির মতো ঘৃণ্য প্রবৃত্তি থেকে মনকে পবিত্র করার জন্য শধু হাত কাটার শাস্তিই যথেষ্ট নয়, সেই সাথে কৃত অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে তাওবা করে, চিরদিনের জন্য ঘৃণিত এ অপরাধ থেকে নিজেকে বিরত রাখার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে এবং পরবর্তী জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হবে। তখন আল্লাহ তাকে অনুগ্রহের চাদরে ঢেকে নেবেন এবং নেকীর রাস্তা তার জন্য সহজতর করে দেবেন।

৯. খুন-খারাপী পরিহার করা

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ـ بنى اسرئيل : ٣٣

"আল্লাহ হারাম করেছেন এমন কাউকে হত্যা করো না। তবে যথার্থ কারণে হলে ভিন্ন কথা।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৩।।

আল্লাহ মানুষকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। একে ধ্বংস করা কেবল তখনই বৈধ হতে পারে, যে প্রেক্ষাপটে তিনি ধ্বংস করার অনুমতি দিয়েছেন। তাছাড়া কেবল অন্যের প্রাণ সংহার করা-ই হারাম নয় বরং নিজের প্রাণের ধ্বংস বা আত্মহত্যাও জঘন্যতম অপরাধ, হারাম।

www.pathagar.com

মানুষের জীবন আল্লাহর মালিকানাধীন, তিনি একে সম্মানিত করেছেন। একে নষ্ট করাতো দূরের কথা, এর সাথে যেনতেন আচরণ করাও জায়েয নয়। মোটকথা, জীবন ও জীবনী শক্তি মানুষের কাছে আল্লাহর এক আমানত।

৯.১ একজনকে হত্যা মানে গোটা মানব জাতিকে হত্যা

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط

وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط ـ المائدة : ٣٢

"খুনের অপরাধী কিংবা সন্ত্রাসী ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কাউকে হত্যা করলো, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করলো। আর যদি কাউকে জীবন দান করলো, সে যেন সমস্ত মানুষকেই জীবন দান করলো।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৩২।।

যদি কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, সে মূলত একটি সম্মানার্হ জীবন এবং সেই সাথে পরস্পরের প্রেম ভালোবাসাকে পর্যন্ত হত্যা করে ফেলে, যা প্রকারান্তরে গোটা মানব সমাজকে হত্যারই নামান্তর। তদ্রূপ যদি কেউ কাউকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেন, তিনি জীবনকে যেমন সম্মান প্রদর্শন করলেন, তেমনি মানব প্রেমকে জাগ্রত করে দিলেন, যা গোটা মানব জাতিরই জীবন স্বরূপ।

৯.২ খুন-খারাপী মুমিনের কাজ নয়

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا ـ المائدة : ٩٢

"কোনো মুমিনের কাজ নয়, সে আরেক মুমিনকে হত্যা করবে।"
–সূরা আন নিসা ঃ ৯২।।

৯.৩ কোনো মুমিনকে হত্যার ভয়াবহ পরিণতি

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ

وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا○ النساء : ٩٣

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি ইচ্ছেকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। যেখানে সে অনন্তকাল থাকবে। তার ওপর আল্লাহর গযব ও অভিসম্পাত। তার জন্য আরো কঠিন শাস্তি রয়েছে।"

-সূরা আন নিসা ঃ ৯৩।।

৯.৪ কিসাস

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ـ البقرة : ١٧٨

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে, নিহত স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের পরিবর্তে ক্রীতদাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী থেকে 'কিসাস' নেয়া হবে।"

-সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৮।।

কিসাসের অর্থ রক্তের বদলে রক্ত, খুনের পরিবর্তে খুন। অর্থাৎ হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অবশ্য কিসাসে সামগ্রিকভাবে সমতা ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিশোধ গ্রহণের বেলায় সবার অধিকার সমান। একজনের পরিবর্তে মাত্র একজনকেই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী সমাজের যত মর্যাদাবান বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই হোন না কেন, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

৯.৫ কিসাস প্রত্যাহার

فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

"তার ভাই থেকে যদি হত্যাকারী কিছুটা মাফ পায়, প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করে সততার সাথে তা আদায় করতে হবে। এটি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভার-লাঘব ও বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে বাড়াবাড়ি করবে, তার জন্য রয়েছে প্রাণান্তকর শাস্তি।"

-সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৮।।

www.pathagar.com

অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা চাইলে ঘাতককে ক্ষমা করে দিতে পারেন। তারা তার মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ করতে পারেন। এতে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের নৈতিক বিজয়সহ অন্যান্য কল্যাণও লাভ হয়ে থাকে। বুদ্ধিমত্তার পরিচায়কও বটে।

এরূপ সম্মতিকে আল কুরআন সমাজের জন্য 'রহমত' বলেছে। হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের একজন ভাই বলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে রাগ অবদমন ও নম্রতা প্রদর্শনের সুপারিশ করেছে।

৯.৬ কিসাসের যৌক্তিকতা

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ○ البقرة : ١٧٩

"হে জ্ঞানীগণ ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে। সম্ভবত তোমরা খুনাখুনি হতে বেঁচে থাকতে পারবে।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৯।।

খুনাখুনির মারাত্মক পরিণতি ও প্রতিশোধমূলক পাল্টা খুনের প্রবণতা থেকে সমাজকে রক্ষা করতে, মানুষের জীবনকে সম্মানার্হ করতে কিসাসের বিধান যৌক্তিক ও ইনসাফপূর্ণ। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, এটি কোনো হত্যা নয় বরং সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবনের রক্ষাকবজ।

১০. ব্যক্তি মালিকানার সংরক্ষণ

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○ البقرة : ١٨٨

"তোমরা একে অন্যের সম্পদ জবর দখল করো না। অপরের ধন-সম্পদ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে ভোগ দখলের জন্য তা বিচারকের নিকট পেশ করো না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৮।।

মানুষের মালিকানাধীন যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পদ সংরক্ষিত বলে আল কুরআন ঘোষণা দিয়েছে। সেগুলো থেকে তাদের ব্যক্তি মালিকানা হরণ করার অধিকার কারো নেই। ধোঁকা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, চুরি, ডাকাতি, সুদ, জুয়া প্রভৃতির মাধ্যমে কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা, বিচারকদের ঘুষ

www.pathagar.com

প্রদানের মাধ্যমে নিজের পক্ষে আদালতের রায় নেয়া, মিথ্যে সাক্ষী ও মিথ্যে মামলার মাধ্যমে পরের মাল-সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়া জঘন্যতম অপরাধ, হারাম। তদ্রূপ কোনো রাষ্ট্রশক্তিকেও এ অধিকার দেয়া হয়নি, সে শক্তি বলে কিংবা অবৈধ আইনের আশ্রয় নিয়ে ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত কোনো সম্পদকে সরকারী মালিকানায় রূপান্তর করে নেবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'আমি সর্বাবস্থায় একজন মানুষ। হয়তো তোমরা একটি মোকদ্দমা দায়ের করলে, এক পক্ষের ধূর্ততা ও বাকপটুতার কারণে আমি তার পক্ষে রায় দিয়ে দিলাম। তবে মনে রেখো, তোমরা যদি আমি রায় দিয়েছি এ দোহাই দিয়ে আরেক ভাইয়ের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ করো, তাহলে জাহান্নামের একটি টুকরাই তোমরা গ্রহণ করলে।"

১১. সুদ

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ـ البقرة : ٢٧٥

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫।।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ ال عمارن : ١٣٠

"হে ঈমানদারগণ ! চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খাওয়া বন্ধ করো, আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩০।।

একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ গ্রহণকারী থেকে ঋণদাতা আসলের অতিরিক্ত আদায় করলে অতিরিক্ত অংশ বা পরিমাণকে সুদ বলা হয়। আল কুরআন একে সুস্পষ্ট ভাষায় হারাম ঘোষণা করেছে এবং যারা একে হালাল মনে করে, তাদেরকে দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির সংবাদ দেয়া হয়েছে।

১১.১ যারা সুদকে বৈধ মনে করে তাদের পরিণতি

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ

www.pathagar.com

الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ج وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط ـ البقرة : ٢٧٥

"যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় (কিয়ামতের দিন) দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। কারণ তারা বলে— ব্যবসা তো সুদের মতো। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫।।

শয়তানের স্পর্শের অর্থ–শয়তান তার বুদ্ধি-বিবেকের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে তাকে এমন করে ফেলেছে যেরূপ পাগল বা উন্মাদরা হয়ে থাকে। তার এ অনুভূতিটুকু থাকে না যে, তার এ বস্তুবাদী মানসিকতা কিভাবে সমাজকে ধ্বংস করছে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আচরণের পরিণতিতে কিয়ামতের দিন কী ভয়ানক শাস্তির সম্মুখীন তাকে হতে হবে।

১১.২ যারা সুদে লেনদেন করে তাদের স্থায়ী ঠিকানা

وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ البقرة : ٢٧٥

"(হারাম ঘোষিত হবার পর) যারা পুনরায় সুদে লেনদেন করবে, তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫।।

অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে সুদকে হারাম ঘোষণার পরও যারা সুদের কারবার অব্যাহত রাখবে, তো এমন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও বিদ্রোহীদের স্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

১১.৩ সুদখোরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج ـ البقرة : ٢٧٨_٢٧٩

"মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং বাকী-বকেয়া ছেড়ে দাও, যদি (সত্যিই) মুমিন হও। আর যদি বকেয়া সুদ না ছেড়ে দাও, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৮-২৭৯।।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিসীমার মধ্যে যারা সুদী কারবার অব্যাহত রাখবে, তারা মূলত আল্লাহদ্রোহী। নিজেদের আচার আচরণের মাধ্যমে তারা আল্লাহর আইনকে চ্যালেঞ্জ করে। এটি ফৌজদারী অপরাধ। ইসলামী রাষ্ট্র কোনো অবস্থাতেই এসব লোকদের বরদাশত করবে না।

১২. ঋণ গ্রহণকারীদের সাথে কোমল আচরণ

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ البقرة : ٢٨٠

"যদি ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি ঋণকে সাদাকা হিসেবে দিয়ে দাও, সেটি আরো উত্তম। যদি তোমরা বুঝ।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮০।।

যে ব্যক্তি সুদে ঋণ নিয়েছে, সে যদি অভাব অনটনে পড়ে যায়, সচ্ছলতা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া উচিত। অবস্থা ফিরে গেলে শুধু আসল টাকাটা ফেরত নেবে। ঋণদাতা যদি প্রশস্ত মনের পরিচয় দিয়ে তার পাওনা পুরোটাই মাফ করে দেন, সেটি উত্তম। আখিরাতে অবশ্যই এর প্রতিদান তিনি পাবেন।

উপরের আয়াত থেকে আরেকটি কথা জানা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় শুধু দরিদ্র, অভাবী লোকেরা সুদে ঋণ গ্রহণ করতেন না। যারা ধনী সচ্ছল তারাও ব্যবসার জন্য সুদে ঋণ গ্রহণ করতেন।

বর্তমান সময়ের অন্যতম মুফাস্‌সির আল্লামা হামীদ উদ্দীন ফারাহী (রহ) আজ থেকে প্রায় ৬৫ বছর আগে এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন —এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, আরবরা সচ্ছল অবস্থায়ও সুদে ঋণ গ্রহণ করতেন। তাছাড়া কুরাইশরা ছিলেন ব্যবসায়ী, এজন্য সুদী লেনদেন তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু ছিলো।

১২.১ ঋণের ডকুমেন্ট রাখা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ـ

www.pathagar.com

১২.২ ঋণপত্র লেখকের প্রতি নির্দেশ

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۠ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۠ ـ البقرة : ٢٨٢

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঋণের দলিল লিখবে, সে যেন ন্যায়নিষ্ঠার সাথে তা লিখে দেয়। যাকে আল্লাহ লিখার তাওফিক দিয়েছেন সে যেন অস্বীকার না করে বরং তা লিখে দেয়।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২।।

১২.৩ ঋণপত্র লেখাবার দায়িত্ব ঋণ গ্রহীতার

وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۠ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۠ ـ البقرة : ٢٨٢

"ঋণগ্রহীতা যেন লিখার বিষয় বলে দেয়, সে যেন তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং লিখার মধ্যে বেশকম না করে। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ কিংবা দুর্বল অথবা নিজে লিখার বিষয়টি বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক ন্যায়নিষ্ঠার সাথে তা লিখিয়ে নেবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২।।

১২.৪ ঋণপত্র ও লেনদেনের দলিলে সাক্ষ্য গ্রহণ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى ۠

"(ঋণপত্রের দলিলে) তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী রাখবে। যদি দুজনই পুরুষ না হয় তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষ্য রাখবে যাদেরকে তোমাদের পসন্দ। যেন একজন ভুলে গেলে আরেকজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।"–সূরা বাকারা ঃ ২৮২।।

www.pathagar.com

'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে' অর্থাৎ তারা যেন মুসলমান হোন এবং নৈতিক চরিত্র ও বিশ্বস্ততায় মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য হোন।

১২.৫ সাক্ষ্যদের দায়িত্ব কর্তব্য

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا ط ـ البقرة : ٢٨٢

"যখন তাদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হয়, তখন যেন তারা অস্বীকার করে না বসে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২।।

কাউকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকা হলে, অস্বীকার না করে সাক্ষ্য প্রদান করা তার জন্য ফরয। কেননা সত্যের সাক্ষ্যের জন্যই মূলত আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের নির্বাচন করেছেন।

১২.৬ দলিল লিখানোর যৌক্তিকতা

وَلَا تَسْئَمُوْا اَنْ يَّكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ ط ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا ـ البقرة : ٢٨٢

"তোমরা মেয়াদসহ এটি লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট হোক কিংবা বড়ো। এ লিখা আল্লাহর নিকট অধিকতর ন্যায়সঙ্গত। এতে সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদেরকে সন্দেহের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২।।

১৩. নগদ বেচাকেনায় দলিল লিখা জরুরী নয়

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ط

"যদি কাজ কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান প্রদান করো, তবে না লিখলে কোনো দোষ নেই।"-সূরা বাকারা ঃ ২৮২।।

অর্থাৎ দলিল প্রমাণ ছাড়াই নগদ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয।

www.pathagar.com

১৩.১ সাক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজন

وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ـ البقرة : ٢٨٢

"তবে তোমরা ক্রয় বিক্রয়ের সময় সাক্ষ্য রাখো।"
-সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২।।

১৩.২ সাক্ষী ও লেখকদেরকে কোনো চাপ প্রয়োগ করা যাবে না

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ط وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّه فُسُوْقٌ م بِكُمْ ـ البقرة : ٢٨٢

"কোনো লেখক ও সাক্ষীকে বিরক্ত করো না। এরূপ করলে গুনাহ হবে।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২।।

অর্থাৎ লেখা ও সাক্ষ্যে কোনো জটিলতা সৃষ্টি করা যাবে না যাতে লেখকগণ লিখতে এবং সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দিতে ঘাবড়ে যায়। ফলে তারা অস্বীকার করে বসে।

১৩.৩ সাক্ষ্য গোপন করা অপরাধ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ط وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّه اٰثِمٌ قَلْبُه ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

"তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। কেউ এরূপ করলে তার অন্তর কলুষিত হয়। তোমরা যাকিছু করো আল্লাহ তা অবহিত আছেন।"
-সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৩।।

১৪. বন্ধক বা রেহেন

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ط فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِىْ اؤْتُمِنَ اَمَانَتَه وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّه ط ـ البقرة : ٢٨٣

"যদি তোমরা প্রবাসে থাকো, কোনো লেখক না পাও, তবে বন্ধকী বস্তু নিজ করায়ত্তে রাখো। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করো, তাহলে যাকে বিশ্বাস করো, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা। তোমরা স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৩।।

www.pathagar.com

সফরে বা প্রবাসে কোনো লেখক কিংবা সাক্ষী না পাওয়া গেলে ঋণদাতার কাছে জামানত স্বরূপ কিছু বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করা যেতে পারে। ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতার প্রতি আস্থাশীল হোন তাহলে জামানতের জিনিস ফেরত দেয়াই ভালো। ইসলামী সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে—প্রতিটি ব্যক্তি একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, কল্যাণকামী ও পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল হবেন। সচ্ছল ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ, দুর্বল ও অসহায়দের সহায়ক হতে পেরে, তাদের খেদমত করে নিজেদের ধন্য মনে করবেন।

১৫. ওসিয়তের গুরুত্ব

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ○ البقرة : ١٨٠

"তোমাদের কেউ মুমূর্ষ অবস্থায় পৌছুলে এবং তার মাল সম্পদ থাকলে সে যেন ন্যায়নীতি অনুসারে তার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য ওসিয়ত করে যায়। এটি মুত্তাকীদের কর্তব্য।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮০।।

এ নির্দেশ উত্তরাধিকার আইন প্রদানের আগে দেয়া হয়েছিলো। উত্তরাধিকার আইন কার্যকরী হবার পর স্বতঃই ওসিয়তের ফরয দায়িত্ব মুলতবী হয়ে যায়। এখন উত্তরাধিকার লাভ করবেন, এমন কারো জন্য ওসিয়ত করা যাবে না। এমনকি গোটা সম্পদের সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী ওসিয়ত করা যাবে না। তাই বলে আল্লাহভীরুগণ ওসিয়ত প্রথাকেই পরিত্যাগ করবেন, তাও ঠিক নয়। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা ওয়ারিস নয় কিংবা সমাজের গরীব ও দুঃস্থ লোক অথবা সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্য সামান্য কিছু হলেও ওসিয়ত করে যাওয়া কর্তব্য।

www.pathagar.com

১৬. শপথ

وَلاَ تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ ـ البقرة : ٢٢٤

"তোমরা শপথের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ো না।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৪।।

অর্থাৎ আল্লাহর নামের সম্মান করো এবং যেখানে সেখানে আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করো না।

১৬.১ কল্যাণমূলক কাজ না করার জন্য শপথ করো না

وَلاَ تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ البقرة : ٢٢٤

"তোমরা শপথের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ো না। এবং কল্যাণমূলক কোনো কাজ থেকে আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে শপথ করো না। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৪।।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পবিত্র নামকে এমন শপথের জন্য ব্যবহার না করা, যা কল্যাণমূলক ও নেকীর কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য করা হয়। হাদীসে আছে—'যদি কেউ কোনো ভালো কাজ না করার ব্যাপারে শপথ করে, তাহলে তার উচিত শপথ ভঙ্গ করে কাফ্ফারা আদায় করা।"

১৬.২ শপথের কাফ্ফারা

لاَيُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ط فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ط فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ط ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ط وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

www.pathagar.com

"অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। তবে পাকড়াও করবেন ঐ শপথের জন্য, জেনেবুঝে যা তোমরা করে থাকো। (এ ধরনের শপথ ভঙ্গের) কাফ্ফারা হচ্ছে—দশজন অভাবীকে খাদ্য বিতরণ, মধ্যম মানের, যা তোমরা পরিবারের সদস্যদের খাইয়ে থাকো। অথবা তাদেরকে কাপড় প্রদান করবে কিংবা একজন গোলাম বা বাঁদীকে মুক্ত করে দেবে। যে ব্যক্তি এগুলোর সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটি হচ্ছে তোমাদের শপথ ভঙ্গের কাফফারা। তোমরা শপথের হিফাযত করো। আল্লাহ তার বিধানকে এভাবেই তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।"

–সূরা আল মায়িদা ঃ ৮৯।।

শপথের হিফাযত অর্থ–কথায় কথায় শপথ করে না বসা। তবু কোনো ব্যাপারে শপথ করেই ফেললে, সে যেন বেপরোয়া হয়ে না যায়। শপথের বিপরীত কাজ করে ফেললে দায়িত্ব সহকারে তার কাফফারা আদায় করা উচিত।

www.pathagar.com

১৭. উত্তরাধিকার বা মীরাস

সমাজে সম্পদ বন্টনের পরিধি বিস্তৃত হোক, প্রতিটি ব্যক্তি তা থেকে কল্যাণ লাভ করুক, এটিই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। এজন্য মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদকে তার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। এবং যথাযথভাবে তা বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বও প্রদান করা হয়েছে। এ আইন সেই আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত, যিনি প্রতিটি মানুষের কল্যাণ তার নিজের চেয়ে বেশী জানেন। তিনি যেসব আইন কানুন প্রণয়ন করেছেন, তা মানুষের জন্য নিসন্দেহে সহজতর এবং কল্যাণকর।

১৭.১ উত্তরাধিকার আইনের দীনি গুরুত্ব

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ النساء : ١٤

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করবে এবং নির্দিষ্ট সীমালংঘন করবে তাকে আগুনে প্রবেশ করানো হবে, চিরদিনের জন্য। আরো থাকবে অপমানজনক শাস্তি।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৪।।

আইন অমান্যকারীদের জন্য জাহান্নামের কঠিন ও অপমানকর শাস্তির হুমকী দেয়া হয়েছে, উত্তরাধিকারী আইনের গুরুত্ব এর চেয়ে আর কী হতে পারে।

তবে আফসোসের বিষয় হচ্ছে—এরপরও মুসলমানগণ এ সম্পর্কে শিথিলতা প্রদর্শন করছে এবং উত্তরাধিকার আইন রদবদল করে আল্লাহর গযবে পতিত হচ্ছে।

১৭.২ এ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর

اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا النساء : ١١

www.pathagar.com

"তোমাদের পিতামাতা ও ছেলে মেয়েদের মধ্যে, উপকারের দিক দিয়ে কে অধিকতর নিকটবর্তী, তা তোমরা জানো না। এ অংশগুলো তো আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট। আর আল্লাহ সকল কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কেই অবহিত।"-সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ। সে জানে না পূর্বসূরী কিংবা উত্তরসূরীর মধ্যে কে অধিকতর উপকারী। অবশ্য আল্লাহ জানেন, এর নিগূঢ় রহস্য কী। তিনি প্রতিটি মানুষের কল্যাণ অকল্যাণের ব্যাপারে পুরোপুরি অবহিত। এজন্য তাঁর প্রণীত বিধানও অধিকতর কল্যাণপ্রসূ ও যুক্তিযুক্ত।

১৭.৩ পুরুষ ও মহিলা প্রত্যেকেই মীরাসের অধিকারী

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ـ النساء : ٧

"পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন যেসব সম্পদ রেখে গেছে তাতে পুরুষ ও মহিলা সকলেরই অংশ রয়েছে।"-সূরা আন নিসা ঃ ৭।।

উত্তরাধিকার আইনের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, মীরাস শুধু পুরুষদের অধিকার নয়, মহিলাদেরও। স্বয়ং আল্লাহ এদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মহিলাদেরকে তার নির্দিষ্ট অংশ থেকে বঞ্চিত করবে, এ অধিকার কারো নেই।

১৭.৪ ওয়ারিসীস্বত্ব (উত্তরাধিকার) অবশ্যই বণ্টন করতে হবে

وَلِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ط نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ـ النساء : ٧

"পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে ছেলেদের যেমন অংশ আছে তেমনিভাবে মেয়েদেরও অংশ রয়েছে। তা পরিমাণে সামান্য হোক কিংবা বেশী। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।"
-সূরা আন নিসা ঃ ৭।।

www.pathagar.com

মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পদ তা পরিমাণে যত কমই হোক, বণ্টন করতে হবে। পরিমাণে সামান্য হোক, তবু যেন তা সকলেই তার নির্দিষ্ট অংশ অনুযায়ী পেয়ে যান।

১৭.৫ বণ্টনের আগে ঋণ এবং ওসিয়ত পূর্ণ করতে হবে

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَآ اَوْدَيْنٍ ط ـ النساء : ١١

"ওসিয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর (অবশিষ্ট সম্পদ বণ্টন করতে হবে)।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনের আগে প্রথমে তার ঋণ (যদি থাকে) পরিশোধ করতে হবে। তারপর ওসিয়ত পুরো করতে হবে। অতপর অবশিষ্ট যা থাকবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে (তাদের নির্দিষ্ট অংশ অনুপাতে) ভাগ করে দিতে হবে।

১৭.৬ একজন পুরুষ পাবেন দুজন মহিলার সমান

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج ـ النساء : ١١

"তোমাদের ছেলে মেয়েদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে—একজন পুরুষের অংশ দুজন মহিলার সমান।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

সম্পদ বণ্টনের মৌলিক নীতি হচ্ছে—একজন পুরুষ দুজন মহিলার সমান পাবেন। কারণ জীবিকার দায়-দায়িত্ব মহিলার চেয়ে পুরুষের বেশী।

১৭.৭ সন্তানের অংশ

ক. ছেলে মেয়ের অংশ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج ـ النساء : ١١

"তোমাদের সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে—একজন ছেলে দুজন মেয়ের অংশের সমান পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

যখন ছেলে মেয়ে উভয়েই থাকবে তখন একজন ছেলে দুজন মেয়ের সমান অংশ পাবে।

www.pathagar.com

খ. শুধু কন্যা সন্তান থাকলে সকলে মিলে ⅔ অংশ পাবে

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج ـ النساء : ١١

"যদি (মৃত ব্যক্তির) দুইয়ের অধিক (শুধু) মেয়ে থাকে, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পদের তিন ভাগের দু ভাগ তারা (সকলে) পাবে।"
–সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

শুধু দুজন মেয়ে থাকলেও একই হুকুম।

গ. শুধু একজন মেয়ে হলে সে অর্ধেক পাবে

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط ـ النساء : ١١

"আর যদি মেয়ে একজন হয় (ছেলে না থাকে) তাহলে সে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

১৭.৮ পিতামাতার অংশ

ক. মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে বাপ-মা ⅙ অংশ পাবেন

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ط ـ

"যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে পিতামাতা প্রত্যেকে সম্পত্তির ⅙ অংশ পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

খ. মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে মা ⅓ অংশ পাবেন

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ـ النساء : ١١

"মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে মা ওয়ারিশ হিসেবে সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ (⅓) পাবে।"

ওয়ারিশ হিসেবে যদি শুধু মা বাপ থাকেন, আর কেউ না থাকেন, তাহলে মা পাবেন ⅓ অংশ এবং বাপ পাবেন ⅔ অংশ।

www.pathagar.com

গ. মৃত ব্যক্তির ভাইবোন থাকলে মা ১/৬ অংশ পাবেন

فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ ـ النساء : ١١

"মৃত ব্যক্তির ভাইবোন থাকলে মা পাবেন সম্পত্তির ১/৬ অংশ।"
–সূরা আন নিসা ঃ ১১।।

১৭.৯ স্বামী স্ত্রীর অংশ

ক. মৃত স্ত্রী নিঃসন্তান হলে স্বামী ১/২ অংশ (বা অর্ধেক) পাবেন

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج ـ النساء : ١٢

"তোমাদের স্ত্রীরা নিঃসন্তান হলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক তোমরা পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২।।

খ. স্ত্রীর সন্তান থাকলে স্বামী ১/৪ অংশ পাবেন

فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ـ النساء : ١٢

"তোমাদের মৃত স্ত্রীর সন্তান থাকলে তোমরা তার পরিত্যক্ত সম্পদের চার ভাগের এক ভাগ পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২।।

গ. মৃত স্বামী নিঃসন্তান হলে স্ত্রী ১/৪ অংশ পাবেন

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ـ النساء : ١٢

"তোমরা নিঃসন্তান হলে তোমাদের স্ত্রীরা পরিত্যক্ত সম্পদের ১/৪ অংশ পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২।।

ঘ. স্বামীর সন্তান থাকলে স্ত্রী ১/৮ অংশ পাবেন

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ـ النساء : ١٢

"তোমাদের সন্তান থাকলে স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের ১/৮ অংশ পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২।।

www.pathagar.com

১৭.১০ ভাইবোনের অংশ

ক. মৃত ব্যক্তির একজন ভাই কিংবা একজন বোন থাকলে

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ـ النساء : ١٢

"যদি মৃত ব্যক্তি (পুরুষ কিংবা মহিলা) নিঃসন্তান হয়, আর তার মা বাপও জীবিত না থাকে। শুধু একজন ভাই কিংবা বোন থাকে, তারা প্রত্যেকেই ১/৬ অংশ করে পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২।।

খ. ভাই বোনের সংখ্যা একাধিক হলে

فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ ـ النساء : ١٢

"যদি ভাইবোনের সংখ্যা একাধিক হয়, তারা সকলে মিলে ১/৩ অংশ পাবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২।।

এখানে সেই ভাইবোনের কথা বলা হয়েছে যারা মৃত ব্যক্তির সাথে মায়ের দিক থেকে সম্পর্ক রাখে, পিতা ভিন্ন।

গ. মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান এবং একজন বোন থাকলে

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج ـ النساء : ١٧٦

"আপনার কাছে পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তির ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, আল্লাহ ফতোয়া দিচ্ছেন—যদি কোনো পিতামাতাহীন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং একটি বোন থাকে, সে পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক পাবে। আর যদি বোন এরূপ অবস্থায় একজন ভাই রেখে মারা যায়, তাহলে ভাই তার ওয়ারিস হবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭৬।।

[গ.১] দু বোন ওয়ারিস হলে

فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط ـ النساء : ١٧٦

www.pathagar.com

"যদি মৃত ব্যক্তির দু বোন থাকে, তারা উভয়ে মিলে পরিত্যক্ত সম্পদের ২/৩ অংশ পাবে।"-সূরা আন নিসা ঃ ১৭৬।।

[গ.২] ভাইবোন একাধিক হলে

وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالاً وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ط- النساء : ١٧٧

"আর যদি কয়েকজন ভাইবোন মিলে ওয়ারিশ হয়, তাহলে পুরুষরা মহিলাদের দ্বিগুণ হারে পাবে।"-সূরা আন নিসা ঃ ১৭৬।।

এ আইন সৎ ভাই বোনদের বেলায়ও প্রযোজ্য। যারা বাপের সাথে সম্পর্ক রাখেন কিন্তু মা ভিন্ন।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

তাবলীগে দীন বা দীনের প্রচার

www.pathagar.com

তাবলীগে দীন বা দীনের প্রচার

আল কুরআনের দাবী একাগ্রতার সাথে খালেসভাবে আল্লাহর দীনের অনুসরণ ও তার বাস্তবায়নকে মুসলিম উম্মাহর মৌল লক্ষ্য বানাতে হবে। যা মৌলিক আকীদা নৈতিক মূল্যবোধ সহ মানব জীবনের যাবতীয় হিদায়াতের পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সার নির্যাস।

ইসলামে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদের, যে দৃঢ় প্রত্যয় তাদের অন্তরকে প্রশান্তি এনে দেয়, তা হচ্ছে— নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তেত্রিশ বছরের আলোকোজ্জ্বল সোনালী যুগ।

যে যুগে তিনি আকীদা ও আখলাকের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, ইবাদাতের পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন, কুরআনের আলোকে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন, যেখানে মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করেছেন।

www.pathagar.com

১. মানুষের প্রকৃত জীবন ব্যবস্থা

ইসলাম হচ্ছে মানুষের প্রকৃত জীবন ব্যবস্থা বা দীন। আল্লাহর কাছে এটিই একমাত্র সত্য ও নির্ভরযোগ্য দীন। এছাড়া আর কোনো দীন বা জীবনব্যবস্থা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর পাঠানো পয়গাম্বরগণ যুগে যুগে এ দীনের প্রচার করেছেন। সবশেষে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপন করেছেন।

২. সকল নবী একই দাওয়াত দিয়েছেন

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ ج–

"আমি প্রত্যেক উম্মাহর জন্য রাসূল পাঠিয়েছি এই বলে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে পরিত্যাগ করো।"

–সূরা আন নাহল ঃ ৩৬।।

আল্লাহ ছাড়া আর যে-ই নিরংকুশ ক্ষমতা ও প্রভুত্বের দাবী করবে এবং আল্লাহর বান্দাকে তার আনুগত্য করার জন্য বলবে, সেই তাগুত। এ তাগুতের খপ্পর থেকে লোকদেরকে বাঁচিয়ে নিরংকুশভাবে আল্লাহর বন্দেগীতে লিপ্ত করার জন্যই সকল নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন। এই হচ্ছে ইসলামের মূল কাজ। এই হচ্ছে সেই কালিমার মর্মকথা, যার স্বীকৃতি দিয়ে একজন মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে।

৩. সকল নবী-রাসূলই ইসলামের দিকে ডেকেছেন

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ط وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ اِلاَّ مِنْ بَعْدِ

مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ــ ال عمران : ١٩

"ইসলাম-ই আল্লাহর কাছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তাদের কাছে প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও তারা পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ও বাড়াবাড়ির কারণে মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯।।

www.pathagar.com

অর্থাৎ আল্লাহ যেসব নবী-রাসূলকে পাঠিয়েছেন তারা সকলেই লোকদেরকে ইসলামের দিকে ডেকেছেন, তারা সেই যুগে যে জাতির মধ্যেই এসে থাকুন না কেন। পরবর্তীতে তাদের অনুসারীরা নিজেদের হীন স্বার্থ ও মনোবাসনা পূরণ করার লক্ষ্যে দীনের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছে এবং বিভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের সৃষ্টি করে নিয়েছে।

৪. সকল মানুষ একই উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ق فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ص وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ البقرة : ٢١٣

"সকল মানুষ একই উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত ছিলো। (কিন্তু তারা একই মত ও পথের মধ্যে থাকতে পারেনি)। অতপর আল্লাহ নবী পাঠালেন, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। তাদের সাথে নাযিল করলেন সত্য কিতাব। যেন মানুষের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো মীমাংসা করতে পারেন। আর মতবিরোধ তারাই করেছিলো যাদেরকে সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিলো। তারা সুস্পষ্ট নির্দেশ আসার পর শুধু পরস্পর জেদ ও বাড়াবাড়ির কারণেই এরূপ করেছে। যারা ঈমান আনলো তাদেরকে আল্লাহ পথ দেখালেন, মতবিরোধের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে। মূলত আল্লাহ যাকে চান তাকেই সরল পথের সন্ধান দেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৩।।

প্রকৃতিগতভাবে সকল মানুষ একই উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাদের জন্য একই দীন বা জীবন বিধান পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা পরস্পর বাড়াবাড়ি ও একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য নিজেরা মনগড়া-ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করে নিয়েছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

৫. জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ছাড়া আর কিছু গ্রহণযোগ্য নয়

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَo

"জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ছাড়া আর কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং আখিরাতে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫।।

আল্লাহর কাছে শুধু সেই দীন-ই গ্রহণযোগ্য, যা তিনি তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। একেই পূর্ণাঙ্গ রূপে আল্লাহর রাসূল (মুহাম্মাদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করেছেন। সত্য ও নির্ভরযোগ্য এ দীনকে ছেড়ে মানুষ নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত যেসব নিয়ম-নীতি বের করবে বা যেসব আচার অনুষ্ঠান আবিষ্কার করেছে, আল্লাহর কাছে তার কোনো মূল্যই নেই।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং ইসলাম

وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ج وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَo اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَo(البقرة : ١٣٠-١٣١)

"আমি পৃথিবীতে আমার কাজের জন্য ইবরাহীমকে বাছাই করে নিয়েছিলাম। আখিরাতে সে সৎলোকদের মধ্যে গণ হবে। যখন তাকে তার প্রতিপালক বললেন—'অনুগত হও।' তখনই সে বলে উঠলো—'আমি বিশ্ব প্রতিপালকের অনুগত হলাম।"–সূরা বাকারা ঃ ১৩০-১৩১

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দীন ছিলো ইসলাম। অথচ ইহুদী, খৃস্টান কিংবা আসমানী কিতাবের অনুসারী যারা, তারা সকলেই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পথে আছেন বলে দাবী করছেন।

১. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও বিশ্ব নেতৃত্ব

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ط قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ط

www.pathagar.com

"যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা নিলেন, সে উত্তীর্ণ হলো। তখন তিনি বললেন—আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতা নিযুক্ত করলাম।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২৪।।

অর্থাৎ তিনি যখন আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে উৎসর্গ করলেন তখন আল্লাহ তাকে বিশ্বমানবের নেতার মর্যাদায় সমাসীন করলেন। ফলে পৃথিবীর প্রতিটি জাতি-ই তাকে নেতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে।

২. ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ওসিয়ত

وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ط يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ البقرة : ١٣٢

"ইবরাহীম তার সন্তানকে এ দীনের অনুসরণের উপদেশ দিয়েছিলো। এবং ইয়াকুবও অনুরূপ দিয়েছে। সে বলেছে—হে আমার সন্তানগণ ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য দীন মনোনীত করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা আমৃত্যু মুসলিম (অনুগত) হয়ে থাকবে।"-বাকারা ঃ ১৩২।।

৩. ইবরাহীমের দীন থেকে মুখ ফেরানো নির্বুদ্ধিতা

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ط ـ البقرة : ١٣٠

"এমন কে আছে, যে ইবরাহীমের দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা ছাড়া, যাদেরকে নিবুর্দ্ধিতায় পেয়ে বসেছে।"–সূরা বাকারা ঃ ১৩০।।

৪. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রত্যাশা

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ط رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ج فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ ج وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○ رَبَّنَآ اِنِّىْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ لا رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ

www.pathagar.com

وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ○ رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ط وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ـ

"যখন ইবরাহীম দুআ করেছিলো—হে আমার প্রতিপালক ! একে নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দিন। আর আমাকে এবং আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করুন। এ মূর্তিগুলো অনেককেই বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে। (এমন যেন না হয় যে, আমার সন্তানদেরকেও বিভ্রান্ত করুক) যে আমার পথে চলবে সে আমারই। যে আমার বিপরীত পথে চলবে (তার ব্যাপারে আর আমি কি বলবো) আপনি মার্জনাকারী, মেহেরবান। হে আমার প্রতিপালক ! আমি নিজের এক সন্তানকে আপনার পবিত্র ঘরের কাছে বিরান উপত্যকায় বসবাসের ব্যবস্থা করেছি। হে আমার প্রভু! যেন তারা নামায কায়েম করে। আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন আর তাদেরকে ফলমূল দিয়ে আহার্য দান করুন। আশা করা যায় তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। হে আমাদের রব ! আপনিতো জানেন যা আমরা প্রকাশ করি এবং গোপন করি। পৃথিবী ও আকাশের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৫-৩৮।।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রত্যাশা ছিলো, লতাপাতাহীন বিরান উপত্যকা, যেখানে তাঁর সন্তানকে রেখে গিয়েছিলেন, তা যেন শিরক ও কলুষতা মুক্ত থাকে এবং তাওহীদের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সন্তানগণ যেন শিরকের আবিলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকে। তাঁর অবর্তমানে যেন তারা পুনরায় শিরকে জড়িয়ে না যায়। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাবা ঘর নির্মাণ করেছেন তা যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। এজন্য তিনি দুআ করেছিলেন—হে পরওয়ারদেগার ! আমি যে দীনি অনুপ্রেরণায় এ ঘর নির্মাণ করেছি, তাতো আপনি জানেন। আজীবন আপনার পথে যে চেষ্টা মেহনত করেছি তাও আপনার অজানা নয়। আমার এ ঘর তৈরীর উদ্দেশ্য, আমার সন্তানেরা যেন নামায কায়েম করে। হে আমার প্রতিপালক! মানুষের মনকে আপনি আকৃষ্ট করে দিন এবং সকল নিয়ামত দিয়ে এদেরকে ধন্য করুন, যেন তারা আপনার শোকরগুজার বান্দা হয়। এই কেন্দ্র হতেই যেন তাওহীদের আলো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

এটি হচ্ছে দীনের প্রতি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুরাগ ও ভালোবাসার অভিব্যক্তি। ঈমানী জযবা। এ ঈমানী জযবা

www.pathagar.com

নিয়েই তিনি শেষ নবী পাঠানোর জন্য দুআ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তার মাধ্যমে যেন তাওহীদের শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত বলবত থাকে, আর মানুষ সত্য দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

শেষ নবীর আবির্ভাব

১. শেষ নবী প্রেরণের জন্য দুআ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ○ البقرة : ١٢٩

"হে আমাদের প্রতিপালক ! এদের মধ্যে এদের থেকে এমন একজন রাসূল পাঠান, যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শোনাবেন। তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ[১] শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে গড়ে তুলবেন। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।"-সূরা আল বাকারা ঃ ১২৯।।

২. মুমিনদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দয়া

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ج ـ ال عمران : ١٦٤

"ঈমানদারদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনান, তাদের (চিন্তা চেতনাকে) বিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেন।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪।।

১. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এখানে 'হিকমাহ' বলতে আল কুরআনের ভাষ্য তথা হাদীসে রাসূলকে বুঝানো হয়েছে।-অনুবাদক

www.pathagar.com

শেষ নবীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব

১. দীনের প্রচার

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ط

"হে রাসূল ! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যাকিছু অবতীর্ণ হয়েছে আপনি তার তাবলীগ (প্রচার) করুন। আপনি যদি তা না করেন, তাহলে (ধরে নেয়া হবে) রিসালাতের প্রচার আপনি করলেন না।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৬৭।।

আল্লাহর নির্দেশ তাঁর বান্দার নিকট পৌঁছে দেবেন, এজন্যই রাসূলের আবির্ভাব। তাই বলা হয়েছে, আপনি যদি তাবলীগের এ গুরুদায়িত্বে একটুও শিথিলতা প্রদর্শন করেন তাহলে ধরে নেয়া হবে আপনি নবুওয়াত ও রিসালাতের হক আদায় করলেন না।

২. সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শন

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ البقرة : ١١٩

"নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছি।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১১৯।।

অর্থাৎ এ বিশ্বলোক, এর পরিণতি, হক ও বাতিল এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের যে জ্ঞান আপনাকে দেয়া হয়েছে, তার ভিত্তি নিছক আন্দাজ অনুমানের ওপর নয়। তা সত্য ও দৃঢ়তার ওপর। যাতে আপনি দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে আল্লাহর বান্দাদের কুফরীর ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে পারেন এবং ঈমান ও কল্যাণের সুখকর পরিণতির সুসংবাদ দিতে পারেন।

৩. সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ الاعراف : ١٥٧

"রাসূল তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করেন এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখেন।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৭।।

www.pathagar.com

৪. সত্যের সাক্ষ্য

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝ الاحزاب : ٤٥

"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর অনুমোদনপ্রাপ্ত আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে পাঠিয়েছি।"
-সূরা আল আহযাব ঃ ৪৫।।

অর্থাৎ আপনি কথা ও কাজের মাধ্যমে দীনে হকের সাক্ষ্যদাতা। আল্লাহর পথভোলা বান্দাকে আল্লাহর দিকে পথ প্রদর্শনকারী।

৫. সুবিচার প্রতিষ্ঠা

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ ـ

"আমি সত্য সহকারে এ কিতাব আপনার ওপর নাযিল করেছি। যেন আল্লাহ আপনাকে যে পথ দেখিয়েছেন সেই অনুযায়ী লোকদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।"-সূরা আন নিসা ঃ ১০৫।।

আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী লোকদের মাঝে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করাই নবীদের অন্যতম কাজ।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ـ

"আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে পাঠিয়েছি। সেই সাথে কিতাব ও মীযান নাযিল করেছি। যেন লোকেরা সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। লোহা অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিপুল শক্তি ও লোকদের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে।"-সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫।।

'মীযান' শব্দের অর্থ ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধি বিধান। যা একটি বিজয়ী জাতির মাধ্যমে কার্যকরী হয়।

অর্থাৎ পৃথিবীতে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে কিতাব ও গাইড লাইন দিয়েছেন, আরো দিয়েছেন ভারসাম্যপূর্ণ

www.pathagar.com

বিধি বিধান। তিনি অস্ত্রশক্তিও নাযিল করেছেন, যা ঐ আইন কানুনকে কার্যকরী করা ও বহাল রাখার জন্য জরুরী।

৬. সত্য দীনের (দীনে হকের) বিজয়

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ

"তিনিই আল্লাহ, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন। যেন তাকে অন্যান্য দীন বা জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করতে পারেন।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩।।

সেই সব আসমানী বিধি বিধান বা জীবন ব্যবস্থাকে দীনে হক বলা হয়েছে, যার মূল কথা হচ্ছে—সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ, যিনি গোটা বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। যিনি আক্ষরিক অর্থে মানুষের মালিক, মাবুদ এবং ব্যবস্থাপক। ইবাদাত ও আনুগত্য পাবার অধিকারী একমাত্র তিনিই।

এটি সেই সত্য দীন যা প্রতিটি যুগে আল্লাহ তাআলা পয়গাম্বরদের মাধ্যমে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। পরিশেষে সর্বশেষ রাসূলকেও সেই একই দীন সহকারে পাঠানো হয়েছে।

যে মহান আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের একচ্ছত্র মালিক—তাঁর পাঠানো জীবন ব্যবস্থা সকল মতাদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী থাকবে, সেটিই স্বাভাবিক। যা মানব সমাজের জন্য কিংবা প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য। শেষ নবী পাঠানোর উদ্দেশ্যই ছিলো এ দীনের বিজয় সাধন করা। ২৩ বছরের পবিত্র জীবনে এ দায়িত্বই তিনি সুচারুরূপে পালন করে গেছেন। তখন শুধু এর কাল্পনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয়ই অর্জিত হয়নি বরং বৈষয়িক ও রাজনৈতিক বিজয়ও অর্জিত হয়েছিলো। এ বিজয় অর্জন করার জন্য তাঁর নিবেদিত প্রাণ সাহাবা কিরাম আল্লাহর সেই হিদায়াতের ওপর পুরোপুরি আমল করেছেন, যা সূরা আত তাওবায় বলা হয়েছে–

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ـ التوبة : ٣٦

"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করো, যেভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।"-সূরা তাওবা ঃ ৩৬

অর্থাৎ আল্লাহর দীন কায়েমের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যদি মুশরিকরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে, তাহলে তোমরাও ঐক্যবদ্ধভাবে তাদেরকে

www.pathagar.com

রুখে দাঁড়াও। জীবন বাজী রেখে আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য লড়াই চালিয়ে যাও।

৭. দীন পূর্ণতার ঘোষণা

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম। আর আমার নিয়ামতকেও। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে গ্রহণ করে নিলাম।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৩।।

'তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম। আর আমার নিয়ামতকেও।' একথা দ্বারা বুঝা যায়, প্রত্যেক যুগে তার চাহিদা মুতাবেক এ দীনকে নাযিল করা হচ্ছিলো এবং যুগোপযোগী করে তার সংস্কার, পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাধিত হচ্ছিলো। পরিশেষে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে মানুষ এতো উন্নতি ও উৎকর্ষতায় পৌছে গেছে, যে কারণে স্থায়ী বিধান বা শরীআহ দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তখন শেষ নবীর মাধ্যমে শ্বাশত ও চিরন্তন সেই বিধানকে পরিপূর্ণরূপে প্রদান করা হয়েছে। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত যেমন আর কোনো নতুন দীন বা জীবনব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না তেমনিভাবে আর কোনো নবী রাসূলেরও আবির্ভাবের প্রয়োজন পড়বে না।

৮. খতমে নবুওয়াত

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○ الاحزاب : ٤٠

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ই জানেন।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ৪০।।

অর্থাৎ নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য আর কোনো নবীর আগমন হবে না। শেষ নবীর মাধ্যমে এর ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটেছে। কিয়ামত পর্যন্ত যদি কেউ নবীদের পথ অনুসরণ করে চলতে চায় তাকে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনে তার অনুসরণ করেই চলতে হবে।

www.pathagar.com

মুসলিম উম্মাহ্ ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য

১. মুসলিম উম্মাহর আবির্ভাবের দুআ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص ـ البقرة : ١٢٨

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে আপনার অনুগত মুসলিম বানিয়ে দিন। আর আমার বংশধর থেকে এমন এক উম্মাহর আবির্ভাব ঘটান, যারা আপনার অনুগত হবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২৮।।

এটি সেই দুআ, যা তাওহীদের কেন্দ্রস্থল নির্মাণের পর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর এ দুআ কবুল করেছেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে এমন উম্মাহর আবির্ভাব ঘটালেন, যারা কিয়ামত পর্যন্ত দীনের প্রচার ও শাহাদাতে হকের দায়িত্ব পালন করে যাবেন। যে কাজ ইতোপূর্বে বিভিন্ন নবী-রাসূলগণ করছিলেন।

২. রাসূলের প্রতিনিধিত্ব

هُوَاجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ج ـ(الحج : ٧٨)

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন। আর দীনের ব্যাপারে তোমাদেরকে কোনো সংকীর্ণতায় ফেলে দেননি। এটি তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনি আগেও তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছিলেন এবং এ কুরআনেও। যেন রাসূল তোমাদের সাক্ষী হন, আর তোমরা সাক্ষী হও সব মানুষের।"

–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৮।।

এ আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনা-গবেষণা করার সময় ইবরাহীম (আ)-এর সেই দুআর কথা সামনে রাখা দরকার, যা তিনি জীবন সায়াহ্নে কাবা ঘর নির্মাণের সময় আবেগ আপ্লুত হয়ে করেছিলেন।

www.pathagar.com

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি আমাকে ও ইসমাঈলকে আপনার একান্ত অনুগত মুসলিম বানিয়ে দিন। আমার বংশধর থেকে এমন এক উম্মাহ সৃষ্টি করুন যারা আপনার অনুগত ও মুসলিম হবে।"

মনের আকুতিসহ আরো বলেছিলেন—"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল পাঠান, যে তাদেরকে আপনার আয়াত তিলাওয়াত করে শোনাবেন এবং কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেবেন। আর তাদের চিন্তা চেতনাকে পরিচ্ছন্ন করে গড়ে তুলবেন।"

আল্লাহ তাঁর বন্ধুর হৃদয় নিঃসৃত আবেদন কবুল করে নিলেন। পৃথিবীবাসীর পথ প্রদর্শনের জন্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্বাচন করলেন। সেই সাথে তাঁর নেতৃত্বে এমন এক উম্মাহ গড়ে তুললেন যারা পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত দীনের সাক্ষ্য প্রদান করতে থাকবেন। যে সাক্ষ্য আজীবন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন।

নবুওয়াতী দায়িত্ব পালনের জন্য এ উম্মাহ্কে নির্বাচন করার কুরআনী পরিভাষা হচ্ছে 'ইজতিবা'। 'ইজতিবা' কিংবা 'ইসতিফা' শব্দদ্বয় মূলত আল কুরআনে নবী রাসূল নির্বাচনকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, এ উম্মাহ নবী-রাসূল নন ঠিকই কিন্তু নবী-রাসূলের মতো গুরুদায়িত্বই তাদের কাঁধে চেপেছে। শেষ নবীর আগমন সংবাদ যেমন তাঁর আগমনের আগেই যুগ যুগ ধরে দেয়া হচ্ছিলো, তেমনিভাবে এ উম্মাহর আত্মপ্রকাশের আগেই তাদেরকে মুসলিম নামে অভিহিত করা হচ্ছিলো। এ যেন শত কোটি বছর আগেই প্রদত্ত এক সুসংবাদ—একটি উম্মাহ আসছে, যারা ইসলাম ও আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীর মূর্তপ্রতীক হবেন। সে জন্যই বলা হয়েছে, বহু আগেই তোমাদের নাম মুসলিম রাখা হয়েছে। সেই সাথে এও বলা হয়েছে, তোমাদের নির্বাচনের পেছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। তারপর বলা হয়েছে—"যেন রাসূল তোমাদের সাক্ষী হন এবং তোমরা দুনিয়াবাসীর সাক্ষী হও।"এ উম্মাহ্র আসল পরিচয় তারা রাসূলের উত্তরসূরী, স্থলাভিষিক্ত। রাসূল যে দায়িত্ব পালন করেছেন তারাও সেই দায়িত্বই পালন করবেন। যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে দিনরাত আল্লাহর সত্য দীনের প্রচার করে বেরিয়েছেন। যেভাবে তার হক আদায় করেছেন। ঠিক সেইভাবেই এই উম্মাহ পৃথিবীবাসীর সামনে দীনে হকের দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

www.pathagar.com

৩. মুসলিম উম্মাহর বিশেষ মর্যাদা

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ○ البقرة : ١٤٣

"এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী একটি উম্মাহ্ বানিয়েছি। যেন তোমরা পৃথিবীবাসীর জন্য সাক্ষী হও আর রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩।।

অর্থাৎ তোমাদের মর্যাদা সাধারণ উম্মাহর মতো নয়। তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাহ্ বানিয়ে এক বিরল মর্যাদা দান করা হয়েছে। তোমরা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এক উম্মাহ্ গোটা বিশ্ববাসীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানে তোমরা সক্ষম, প্রতিক্রিয়াশীলতা মুক্ত, সরল সোজা পথে ইনসাফের সাথে প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তোমাদেরকে 'মানুষের সাক্ষী' (শুহাদা আলান নাস)-এর মতো বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ আসনে সমাসীন করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদেরকে বিশেষ এ মর্যাদার ধারক ও বাহক হিসেবে থাকতে হবে।

৪. মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত দায়িত্ব

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ــ ال عمران : ١١٠

"তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাহ, মানুষের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে আর আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০।।

চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে মুসলিম উম্মাহ্ দুনিয়ার সকল জাতি থেকে স্বাতন্ত্র্য সৌন্দর্যের অধিকারী। এরা পৃথিবীতে উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। এদেরকে মহান এক উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

'মানুষের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে' বলতে বুঝানো হচ্ছে —সকল মানুষের হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য এ উম্মাহর আবির্ভাব। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত সমস্ত মানুষের নেতৃত্বের এ গুরুদায়িত্ব তাদেরকে পালন করতে হবে।

www.pathagar.com

'তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে' অর্থাৎ শুধু ওয়ায-নসীহত, সুসংবাদ প্রদান ও সতর্ক করাই তোমাদের কাজ নয়। বরং তোমাদেরকে সৎকাজের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্য কথায় তোমাদেরকে একটি অপরাজেয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যেন রাজনৈতিক শক্তি বলে সৎকাজের পরিবেশ সৃষ্টি এবং অন্যায়-অবিচারের মূলোচ্ছেদ করতে সক্ষম হও।

৫. উম্মাহর লক্ষ্য থাকবে ইকামাতে দীন বা দীনের প্রতিষ্ঠা

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ

"তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই বিধানকেই নির্ধারণ করেছেন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে। এখন যা ওহীর মাধ্যমে আপনাকে জানাচ্ছি তার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে। আমি আরো নির্দেশ দিয়েছিলাম-তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো, পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়ো না।"-সূরা আশ শূরা ঃ ১৩।।

এ আয়াতকে ভালোভাবে বুঝতে হলে কয়েকটি ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

১. পাঁচজন নবীর কথা উল্লেখের কারণ।

২. দীনের মর্ম অনুধাবন।

৩. ইকামাতের তাৎপর্য।

৪. উম্মাহর লক্ষ্য উদ্দেশ্য।

আয়াতে যে পাঁচজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবীর কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি মহাপ্লাবনের পর মানব জাতির জন্য প্রথম নবী। তারপর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উল্লেখিত হয়েছে। পরে গুরুত্বপূর্ণ আরো তিনজন নবীর নাম এসেছে। একজন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। যার মহত্ব ও মর্যাদার ব্যাপারে সকলেই একমত। যেহেতু পৃথিবীর দুটো বিশাল জনগোষ্ঠী অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানগণ যথাক্রমে

www.pathagar.com

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে দাবী করেন, তাই তারা উভয়ই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

এ গুরুত্বপূর্ণ পাঁচজন নবীর উল্লেখের কারণ—পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছিলেন তাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিলো এক, দীন প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম নবীকেও এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এবং শেষ নবীকেও একই নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছে। মধ্যবর্তী তিনজন নবীকেও অনুরূপ উপদেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছিলো, প্রায় পুরো দুনিয়া যাদের নবুওয়াতের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। তাই এ উম্মাহর অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে—দৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ উদ্যমে একে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বানিয়ে নেয়া।

দীনের মর্ম অনুধাবন বলতে কি বুঝায় ? দীন হচ্ছে–তাওহীদ রিসালত ও আখিরাত সংক্রান্ত মৌলিক বিশ্বাসের নাম। যে শিক্ষা যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ দিয়ে গেছেন। আবার বিভিন্ন নবীর সময়ে স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে যেসব ভিন্ন ভিন্ন বিধি বিধান বা শরীআহ প্রবর্তিত হয়েছে তাকেও দীন বলা হয়।

আল কুরআনের ভাষ্যমতে দীন মূলত ঐ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম, যেখানে আকীদা বিশ্বাস, ইবাদাত বন্দেগী, নৈতিক চারিত্রিক, কৃষ্টি-সভ্যতা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, আইন-কানুন, রাষ্ট্র ও রাজনীতি মোটকথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগই অন্তর্ভুক্ত। অন্য কথায় জীবনের এমন একটি দিকও নেই যা তার আওতাভুক্ত নয়।

তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে 'ইকামাত'। 'ইকামাত' শব্দটি কোনো বস্তুর সাথে ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হয়—ঐ বস্তুটি দাঁড় করানো। আর যদি অবস্তুর সাথে শব্দটি সম্পৃক্ত হয় তাহলে তার অর্থ হয় যথাযথভাবে তা কার্যকরী করা এবং তার পুরো চাহিদা পূর্ণ করা। ইকামাতে দীনের তাৎপর্য হচ্ছে—যথাযথভাবে দীনের ওপর আমল করা এবং তার পুরো চাহিদা পূর্ণ করা।

উম্মাহ্‌র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত ? আয়াতে উম্মাহ্ শব্দটির সাথে মুসলিম শব্দটি জুড়ে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে তোমাদেরকে দীন প্রতিষ্ঠার সেই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিলো নবী রাসূলদেরকে। আল কুরআনের ভাষ্যমতে দীন প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্‌র লক্ষ্য। পূর্ণ খুলুসিয়াতের সাথে সার্বিক জীবনে পুরো দীন যেমন মেনে চলতে হবে, সেই সাথে সমাজে একে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী করার চেষ্টাও করতে হবে। যেই দীন আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ আসমানী হিদায়াতের সাথে সম্পৃক্ত।

www.pathagar.com

ইসলামে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদের যে দৃঢ় প্রত্যয় তাদের অন্তরকে প্রশান্তি এনে দেয়, তা হচ্ছে—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তেত্রিশ বছরের আলোকোজ্জ্বল সোনালী যুগ। যে যুগে তিনি আকীদা ও আখলাকের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, ইবাদাতের পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন, কুরআনের আলোকে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন, যেখানে মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করেছেন।

www.pathagar.com

ইসলামী দাওয়াত ও রাষ্ট্র ক্ষমতা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের কোনো একটি দিক ও বিভাগও এর থেকে পৃথক নয়। সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইসলাম কেবল নীতিমালাই প্রণয়ন করেনি বরং রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারটি ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। ইসলামের বিপরীত কোনো নীতিমালা বা ব্যবস্থা প্রবর্তনকে ঈমানের পরিপন্থী ব্যাপার বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আল কুরআনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও সার্বভৌম ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর। তাই তিনি শুধু সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই অনুমোদন করেন, যে ব্যবস্থাপনায় তাকেই সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি মেনে নেয়া হয়। ইসলামের এমন কিছু নীতি ও বিষয় আছে যেগুলো কার্যকরী করার জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতা হাতে থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া এসব নীতিমালা কার্যকরী করা সম্ভব নয়।

সত্যিকথা বলতে কি, ইসলামে রাষ্ট্র ক্ষমতা শুধু সমাজ সংস্কার এবং মানব সমস্যা সমাধানের জন্য নয় বরং তা দীনি প্রয়োজন এবং ঈমানের দাবী।

১. সার্বভৌমত্ব

لَايُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ـ الانبياء : ٢٣

"তিনি তাঁর কাজের ব্যাপারে কারো কাছে দায়বদ্ধ নন, বরং অন্য সবাই তার নিকট দায়বদ্ধ।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২৩

যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না বরং অন্যকে তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হয়। এ অধিকার কেবল বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা ও মালিকেরই আছে।

২. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا

www.pathagar.com

تَذَكَّرُوْنَ ○ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○ قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ○

"বলো তো পৃথিবী ও তার মধ্যস্থিত সবকিছু কার ? যদি তোমরা জানো। তারা অকপটে বলে দেবে—আল্লাহর। বলুন—তাহলে সেই কথাটি মনে রাখছো না কেন ? জিজ্ঞেস করুন—সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি কে ? তখনি তারা বলবে—আল্লাহ। বলুন—তাহলে তাকে ভয় করছো না কেন ? তোমরা যদি জানো তাহলে বলো তো—সবকিছুর ওপর কার কর্তৃত্ব চলছে ? তিনি কে যিনি আশ্রয় দেন, তিনি ছাড়া আর কে আশ্রয় দিতে পারে ? তারা বলবে-তিনি তো আল্লাহ। বলুন—তাহলে তোমরা প্রতারিত হয়ে কোথায় যাচ্ছো?"-সূরা আল মুমিনুন ঃ ৮৪-৮৯।।

৩. আল্লাহর সার্বভৌমত্বে আর কেউ অংশীদার নেই

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ـ

"তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় আর কেউ অংশীদার নেই। আর তিনি এমন দুর্বলও নন যে, তাঁর সাহায্যকারী লাগবে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দাও, চূড়ান্ত পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব।"-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১১।।

৪. আল্লাহ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

"যাকিছু পৃথিবী ও আসমানে আছে, সবাই তার তাসবীহ করছে। তিনি রাজাধিরাজ, পবিত্রতম সত্তা, মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।"
-সূরা আল জুমআ ঃ ১।।

সবকিছু যার পবিত্রতা বর্ণনা করে তিনিই তো তাদের প্রকৃত শাসক। প্রশাসকের মৌলিক যেসব গুণাবলীর প্রয়োজন, তিনি তো সব গুণাবলীরই আধার। এমন কেউ নেই, যে তার কোনো গুণকে ধারণ করতে পারে। মানুষের ওপর শাসন কর্তৃত্ব করার এবং তাদের জীবন বিধান প্রণয়নের

www.pathagar.com

ক্ষমতা সেই সত্তার-ই আছে, যিনি যাবতীয় দুর্বলতা ও ত্রুটি মুক্ত। যিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আধার, সবার ওপর বিজয়ী, সবকিছু যার আয়ত্ত্বের মধ্যে।

৫. হুকুমাত আল্লাহর

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ -

"শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়। তোমরা তাঁর ইবাদাত বন্দেগী ছাড়া আর কারো ইবাদাত বন্দেগী করো না। এটিই হচ্ছে সত্যিকারের দীন বা জীবন পদ্ধতি।"-সূরা ইউসুফ ঃ ৪০।।

৬. দীনের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রক্ষমতা আবশ্যক

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا○ بنى اسرائيل : ٨٠

"বলুন, হে আমার প্রতিপালক ! আপনি যেখানেই আমাকে নিয়ে যাবেন সত্যের সাথে নিয়ে যাবেন আর যেখান থেকে বের করেন সত্যের সাথে বের করুন। আর আপনার সাহায্যপুষ্ট একটি রাষ্ট্র ক্ষমতা আমাকে দান করুন।"-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮০।।

অর্থাৎ আল্লাহর পৃথিবীতে যেখানেই আমি থাকি না কেন, ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠাই যেন আমার জীবনের লক্ষ্য হয়। কোথাও থেকে যদি হিজরত করতে হয় তা যেন আল্লাহ্‌র দীনের জন্যই হয় এবং কোথাও গিয়ে স্থিতি লাভ করলেও যেন তা আল্লাহ্‌র দীনের জন্য হয়। এই লক্ষ্যে পৌছার জন্য আমাকে একটি রাষ্ট্র শক্তি দান করুন।

সত্যিকথা বলতে কি, সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার অপসারণের জন্য রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ وَمَا لَايَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ -

"আল্লাহ রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়ে এমন সব জিনিসের উচ্ছেদ করেন যা শুধু আল কুরআনের দ্বারা উচ্ছেদ সম্ভব নয়।"

www.pathagar.com

৭. ইসলামী শক্তির গুরুত্ব

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ -

"তারা কি তবে জাহেলী যুগের বিচার ফায়সালা কামনা করে ? কিন্তু যারা আল্লাহতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাদের নিকট আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী আর কেউ নেই।"-সূরা আল মায়িদা ঃ ৫০।।

আল্লাহর বিধান ও ফায়সালার বিপরীত যত বিধান বা ফায়সালা আছে সবই জাহেলিয়াত। যার ভিত্তি শুধু অনুমান, কল্পনা ও সাদৃশ্য। অথচ আল্লাহর বিধান মানুষের প্রতিটি দিক ও বিভাগে সঠিক পথনির্দেশ প্রদান করে। সেই পথনির্দেশ হয় যথাযথ, কেননা আল্লাহ হচ্ছেন যাবতীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎস।

৮. ইসলামকে ক্ষমতাসীন করার লক্ষ্যেই রাসূলের আবির্ভাব

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ -

"তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তা যাবতীয় ব্যবস্থা ও মতাদর্শের ওপর বিজয়ী করতে পারেন।"-সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩।।

অর্থাৎ শেষ নবী পাঠানোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে, ইসলাম যেন একটি অপরাজেয় শক্তি হিসেবে বলবত থাকে। জীবনের প্রতিটি দিকেই যেন তার প্রতিফলন ঘটে।

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ○ لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ق اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ○ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ○ الانبياء : ١٦-١٨

www.pathagar.com

"আমি আকাশ, পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থিত কোনো জিনিসই খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি কোনো খেলনা বানাতেই চাইতাম তাহলে আমার কাছে যা আছে তা দিয়েই বানাতে পারতাম। বরং আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি, সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, তখন মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"

–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১৭-১৮।।

এ বিশাল সৃষ্টিজগত কোনো অবুঝ শিশুর খেলাঘর নয়। এটি হচ্ছে মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত সৃষ্টি। তিনি নিজেই বলেছেন—খেলাধুলা করাই যদি আমার উদ্দেশ্য হতো তাহলে আমি খেলনা বানিয়ে খেলে নিতাম। হক ও বাতিলের চিরন্তনী দ্বন্দ্ব, ভালো ও মন্দের সংঘাত, অজ্ঞ ও জ্ঞানীদের বিপরীতধর্মী অবস্থান এগুলো কিছুই হতো না। সত্যিকথা বলতে কি, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব অবসান না হওয়াটাই মানুষের পরীক্ষার উপকরণ।

وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ط ـ

"আমি ভালো ও মন্দ সৃষ্টি করেই তোমাদের পরীক্ষা করতে চাই।"

বাতিল শক্তির ইচ্ছা এবং আবদার

১. দীনের প্রদীপকে নিভিয়ে দেয়া

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِؤُا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ○

"তারা চায় ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে। আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত হচ্ছে–তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেন। কাফিরদের কাছে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।"–সূরা আস সফ ঃ ৮।।

২. হকপন্থীদেরকে বাতিলের দিকে ফিরিয়ে নেবার প্রচেষ্টা

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ـ البقرة : ١٢٠

"আপনি যদি তাদের ইহুদী কিংবা খৃস্টান ধর্মে দীক্ষা না নেন, তাহলে তারা আপনাকে পসন্দ করবে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২০।।

www.pathagar.com

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ○ ال عمران : ١٠٠

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোনো দলের কথা মেনে নাও, তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমান থেকে কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০০।।

অর্থাৎ সত্য মিথ্যার সংঘাত নিরবধি চলছে এবং চলবে। সত্যের প্রকৃতি হচ্ছে—সে বাতিলের ওপর বিজয়ী হয়ে থাকবে। আর বাতিল শক্তি চায় সত্য যেন কোনো মতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে।

৩. সত্য দীনে রদবদলের আবদার

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ ـ يونس : ١٥

"আমাদের স্পষ্ট কথাগুলো যখন তাদেরকে শোনানো হয়, যারা আমার সাথে তাদের সাক্ষাতের ব্যাপারে আশা পোষণ করে না, তারা বলে—এর পরিবর্তে অন্য কোনো 'কুরআন' নিয়ে এসো কিংবা এতে কিছু পরিবর্তন করে দাও। আপনি বলুন—এতে কোনো রদবদল করা আমার কাজ নয়। আমিতো শুধু সেই ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে পাঠানো হয়।"–সূরা ইউনুস ঃ ১৫।।

অর্থাৎ এ কিতাব আমার রচনাতো দূরের কথা, এতে সামান্য পরিবর্তন পরিবর্ধন করার ক্ষমতাও আমার নেই। এটি আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী কিতাব। আমি তোমাদেরকে শুধু এর অনুসরণের দাওয়াত দেই না, আমি নিজেও এর অনুসরণ করি।

চিরন্তনী এ দ্বন্দ্বে হকপন্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. হকের ওপর অবিচল থাকা

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۖ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ ـ الشورى : ١٥

www.pathagar.com

"হক ও বাতিলের এ সংঘাতময় পরিস্থিতিতে আপনি এ দীনের প্রতিই দাওয়াত দিন এবং আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেইভাবে একে আঁকড়ে ধরুন। আপনি তাদের খেয়াল খুশি মতো চলতে চেষ্টা করবেন না। বলুন—আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার ওপর ঈমান এনেছি। আর আমি তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।"–সূরা আশ শূরা ঃ ১৫।।

বাতিল শক্তির ইচ্ছে বাসনা যাই হোক না কেন, সত্যপন্থীদের হকের দাওয়াত অব্যাহত রাখতে হবে। সত্যের ওপর অবিচল থাকতে হবে। বাতিল শক্তিকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে হবে, আমি আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাসী। আমাদের দায়িত্ব আমরা মানব সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবো। কোনো শক্তিই আমাদেরকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারবে না।

২. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ط وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍo ال عمران : ١٠١

"তোমরা আর কিভাবে কুফরী করবে, তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনানো হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে রাসূল আছেন, কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোভাবে ধরবে তাকে 'সিরাতুল মুসতাকীমের' দিকে পথ দেখানো হবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০১।।

ঈমান আনার পর পুনরায় কুফরীর ফাঁদে পা দেয়ার কী প্রয়োজন আছে? আল্লাহর রাসূল তোমাদের মাঝে বর্তমান। তিনি তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনাচ্ছেন। সংঘাতের মুহূর্তে সত্য আঁকড়ে ধরে আল্লাহর দীনের ওপর অবিচল থাকো। একে সত্যিকার আশ্রয়স্থল মনে করো। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র বিধানের অনুসরণ করো। তাঁর নাফরমানী থেকে বাঁচো এবং তাঁর কাছে দুআ করতে থাকো।

৩. কুফরীর প্রতি কোনো দুর্বলতা প্রকাশ না করা

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ لا وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَo هود : ١١٣

www.pathagar.com

"এসব যালিমদের প্রতি ঝুকে পড়ো না, তাহলে জাহান্নামের করাল গ্রাসে পতিত হবে। সেখানে আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকে অভিভাবক হিসেবে পাবে না যে তোমাকে তা থেকে বাঁচাতে কিংবা সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে।"-সূরা হুদ ঃ ১১৩।।

৪. কুফরী শক্তির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকা

وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط ـ المائدة : ٤٩

"সর্বদা সতর্ক থেকো, তারা যেন তোমাকে কোনো বিপর্যয়ে ফেলে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।"
-সূরা আল মায়িদা ঃ ৪৯

৫. কাফিরদেরকে বন্ধু মনে না করা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ ! মুমিন ছাড়া কাফিরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।"-সূরা আন নিসা ঃ ১৪৪।।

প্রতিটি মুমিন মানব কল্যাণে উদার ও নিবেদিত হয় কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা কেবল ঈমানদারদের সাথেই হয়ে থাকে।

৬. ফিতনার মূলোৎপাটন

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ج ـ الانفال : ٣٩

"তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাও, যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল এবং দীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।"-সূরা আনফাল ঃ ৩৯।।

ফিতনা অর্থ-যুলম নির্যাতন ও ঔদ্ধত্য এমন অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া যাতে জনসাধারণ আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের আনুগত্য অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। আল্লাহর বান্দারা নিষ্কলুষভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে ব্যর্থ হয়। সত্যপন্থীদের কর্তব্য বাতিলকে উৎখাত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই অব্যাহত রাখা। তখনই কেবল লড়াই বন্ধ করা যাবে যখন আল্লাহর ইবাদাতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ফিতনা-ফাসাদ এবং যুলম-নির্যাতন থেকে মানুষ মুক্তি পেয়ে এক আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত হবে।

www.pathagar.com

ইকামাতে দীনের পদ্ধতি ও মূলনীতি

ইকামাতে দীনের যে মহান দায়িত্ব পালনের জন্য এ উম্মাহকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আল কুরআনে সুন্দরভাবে তার পদ্ধতি ও মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে। নবীদের ইতিহাস থেকে পর্যায়ক্রমে সে পথের ধারা বর্ণনাও বিবৃত হয়েছে।

চরিত্র গঠন

যারা দীন কায়েমের লক্ষ্য নিয়ে ময়দানে নামবে তাদের প্রতি কুরআনের প্রথম নির্দেশ হচ্ছে—সবার আগে নিজের মধ্যে দীনের প্রতিষ্ঠা তথা বাস্তবায়ন করতে হবে। যাতে তার যাবতীয় কাজকর্ম ও আচার আচরণে ইসলামের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে।

১. পরিপূর্ণ ঈমান

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○ الحجرت : ١٥

"প্রকৃত মুমিনতো তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে নির্দ্বিধায়। তারপর জিহাদ করেছে, আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে। তারাই সত্যবাদী।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৫।।

আল্লাহর পথের আসল পুঁজি হচ্ছে পরিপূর্ণ ঈমান। ঈমান ছাড়া আল্লাহর পথে চলার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। এমনকি তা কল্পনাও করা যায় না। পরিপূর্ণ ঈমানতো তাকেই বলে, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ কিংবা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না। ঈমানের মাত্রা এরূপ পর্যায়ে পৌঁছলেই কেবল একজন লোক তার জীবন ও যাবতীয় সম্পদ আল্লাহর জন্য দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

২. নিষ্কলুষ ইবাদাত

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ط ـ البينه : ٥

www.pathagar.com

"তাদেরকে এছাড়া আর কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে। এটিই হচ্ছে যথার্থ ও সঠিক দীন।"–সূরা আল বাইয়্যিনাহ ঃ ৫।।

ঈমানের পর মুমিনের প্রিয় কাজ হচ্ছে নিষ্কলুষভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা। নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাত ছাড়া একজন মুমিন দীনের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে এবং সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারেন না। ইবাদাতের মাধ্যমে যেমন ঈমানের প্রকাশ ঘটে তদ্রূপ ইবাদাতই ঈমানকে সঞ্জিবনী শক্তিদান করে।

৩. নামায প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততা

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۭ ـ الحج : ٧٨

"আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছিলেন এবং কুরআনেও। যেন রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা সাক্ষী হও সকল মানুষের। অতএব নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে ধরার মতো ধরো।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৮।।

মুসলিমতো তিনি, যিনি আল্লাহর দীনকে মেনে নিয়ে পুরোপুরি আনুগত্যে নিজেকে বিলিয়ে দেন। অর্থাৎ চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস, কাজ-কর্ম, নৈতিক-চরিত্র, আচার-আচরণ ও লেনদেনে আল্লাহর আইনকে শ্রদ্ধার সাথে মেনে নেবেন এবং তার অনুসরণ করবেন, আক্ষরিক অর্থে তিনিই মুসলিম। এ অর্থে তারা সকলেই মুসলিম ছিলেন, যারা কোনো নবীকে মেনে নিয়ে তাঁর আনীত শরীআহ্কে পালন করেছেন। কিন্তু শেষ নবীর উম্মতকে বিশেষ করে 'উম্মতে মুসলিমা' এবং তার অনুসারীকে মুসলিম বলে অভিহিত করার কারণ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। তাদেরকে ঐ দীনের বাহক বানানো হয়েছে, যে দীন গোটা মানব সমাজের প্রতি আবেদন রাখে, যা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যে দীনের প্রয়োজন থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে উম্মাহ্র ওপর পড়েছে এবং যারা 'উম্মতে মুসলিমা' নামক মহান উপাধিতে ভূষিত, তাদের ওপর তিনটি মৌলিক ও

www.pathagar.com

বিশেষ কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। মনে করতে হবে এ কাজ তিনটি তাদের মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট। ১. নামায কায়েম করা। ২. যাকাত আদায় করা। ৩. আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ককে গভীরতর করা।

আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ককে গভীরতর করার অর্থ-আল্লাহকে মাবুদ মনে করে তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করা, তাঁর কাছে দুআ করা, তাঁর আশ্রয় কামনা করা, তাঁর নির্দেশ অমান্য না করা, তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে থাকা এবং সর্বাবস্থায় তাঁর ওপর ভরসা রাখা। একে বলা হয় 'ইতিসাম বিল্লাহ'। নামায ছাড়া মানসিক এ অবস্থা আর কিছুতেই অর্জিত হতে পারে না। নামায মানুষকে আল্লাহর নিকটতর করে দেয়। তাঁর ওপর ভরসা করার সাহস যোগায়। তার জন্যে সবকিছুকে হাসিমুখে ত্যাগ করার স্পৃহা সৃষ্টি করে।

কোনো ব্যক্তি তখনই মানুষের সাক্ষী হতে পারেন যখন এ দায়িত্বসমূহ পালন করে আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হোন। নামায 'শাহাদাতু আলান নাস' বা মানুষের সাক্ষী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যেমন কার্যকরী আমল তেমনিভাবে দীনের নমুনা হিসেবে তৈরীর জন্যও। এ মৌলিক কাজগুলো না করে কেউ মানুষের সাক্ষী হিসেবে আবির্ভূত হবে একথা কল্পনাও করা যায় না। তাছাড়া নামায ও যাকাত ছাড়া আর এমন কী আমল আছে, যা দিয়ে তাঁর প্রতিপালকের হক আদায় করবে এবং অন্যকে আল্লাহর দাসত্বের জন্য তৈরি করবে ?

৪. পূর্ণ আনুগত্য

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ○ البقرة : ٢٠٨

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২০৮।।

অর্থাৎ প্রতিটি ব্যাপারেই ইসলামের পুরোপুরি অনুসরণ করো। কেবল ইসলামই শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে শয়তানের অনুসরণ করো না।

৫. তাকওয়া

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ○

www.pathagar.com

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যেভাবে ভয় করা উচিত। আর আনুগত্য বিহীন অবস্থায় তোমরা মৃত্যুবরণ করো না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২।।

অর্থাৎ তোমরা যখন ঈমানদার উপাধিতে ভূষিত হয়েছো তখন আমৃত্যু তাকওয়া ও আনুগত্যের মানকে পর্যায়ক্রমে উন্নত থেকে উন্নতর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখো। প্রতিনিয়ত নিজেকে পবিত্র থেকে পবিত্রতর করার চেষ্টা করো।

৬. পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ○ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ط قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ○ البقرة : ١٥٥–١٥٦

"আমি অবশ্যই ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-দারিদ্র, জান-মালের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনাশের মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবো। যারা ধৈর্যধারণ করবে তাদের জন্য সুসংবাদ। বিপদাপদ এলেই তারা বলে–ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। (আমরা আল্লাহর, আর আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে)।"–সূরা বাকারা ঃ ১৫৫-১৫৬।

৭. পরীক্ষার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ○

"মানুষ কি ধারণা করে বসে আছে–'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, কোনো পরীক্ষা করা হবে না ? অথচ আমি আগের সকল মানুষকেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো দেখে নিতে হবে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যেবাদী।"

–সূরা আল আনকাবূত ঃ ১-২।।

www.pathagar.com

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ○ ال عمران : ١٤٢

"তোমরা কি ভেবে নিয়েছো, এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে ? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি কে তাঁর পথে জিহাদ করতে প্রস্তুত আর কে ধৈর্যশীল।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪২।।

অর্থাৎ যারা ঈমানের দাবী করবেন এবং নিজেকে আল্লাহর কাছে উৎসর্গ করবেন তাদেরকে আল্লাহ নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন, তারা সত্যিই তাদের দাবীতে অটল কিনা। নাকি মিথ্যে ও অসার তাদের দাবী।

৮. কথা ও কাজের মিল

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ ـ الصف : ٢

"মুমিনগণ ! তোমরা এরূপ কথা কেন বলো, যা তোমরা করো না।"
–সূরা আস সফ ঃ ২।।

অর্থাৎ যে কথাগুলো তোমরা অন্যদেরকে বলো, তোমাদের আমলও সেইরূপ হওয়া উচিত। তখন তোমার কথার গুরুত্ব ও মূল্য বাড়বে, ফলে তারাও গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ ـ البقرة : ٤٤

"তোমরা লোকদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছো আর নিজেদের ব্যাপারে ভুলে বসে আছো ?"–সূরা আল বাকারা ঃ ৪৪।।

যিনি অন্যকে সৎকাজের কথা বলেন কিন্তু নিজে করেন না, তিনি মূর্খ ও বোকা। তিনি তার নিজের এবং দীনের শত্রু। একদিকে যেমন তিনি দীনের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত অন্যদিকে তার কথার প্রভাবও কারো ওপর পড়বে না।

৯. আমলের দৃষ্টান্ত স্থাপন

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ـ هود : ٨٨

"যেসব বিষয়ে আমি তোমাদের বিরত রাখতে চাই, আমি নিজে সেগুলো করবো, তাতো হতে পারে না।"–সূরা হুদ ঃ ৮৮।।

www.pathagar.com

অর্থাৎ আমার দাওয়াত যে সত্য ও নির্ভুল, তার বড়ো প্রমাণ হচ্ছে আমি নিজেই সেগুলো মেনে চলি। মানুষ অপরের কল্যাণ কামনা করুক বা না করুক কিন্তু নিজের কল্যাণ তো সে অবশ্যই চায়।

১০. যিকির ও ফিকির

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ○

"আসমান জমিনের সৃষ্টি এবং রাত দিনের আবর্তনে অবশ্যই জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহ্‌র যিকির করে, আসমান জমিন সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করে (তারা স্বতঃই বলে উঠে) হে আমাদের প্রতিপালক ! এগুলো আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্রতম সত্তা। আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচান।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১।।

যারা লোকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকবেন, সর্বপ্রথম তাদের চরিত্র গঠন প্রয়োজন। তারা উদ্দেশ্যহীন ব্যক্তিদের মতো জীবন যাপন করবেন, তা হতে পারে না। তাদের বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং তার নিগূঢ় রহস্য অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকা উচিত। সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণ করতে হবে, যিনি বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা। আল্লাহ্‌র স্মরণ ছাড়া চিন্তা গবেষণা নিরর্থক। আবার গভীর চিন্তাভাবনা ছাড়া আল্লাহর যিকির বা স্মরণেও মনোযোগ সৃষ্টি হয় না। তাই যিনি আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করবেন তাকে যিকির ও ফিকির দুটোই অব্যাহত রাখতে হবে।

১১. আল কুরআন অধ্যয়ন এবং গভীরভাবে চিন্তাভাবনা

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ ص : ٢٩

"এ কিতাব, যা আপনার কাছে পাঠিয়েছি। লোকেরা যেন এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং যারা বুদ্ধিমান তারা যেন এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।"-সূরা সাদ ঃ ২৯।।

www.pathagar.com

হিদায়াত ও শিক্ষালাভের একমাত্র উৎস, আল্লাহর কিতাব। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যেন গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে পারেন, এজন্য একে নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহর দীনকে তারাই প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, যাদের চিন্তা চেতনা জুড়ে আছে এ কিতাব, যারা একে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন।

www.pathagar.com

সংগঠন

১. দীনি সংগঠনের গুরুত্ব

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ التوبة : ٢٣

"হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছো ! নিজেদের পিতা ও ভাইকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসে। তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে তারাই যালিম।"
–সূরা আত তাওবা ঃ ২৩।।

নিসন্দেহে পিতা ও ভাই মানুষের নিকটতম আত্মীয়। তাদের সাথে মানুষের আত্মার টান অনুভব করা সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু দীনের ভিত্তিতে যে সংগঠন গড়ে উঠে সেখানে আত্মীয়তা ও ভালোবাসার ভিত্তি হচ্ছে— ঈমান ও ইসলাম। তাই বলে দেয়া হয়েছে, তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ইসলামের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালোবাসেন তাহলে তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করাটা তোমাদের উচিত হবে না। এটিতো একটি স্ব-বিরোধী কাজ—একদিকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে আবার অন্যদিকে আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে।

لَاتَجِدُوْا قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ـ مجادله : ٢٢

"তোমরা এমন কাউকে দেখতে পাবে না, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করেছে আবার যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তাদেরকেও ভালোবেসেছে। তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা পরিবারের যেই হোক না কেন।"–সূরা আল মুজাদালা ঃ ২২।।

২. সংগঠনের ভিত্তি

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ

www.pathagar.com

كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۚ ـ ال عمران : ١٠٣

"তোমরা আল্লাহর রশিকে মযবুতভাবে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আল্লাহ তোমাদের ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন সে কথাও স্মরণ রেখো, তোমরা ছিলে পরস্পরের দুশমন, তিনি তোমাদের অন্তরগুলোকে একত্রে জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়েছো। তোমরা আগুনের একটি গর্তের কিনারায় ছিলে, আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩।

'আল্লাহর রশি' বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। ইসলাম আল্লাহর এমন এক অনুগ্রহ, যার কল্যাণে শত বছরের চলে আসা যুদ্ধ, পরস্পরের প্রতি রক্ত লোলুপতা বিদূরিত হয়ে একে অপরের সাথে দুধ চিনির মতো মিলেমিশে গেছে। অনুপম দীনি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আল কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলিমদের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির মূল ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম। এজন্য মুসলমানদের কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য বলা হয়নি বরং সেই ঐক্যের ভিত্তি যেন ইসলাম হয় সেজন্য তাকিদ করেছে। ইসলাম ছাড়া আর কিছু মুসলমানদের ঐক্য সৃষ্টিতে সহায়তা করবে না বরং ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

৩. আদর্শ সংগঠন

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ـ

"নিসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সীসা গলানো প্রাচীরের ন্যায় কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে।"

–সূরা আস সফ ঃ ৪।।

৪. পারস্পরিক সম্পর্ক

رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ ـ الفتح : ٢٩

"তারা পরস্পর সহানুভূতিশীল।"–সূরা আল ফাতহ ঃ ২৯।।

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ المائدة : ٥٤

"মুমিনদের প্রতি বিনয়ী ও নম্র।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৫৪।।

www.pathagar.com

অর্থাৎ ইসলামী সংগঠনের প্রতিটি সদস্য অপর ভাইয়ের জন্য সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল হয়ে থাকেন।

৫. পারস্পরিক হিতোপদেশ

وَالْعَصْرِ ○ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ○ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ ○ العصر

"শপথ কালের। মানুষ ভীষণ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করে, আর একে অপরকে সত্য দীনের ওপর থাকা এবং ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়।"-সূরা আল আসর।।

৬. পারস্পরিক সহযোগিতা

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ــ المائدة : ٢

"কল্যাণ ও তাকওয়ামূলক কাজে তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করো।"-সূরা আল মায়িদা ঃ ২।।

ইসলামী সংগঠনের সদস্যগণ স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয় না বরং তারা সৎকাজে একে অপরের সহযোগিতা করে থাকেন।

৭. সংশোধনীমূলক মনোভাব

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ــ الانفال : ١

"আল্লাহকে ভয় করো এবং পরস্পর সংশোধনীমূলক মনোভাব পোষণ করো।"-সূরা আল আনফাল ঃ ১।।

৮. দলাদলি নিষিদ্ধ

وَلَا تَفَرَّقُوْا ــ ال عمران : ١٠٣

"তোমরা দলাদলিতে লিপ্ত হয়ো না।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩।।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ ــ

www.pathagar.com

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, নিজেরা পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ো না, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাবে।"–সূরা আল আনফাল ঃ ৪৬।।

৯. আমীরের আনুগত্য

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আর যারা তোমাদের দায়িত্বশীল তাদের আনুগত্য করো।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৫৯।।

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের পর তৃতীয়ত যে আনুগত্য ইসলামী সংগঠনের প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরয তা হচ্ছে, যাকে সংগঠনের কোনো পর্যায়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তার আনুগত্য করা। তার কোনো নির্দেশ পসন্দ হোক কিংবা না হোক, স্বতস্ফূর্তভাবে তার আনুগত্য করা মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরয)।

অবশ্য কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করতে হবে। প্রথম শর্ত—নেতাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। যে কথাটি আয়াতে 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য থেকে) শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় শর্ত—নেতাকে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করতে হবে। যেমন বলা হয়েছে—'ঈমানদারগণ ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো'—অবশ্যই এ নির্দেশের মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা মুসলমানদের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল।

আনুগত্যের সীমা হচ্ছে-শুধু সেইসব নির্দেশের আনুগত্য করতে হবে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের অনুকূলে। প্রতিকূল কোনো নির্দেশের আনুগত্য তিনি পেতে পারেন না। অন্য কথায় শুধু সৎকাজে তার আনুগত্য করতে হবে, অসৎকাজ কিংবা নাফরমানীমূলক কাজে তার আনুগত্য করা যাবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

"দায়িত্বশীলের নির্দেশ মেনে চলা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য। তা তাদের মনোপুত হোক বা না হোক। যদি সেই নির্দেশ নাফরমানীমূলক কাজের না হয়। যদি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কোনো কাজের নির্দেশ নেতা দেন, তা শোনাও যাবে না এবং মানাও যাবে না।'

www.pathagar.com

১০. নেতা ও কর্মীর বিরোধ মীমাংসা

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاوِيْلاً ○ النساء : ٥٩

"তবু যদি কোনো ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। এটিই সঠিক পদ্ধতি এবং পরিণতির দিক থেকেও এটিই উত্তম।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৯।।

মুসলমানের মধ্যে যদি কখনো ঝগড়া-বিবাদ কিংবা মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় অথবা নেতা ও কর্মীদের মাঝে মতবিরোধ হয়, তার সমাধান হচ্ছে উভয়কেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে আসতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নাতে রাসূলের আলোকে তার মীমাংসা করতে হবে। হিদায়াতের এ উৎস থেকে যে ফায়সালাই বেরিয়ে আসুক, নিসংকোচে সবাইকে তা মেনে নিতে হবে।

১১. সংগঠিত জীবনের দীনি মর্যাদা

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج ـ النور : ٦٢

"মুমিন মূলত তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মন থেকে মেনে নেয়। সামাজিক সামষ্টিক কোনো কাজে রাসূলের সাথে মিলিত হলে তার অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। হে রাসূল ! যেসব লোক আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মানে।"–সূরা আন নূর ঃ ৬২।।

সাধারণ নিয়মানুযায়ী আল কুরআন এখানেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে একটি মৌলিক ও স্থায়ী মূলনীতি বর্ণনা করেছে। দীনের সামষ্টিক বিষয়াদিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে হিদায়াত দেয়া হয়েছে তা পরবর্তী সময়ে

www.pathagar.com

তাঁর উত্তরসূরীদের বেলায়ও প্রযোজ্য। আর এ নির্দেশ তাদের জন্যও, যারা ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

ইসলামী সংগঠনের নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলা এবং আমীরের আনুগত্য করাকে সাধারণ একটি আইনের আওতায় ফেলা হয়নি বরং কুরআন একে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দীনি বিষয়ের মর্যাদা দিয়েছে। আল কুরআন তাদের ঈমানের সার্টিফিকেট দিচ্ছে, যারা সংগঠনের কোনো দায়িত্ব থেকে নেতার অনুমতি নিয়েই কেবল অনুপস্থিত থাকেন।

ইসলামী সংগঠনের আমীর

১. আমীর নির্বাচনের মাপকাঠি

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط ـ الحجرت : ١٣

"হে মানুষ ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদেরকে জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশী তাকওয়ার অধিকারী।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩।।

পৃথিবীর সকল মানুষ একই পিতামাতার সন্তান। সবাই সমান। মানুষ হিসেবে কারো ওপর কারো প্রাধান্য নেই। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়েছে পরস্পর চেনা জানার জন্য। বুজুর্গী বা শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে 'তাকওয়া'। ইসলামী সংগঠনেও যিনি বেশী তাকওয়ার অধিকারী তিনিই সবচেয়ে বেশী সম্মানিত।

২. নির্বাচনের দীনি গুরুত্ব

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ـ النساء : ٥٨

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানত যথাযথ ব্যক্তির হাতে অর্পণের জন্য।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৮।।

www.pathagar.com

এটি একটি মৌলিক নির্দেশ। কিন্তু এখানে বর্ণনার স্টাইলে বুঝা যায়, 'আমানত' শব্দটি দ্বারা ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীলকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীল নির্বাচনের সময় এমন যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হবে যিনি এ গুরুদায়িত্ব বহন করতে পারেন।

ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্বের জন্য যোগ্য নেতা নির্বাচন করা ফরয। কুরআন এজন্য জোর দিয়েছে। বলা হয়েছে—'যোগ্য ব্যক্তির হাতে আমানত (দায়িত্ব) তুলে দেয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।'

৩. পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ــ ال عمران : ١٥٩

"দীনি ব্যাপারে আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯।।

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, তা সকল যুগে সকল ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের বেলাই প্রযোজ্য। আল কুরআনের তাকিদ হচ্ছে ইসলামী সংগঠনের ব্যবস্থাপনা পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। তাই সংগঠনের কর্মীদের সাথে পরামর্শ করে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দায়িত্বশীলদেরকে বাধ্য করেছে।

৪. প্রত্যেক মুমিনই সম্মানার্হ

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ــ الانعام : ٥٤

"আমার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করেছে এমন লোক যখন আপনার কাছে আসে, তাদেরকে বলুন—তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।"

–সূরা আল আনআম ঃ ৫৪।।

অর্থাৎ সংগঠনের কোনো ব্যক্তি যখন তার দায়িত্বশীলদের কাছে যাবেন তখন তিনি উদার মনে এবং প্রসন্নচিত্তে তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন এবং তার কল্যাণ কামনা করে দুআ করবেন।

www.pathagar.com

৫. দলীয় কর্মীদের গুরুত্ব অনুধাবন

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ج تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج ـ الكهف : ٢٨

"যারা তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্য সকাল সাঁঝে তাঁকে ডাকে আপনি নিজের মনকে তাদের সাথে লাগিয়ে নিশ্চিত হোন। কখনো তাদের থেকে চোখ ফেরাবেন না। দুনিয়ার চাকচিক্যের দিকে আপনি প্রলুব্ধ হবেন না।"–সূরা আল কাহ্‌ফ ঃ ২৮।।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের তাবৎ নেতাকে একটি মৌলিক বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—আপনার আসল পুঁজি ও মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সেইসব লোক যারা ঈমানের সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে আপনার সঙ্গী হয়েছেন। পার্থিব দৃষ্টিতে এসব দুর্বল লোকদের কোনো মর্যাদা না থাকুক কিন্তু আল্লাহর কাছে এদের মর্যাদা বড়ো বড়ো সরদার ও গোত্রপতিদের চেয়েও অনেক বেশী। কারণ তাদের দুনিয়ার শান-শওকত থাকলেও তারা ঈমানের মতো মহামূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত।

৬. অধিনস্তদের সাথে কোমল আচরণ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ج ـ الشعراى : ٢١٥

"ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা আপনার অনুসরণ করে তাদের সাথে কোমল আচরণ করুন।"–সূরা আশ শুআরা ঃ ২১৫।।

৭. নম্রতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا انْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ـ ال عمران : ١٥٩

"আল্লাহর বড়ো অনুগ্রহ যে, আপনার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়োই কোমল। নইলে আপনি যদি রুক্ষ স্বভাব বা কঠোর চিত্ত হতেন, তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে দূরে সরে যেত।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯।।

www.pathagar.com

৮. বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط ـ ال عمران : ١٥٩

"দীনি বিষয়ে আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন। কোনো বিষয়ে আপনি দৃঢ়চিত্ত হলে, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯।।

অর্থাৎ কোনো দীনি বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের পর আপনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুলে আল্লাহর ওপর ভরসা করে কাজে নেমে পড়ুন। যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করেন তারা কখনো নিরাশ হন না।

৯. সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা

فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهُ ط ـ

"যখন তারা বিশেষ কোনো কারণে আপনার অনুমতি চাইবে, আপনি যাকে ইচ্ছে দিয়ে দেবেন। আর তাদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবেন।"–সূরা আন নূর ঃ ৬২।।

যখন সাংগঠনিক কাজে লোকজন জড়ো হবে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অনেকে আপনার কাছে ছুটি চাইবে, আপনি যাকে ইচ্ছে ছুটি দেবেন। কিন্তু সংগঠনের শৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। কেবল তাদেরকেই অনুমতি দেয়া যেতে পারে যাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন সাংগঠনিক প্রয়োজনের চেয়েও বেশী। যাদের ওজর যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য।

দাওয়াতী কাজ

১. ইসলামী সংগঠনের উদ্দেশ্য

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ال عمران : ١٠٤

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা কল্যাণ ও সৎকাজের দিকে লোকদেরকে আহ্বান করবে এবং অন্যায়

www.pathagar.com

কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই সফলতা লাভ করবে।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪।।

আয়াতে 'খাইর' শব্দটি দ্বারা ঐসব ভালো কাজকে বুঝানো হয়েছে যা আবহমান কাল থেকে মানুষের নিকট ভালো কাজ বলে স্বীকৃতি লাভ করে আসছে এবং আল্লাহর কিতাবও যেগুলোকে ভালো কাজ বলে সাক্ষ্য দিয়েছে। ঐসব ভালো কাজসমূহের সমন্বিত রূপ হচ্ছে আল্লাহর পাঠানো দীন, যুগে যুগে আম্বিয়া কিরাম নিয়ে এসেছেন। যা সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গরূপে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন এবং সুন্নাহরূপে উম্মাহর কাছে রেখে গিয়েছেন।

ইসলামী সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে-সেই দীনের দাওয়াত সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং এমন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে দীন বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ভালো কাজগুলোকে আইন ও শক্তি বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং অন্যায় ও মন্দের মূলোৎপাটন করতে পারে।

দাওয়াতের কুরআনী পদ্ধতি

১. ইসলামের মৌলিক দাওয়াত

وَاِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَايَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ○ العنكبوت : ١٦-١٧

"ইবরাহীমের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, যখন তিনি তার জাতিকে বললেন—আল্লাহর ইবাদাত করো, তাঁকে ভয় করে চলো, এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝো। তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের পূজা অর্চনা করছো সেগুলো তো নিরেট মূর্তি। একে তোমরা মনগড়াভাবে বানিয়ে নিয়েছো। আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা-উপাসনা করছো, তারা তোমাদেরকে রিযিক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না।

www.pathagar.com

আল্লাহর কাছে রিযিক চাও, তার ইবাদাত করো, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।"–সূরা আল আনকাবুত ঃ ১৬-১৭।।

শির্ক ভিত্তিহীন বিষয়। বিশ্ব প্রকৃতিতে এর কোনো গ্রহণযোগ্য ভিত্তি নেই। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সংক্ষিপ্তভাবে এ কয়টি আয়াতে অত্যন্ত বিজ্ঞচিতভাবে সেইসব দলিল-প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা থেকে প্রমাণিত হয়, যার ভেতর সামান্য মাত্রায়ও বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তিনি কখনো এরূপ অনর্থক জিনিসের ওপর জীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে পারেন না। কারো বন্দেগীর জন্য অবশ্যই কিছু যুক্তিসংগত কারণ থাকতে হবে। এ মূর্তিগুলো তো প্রাণহীন, পাথর। কাজেই এগুলোর পূজা করার পেছনে কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। এগুলো না মানুষকে সৃষ্টি করেছে, যে কারণে মানুষ তার মুখাপেক্ষী হবে, আর না মানুষকে জীবিকা প্রদান করে, যে কারণে মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার্থে তাদের কাছে ধরণা দেবে। তাছাড়া মানুষের সাথে এমন কোনো সম্পর্কও নেই যে, তাদের থেকে কোনো ক্ষতির আশংকা করে তাদেরকে খুশী রাখার চেষ্টা করবে। তাহলে কেন তাদের পূজা-অর্চনা করতে হবে ? সামান্য বুদ্ধি-বিবেক খরচ করে একটু চিন্তা করলেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবে, ইবাদাত বন্দেগী ও পূজা -অর্চনা পাবার অধিকারী কেবলমাত্র সেই আল্লাহ, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যথাযথভাবে প্রতিপালন করেছেন এবং যার কাছে মানুষকে ফিরে যেতে হবে।

২. চিন্তামূলক দাওয়াত

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ز وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا
يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى
النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۝ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ
بِهٖ عِلْمٌ ز وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۝ لَاجَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ

www.pathagar.com

لَهٗ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ○ المؤمن : ٣٨-٤٣

"যিনি ঈমান এনেছিলেন তিনি তার জাতিকে বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছি। জাতি ভাইয়েরা আমার ! দুনিয়ার জীবনটাতো মাত্র কদিনের জন্য। আখিরাত হচ্ছে স্থায়ী নিবাস। যে অন্যায় করবে তাকে ততটুকু বিনিময়ই দেয়া হবে যতটুকু অন্যায় সে করেছে। আর যে নেক আমল করবে সে পুরুষই হোক কিংবা মহিলা—যদি ঈমানদার হয় তাহলে জান্নাতে যাবে এবং তাকে অঢেল জীবিকা প্রদান করা হবে। হে আমার জাতির ভাইয়েরা ! আমি তোমাদেরকে মুক্তির পথে ডাকছি আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের পথে ডাকছো ! তোমরা বলছো-আমি যেন আল্লাহর সাথে কুফরী করি এবং এমন জিনিসকে তাঁর অংশীদার মনে করি যেগুলোকে আমি চিনিও না। অথচ আমি তোমাদেরকে তাঁর দিকে ডাকছি যিনি মহাপরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। আর তোমরা যে পথে আমাকে ডাকছো দুনিয়া ও আখিরাতে সে পথের কোনো দাওয়াত নেই। অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। যারা বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের জন্য জাহান্নাম।"-সূরা আল মুমিন ঃ ৩৮-৪৩।।

৩. চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ○ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ○ قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا○ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ○ قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ○ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ○ قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ○ قَالَ اَفَرَاَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ○ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ○ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ○ الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ○ وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ○ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ○ الَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ○ وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْٓئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ ــ الشعراء : ٦٩-٨٢

www.pathagar.com

"তাদেরকে ইবরাহীমের কথা শুনিয়ে দাও। যখন তিনি তার পিতা ও জাতিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—এগুলো কী, তোমরা যার পূজা করছো? তারা বললো—এগুলো মূর্তি, আমরা যার পূজা করি এবং এদের জন্য আমরা আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করেছি।

–'এগুলো কি শুনতে পায়, যখন তোমরা ডাকো ? কিংবা এরা তোমাদের কোনো উপকার অথবা ক্ষতি করতে পারে কি ?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

–'না, তা নয়। তবে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষকে এরূপ করতে দেখেছি।' তারা বললো।

–তোমরা কি বিষয়টি ভেবে দেখেছো, যাদের পূজা-অর্চনা তোমরা করছো ? এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা করেছে ?

আল্লাহ ছাড়া এরা সবাই আমার দুশমন। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সরল পথ দেখিয়েছেন এবং আমাকে খাওয়া পরার ব্যবস্থা করেছেন। আমি অসুস্থ হয়ে গেলে তিনি আমাকে সুস্থ করে তুলেন। তিনি আমাকে মৃত্যু দেবেন আবার জীবিত করবেন। আমি আরো আশা করি বিচারের দিনে তিনি আমার ভুলত্রুটি মাফ করে দেবেন।"–সূরা আশ শুআরা ঃ ৬৯-৮২।।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সুকৌশলে শির্কের বিরোধিতা করেছেন। শির্কের কোনো ভিত্তি নেই একথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তারাও নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিয়েছে, আমাদের কাছেও কোনো ভিত্তি নেই। কেবল পূর্বপুরুষকে এরূপ করতে দেখেছি, তাই আমরাও এরূপ করি। অতপর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আরো বলিষ্ঠভাবে এবং কৌশলের সাথে বললেন—কেবল আল্লাহ পূজা ও উপাসনা পাবার অধিকারী। কারণ তিনি সৃষ্টি করেছেন, জীবন চলার পথ দেখিয়েছেন, মানবিক প্রয়োজন পুরো করেছেন, বিপদাপদে আমাদেরকে রক্ষা করেন, তাঁরই ইচ্ছেয় জীবন-মৃত্যু সংঘটিত হয়, বিচার দিনের মালিক এবং মানুষের যাবতীয় অপরাধ মার্জনাকারীও কেবলমাত্র তিনি।

৪. দাওয়াতী কাজের কলা কৌশল

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط ـ النحل : ١٢٥

www.pathagar.com

"উত্তম ভাষণ ও কলাকৌশলের সাথে আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে লোকদেরকে ডাকুন। তাদের সাথে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করুন (যদি প্রয়োজন হয়)।"-সূরা আন নাহল ঃ ১২৫।।

দাওয়াতী কাজের হিকমাত বা কলাকৌশল সম্পর্কে আল কুরআন তিনটি মূলনীতি বর্ণনা করেছে।

ক. হিকমাতের সাথে দাওয়াত প্রদান।

খ. উত্তম ভাষণ বা সুন্দর ভঙ্গীতে উপস্থাপন।

গ. বিতর্কের সময়ও সৌজন্যবোধ, শালীনতা ও ভদ্রতা বজায় রাখা।

হিকমাতের সাথে দাওয়াত দেয়ার অর্থ—দাওয়াতদানকারী তার দাওয়াতের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। এ মহামূল্যবান সম্পদকে যেন যেখানে সেখানে ছুড়ে ফেলা না হয়। স্থান-কাল ও পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার যোগ্যতা, মর্যাদা ও অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখে দাওয়াত দিতে হবে।[১]

উত্তম ভাষণে দাওয়াত প্রদানের অর্থ দাওয়াত দাতা শ্রোতার কল্যাণ কামনা করে এবং নেক নিয়াতে এমনভাবে দাওয়াতী কথাগুলোকে উপস্থাপন করবেন যাতে শ্রোতার আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বেড়ে যায়। ফলে তিনি জ্ঞানগত তৃপ্তি লাভের সাথে সাথে সত্যের প্রতিও প্রবলভাবে আকর্ষণ অনুভব করেন।[২]

সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক অর্থ—দাওয়াতী কাজের সময় যদি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সহজ-সরল ভাষায় সৌজন্যবোধ ও শালীনতা বজায় রেখে কথা বলতে হবে। রাগ, ঘৃণা, হঠকারিতা, উত্তেজনা কিংবা বোকামী প্রদর্শন করা যাবে না। এমন যুক্তিযুক্ত কথা বলতে হবে যেন সে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ পায় এবং তার মধ্যে সত্যকে জানার স্পৃহা বৃদ্ধি হয়। যদি পরিবেশ এরূপ না থাকে, তাহলে দাওয়াতদানকারী চুপ থাকবেন কিংবা সেখান থেকে উঠে ভদ্রতার সাথে চলে যাবেন।

---

১. দাওয়াতের হিকমাত বা কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পবিত্র কুরআনের সেই অংশটুকু ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে হবে, যে অংশে নবীদের কর্মপদ্ধতি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।-লেখক

২. বিস্তারিত জানার জন্য আল কুরআনের সেসব জায়গা অধ্যয়ন করা প্রয়োজন যেসব জায়গায় আমলে সালেহ এর সীমাহীন পুরস্কার, অন্যায়ের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, জান্নাতের চিরন্তনী নিয়ামত, জাহান্নামের চিরস্থায়ী মর্মান্তিক আযাব এবং নবী-রাসূলদের ও তাদের সঙ্গী সাথীদের পুরস্কার আর দীনের বিরোধীদের করুণ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে।-লেখক

www.pathagar.com

দাওয়াত দানকারীর গুণাবলী

১. দীনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝা

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ○ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ــ الحجر : ٨٧ــ٨٨

"আমি আপনাকে সাতটি আয়াত দিয়েছি, বারবার পড়ার মতো এবং মহান এক কিতাব কুরআন প্রদান করেছি। বিভিন্ন লোকদেরকে আমি যে সম্পদ দিয়েছি আপনি সেদিকে তাকাবেন না।"

–সূরা আল হিজর ঃ ৮৭-৮৮।।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে মুসলমানদের বলা হয়েছে তোমরা অত্যাচারিত, তোমাদের সহায়-সম্বল না থাকতে পারে কিন্তু তোমাদেরকে কুরআনের মতো এক অমূল্য সম্পদ দান করা হয়েছে। এ মহামূল্যবান সম্পদের মুকাবিলায় কদিনের শান-শওকত কি আর বেশী গুরুত্ব পেতে পারে ? তোমরা যা কিছু পেয়েছো, তা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ইজ্জত ও মর্যাদার আধার। তাই তোমরা নশ্বর ও মূল্যহীন সম্পদের দিকে তাকিয়ো না।

২. দায়িত্বের পূর্ণ অনুভূতি

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ــ

"বলুন, হে কিতাবধারীরা ! তোমরা কোনো পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত, ইনজিল এবং যে কিতাব তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে সেগুলো পুরোপুরি পালন না করো।"

–সূরা আল মায়িদা ঃ ৬৮।।

আয়াতে যদিও আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তোমাদেরকে এতো সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে এবং তোমাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। কাজেই তোমরা সেই উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট হও। কিন্তু একথাগুলো মূলত তাদের জন্য, যাদেরকে বিশ্বমানবের হিদায়াত এবং দীন কায়েমের জন্য বাছাই করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৩. সমাজ সংস্কারের পেরেশানী

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ـ

"হে রাসূল ! এরা যদি এ শিক্ষার ওপর ঈমান না আনে, তাহলে মনে হয় আপনি দুশ্চিন্তায় নিজের জীবনটা শেষ করে ফেলবেন।"
–সূরা আল কাহ্‌ফ ঃ ৬।।

৪. সত্যের উপলব্ধি

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ق عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ـ

"হে রাসূল ! আপনি বলে দিন—আমি আল্লাহর দিকে ডাকি, এটিই আমার পথ। আমি এবং আমরা সাথীরা পূর্ণ আলোকে নিজেদের পথ দেখছি।"–সূরা ইউসুফ ঃ ১০৮।।

৫. ধৈর্য ও দৃঢ়তা

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ـ لقمن : ١٧

"সৎকাজের নির্দেশ দাও। পাপকাজ থেকে নিষেধ করো। আর যে বিপদই আসুক ধৈর্যধারণ করো। নিসন্দেহে এটি বড়ো সাহসী কাজ।"
–সূরা লুকমান ঃ ১৭।।

৬. বিনিময় প্রত্যাশী না হওয়া

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ○

"তাদেরকে বলে দিন—আমি এ কাজে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। শুধু চাই, যার মন চায় সে যেন তার প্রতিপালকের পথে আসে।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৫৭।।

অর্থাৎ আমার দাওয়াতী কাজের যে কষ্ট বা শ্রম আমি তার বিনিময় চাই না। আমি চাই আল্লাহর বান্দাগণ তাঁর পথে চলে আসুক।

www.pathagar.com

৭. আল্লাহর সাহায্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ـ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ○

"যারা আমার জন্য চেষ্টা সাধনা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ দেখাবো। সৎলোকদের সাথে নিশ্চয়ই আল্লাহ রয়েছেন।"
–সূরা আল আনকাবুত ঃ ৬৯।।

যারা আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা করেন আল্লাহ তাদের জীবনের প্রতিটি বাঁকে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন এবং সাহায্য সহযোগিতা করেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ـ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যদি আল্লাহর সাহায্য করো, তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন। আর তোমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ় রাখবেন।"–সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৭।।

আল্লাহকে সাহায্য করা অর্থ–তাঁর দীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা প্রচেষ্টা করা।

সত্যের আহ্বানকারী ও বিরোধী মহল

সত্যের আহ্বানকারী আপদমস্তক আল্লাহর রহমতে ডুবে থাকেন। ফলে যারা বিরোধী মহল তাদের সাথেও তারা ইনসাফ ও সততাপূর্ণ আচরণ করেন।

১. বিরোধী মহলের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ـ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ○ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○حم سجدة : ٣٤ ـ ٣٥

"ভালো ও মন্দ সমান নয়। উত্তম আচরণ দ্বারা মন্দের অপনোদন করুন। দেখবেন যার সাথে শত্রুতা ছিলো সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে। ধৈর্যশীল ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।"–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৪-৩৫।।

www.pathagar.com

অর্থাৎ সত্যের আহ্বানকারী ধীরস্থির ও অত্যন্ত প্রশস্ত মনের অধিকারী হয়ে থাকেন। নিজের শত্রুর বেলায়ও তিনি মনে প্রতিশোধ স্পৃহা পোষণ করেন না। তাদের খারাপ আচরণ ও বাড়াবাড়ির জবাবেও তিনি সহানুভূতিপূর্ণ ও কল্যাণকর আচরণই করে থাকেন। ফলে বিরোধী মহলেও তিনি প্রিয় ও মর্যাদাশীল হিসেবে বিবেচিত হন, পরিণামে তাকে বন্ধু ও প্রিয়জনে পরিণত করে দেয়।

২. উচ্চকণ্ঠে ইসলামের ঘোষণা

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ○ حم سجدة : ٣٣

"তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যিনি লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন, সৎকাজ অব্যাহত রাখেন এবং ঘোষণা দেন আমি মুসলমান।"–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৩।।

পৃথিবীতে সর্বোত্তম বক্তা তিনি, যিনি লোকদের আল্লাহর পথে আহ্বান করেন। যার জীবনের পলে পলে জড়িয়ে আছে সৎকাজ। যিনি তার দাওয়াতের বাস্তব নমুনা। সংগীন অবস্থায়ও যার চেহারা জুড়ে লেগে থাকে প্রশান্তির হাসি। গর্ব ও অহংকারের সাথে যিনি নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেন।

৩. বিরোধিতায় অকুতোভয় হওয়া

يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ـ المائدة : ٥٤

"তারা অকুতোভয় হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরওয়া করে না।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৫৪।।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ـ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ـ

"আপনাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করুন। মুশরিকদেরকে কোনো পরওয়াই আপনি করবেন না। বিদ্রূপকারীদের ব্যাপারে আমিই যথেষ্ট।"–সূরা আল হিজর ঃ ৯৪।।

www.pathagar.com

অর্থাৎ আপনি বিরোধিদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, তিরস্কার-ভৎর্সনাকে পরওয়া করবেন না। আপনি নির্দ্বিধায় সত্যের দাওয়াত দিতে থাকুন। তাদের ব্যাপারটি আমার কাছে ছেড়ে দিন। তাদের মুকাবেলা করার জন্য আমিই যথেষ্ট।

৪. আপোষহীন মনোবৃত্তি

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۚ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۚ ـ

"সুতরাং আপনি এর প্রতি দাওয়াত দিন এবং যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার ওপর অবিচল থাকুন। আপনি তাদের খেয়ালি মনের অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাসস্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের পালনকর্তা। আমাদের কর্ম আমাদের জন্য আর তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সমবেত করবেন, একদিন তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"–সূরা আশ শুরা ঃ ১৫।।

অর্থাৎ আপনি পরিষ্কার বলে দিন তোমাদের ভয়ে কিংবা তোমাদের খুশী করার জন্য আমরা এমন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করবো না যা দীনি চেতনা বিরোধী। আমাদের থেকে তেমন কিছু আশা করো না। আমরা আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাস করেছি এবং সর্বাবস্থায় তার ওপর দৃঢ় থাকবো।

اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ ـ الفتح : ٢٩

"মুসলমানগণ কাফিরদের প্রতি শক্ত ও কঠোর।"
–সূরা আল ফাতহ ঃ ২৯।।

অর্থাৎ তারা নিজেদের নীতির ওপর এমন অটল ও প্রত্যয়ী যে, বাতিল শক্তি তাদের থেকে সামান্য সুযোগ সুবিধাও লাভ করতে পারে না।

www.pathagar.com

৫. দৃঢ় ও অটল থাকা

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًاo الاحزاب : ١

"হে নবী ! আল্লাহকে ভয় করুন। কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করবেন না। আল্লাহতো সবই জানেন, মহাবিজ্ঞ।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ১।।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে সকল মানুষকে হিদায়াত দেয়া হচ্ছে, শুধু আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর দীনের অনুসরণ করো। কাফির মুনাফিকদের ভয় করা দীনি চেতনার পরিপন্থী বিষয়। তাদের অন্যায় আবদারের কাছেও নতি স্বীকার করো না। ঈমানের দাবী হচ্ছে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর আনুগত্য করা।

৬. সর্বাবস্থায় পূর্ণাঙ্গ দীনের দাওয়াত দিতে হবে

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ط قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ج اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ ج اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍo

"আমার স্পষ্ট কথাগুলো যখন তাদেরকে শোনানো হয়, যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে–এর পরিবর্তে অন্য কোনো কুরআন নিয়ে এসো কিংবা এতে কিছু রদবদল করে দাও। আপনি বলে দিন, এতে কোনো পরিবর্তন করার অধিকার আমার নেই। আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে ওহী করা হয়। আমি যদি আমার প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচরণ করি তাহলে বিভীষিকাময় দিনের শাস্তির ভয় আছে।"–সূরা ইউনুস ঃ ১৫।।

৭. বাতিলের উৎপীড়নে ধৈর্যধারণ করা

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ط ـ ابراهيم : ١٢

www.pathagar.com

"তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছো সে জন্য আমরা অবশ্যই ধৈর্যধারণ করবো।"-সূরা ইবরাহীম ঃ ১২।।

৮. নরম সুরে দাওয়াত দেয়া

فَقُوْلاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ـ طه : ٤٤

"আপনারা দুজন তার সাথে নরম সুরে কথা বলবেন। সম্ভবত সে নসীহত কবুল করবে কিংবা ভীত হবে।"-সূরা ত্ব-হা ঃ ৪৪।।

৯. শালীনতার সীমা অতিক্রম না করা

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوْا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ بنى اسرائيل : ٥٣

"আপনি আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন এমন কথা বলে, যা সর্বোত্তম।"-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৩।।

অর্থাৎ বিরোধী মহল যদি তাদের বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার কারণে উত্তেজিত হয়ে অশালীন কিছু বলে বসে, তবু আপনারা মাথা ঠাণ্ডা রেখে উত্তম কথাই বলুন। প্রশান্ত মনে দীনে হকের দাওয়াত দিতে থাকুন।

১০. অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বলা

وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدوًا بَغَيْرِ عِلْمٍ ـ

"এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকেই ডাকুক না কেন তাদেরকে গালি দিয়ো না। হতে পারে মূর্খতা হেতু তারা সীমালংঘন করে আল্লাহকেই গালি দিয়ে বসবে।"-সূরা আল আনআম ঃ ১০৮।।

যারা দাওয়াতী কাজ করবেন, তাদেরকে অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বলতে হবে। আবেগের বশবর্তী হয়ে তাদের বাতিল মাবুদদের মন্দ বলা যাবে না। এ ধরনের আবেগের পরিণতিতে তারা দাওয়াত কবুল করাতো দূরের কথা, উল্টো মূর্খতাবশত আল্লাহকেই গালি দিয়ে বসতে পারে।

১১. জোর জবরদস্তি না করা

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ق : ٤٥

www.pathagar.com

"এরা যেসব কথাবার্তা বলে তা আমি ভালো করেই জানি। আপনি তাদেরকে জোরজবরদস্তি করবেন না। আপনি শুধু কুরআন দিয়ে তাদেরকে উপদেশ দিন যারা আমার ভয় দেখালে ভয় পায়।"

–সূরা ক্বাফ ঃ ৪৫।।

আল কুরআনের দাওয়াত জোর করে কাউকে গ্রহণ করানো যাবে না। আর এ দায়িত্বও আপনার নয়। আপনি শুধু তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকুন। যার মন নরম হয়ে আসবে সে-ই আপনার দাওয়াত কবুল করবে।

১২. দীনে কোনো জবরদস্তি নেই

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ط قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَاانْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ البقرة : ٢٥٦

"দীনে কোনো জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্তি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, সে এমন একটি মযবুত হাতল ধরলো যা কখনো ভাংবে না। আল্লাহতো সবকিছু জানেন, শোনেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬।।

মুসলমান যে দীনের অনুসরণ করেন, দাওয়াত দেন, যে দীন কায়েমের দায়িত্ব তাদেরকে অর্পণ করা হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, জোর করে মানুষের মনে তা ঢুকিয়ে দেবে। মানুষের মন পরিবর্তনের ক্ষমতা আল্লাহর। আল্লাহ তার দিলকেই হিদায়াতের আলোতে ঝলমলিয়ে দেন, যে তা কামনা করে। যে মুক্ত মনে চিন্তাভাবনা করে তা গ্রহণ করার জন্য তৈরী হয়ে যায়।

১৩. ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি রাখা

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوا لِلَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ ـ جاثيه : ١٤

"মুমিনদেরকে বলুন ! তারা যেন তাদেরকে মাফ করে দেয়, যারা আল্লাহর সেই দিনগুলোর ব্যাপারে বিশ্বাস রাখে না।"

–সূরা আল জাসিয়া ঃ ১৪।।

www.pathagar.com

'আল্লাহর সেই দিনগুলো' বলতে বুঝানো হয়েছে, যেসব দিনে আল্লাহ কোনো কোনো জাতিকে সৌভাগ্যবান করেছেন আবার কোনো কোনো জাতিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেছেন। কাজেই যারা আল্লাহর রহমত ও শাস্তি সম্পর্কে উদাসীন, চিন্তাভাবনা করে না, দাওয়াতদানকারীদের সাথে হঠকারিতা প্রদর্শন করে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ ছাড়া আর কী-ইবা করা যায়। তাদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা-ই ভালো।

১৪. আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখা

لَايَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ○

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচারণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। অবশ্যই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।"–সূরা আল মুমতাহিনা ঃ ৮।।

সত্য বিরোধী কিছু লোক যদি তোমাদের ওপর যুলম নির্যাতন করে থাকে এবং তোমাদেরকে বাড়িঘর থেকে বের করে দিয়ে থাকে, তাদের নির্যাতনের কারণে সকলের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়, এমন কি তাদের সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করা যাবে না। বরং অন্যান্য অমুসলিমের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করো। কারো প্রাপ্য শাস্তি অন্য কোনো নিরাপরাধ লোককে দেয়া যাবে না। যার প্রাপ্য শাস্তি, তাকেই দিতে হবে।

হিজরত

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ ـ العنكبوت : ٥٦

"হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ ! আমার জমিন বেশ প্রশস্ত। কাজেই তোমরা আমার-ই ইবাদাত করো।"–সূরা আল আনকাবুত ঃ ৫৬।।

মুমিনের কাজ সর্বদা সে আল্লাহর ইবাদাত করবে। যদি কোনো জায়গায় আল্লাহর ইবাদাত করার সুযোগ না পাওয়া যায়, হিজরত করবে। হিজরত অর্থ আল্লাহ্‌র জন্য সম্পর্কহীন হয়ে যাওয়া। ঐসব জিনিস থেকে

www.pathagar.com

মুমিনের সম্পর্কচ্ছেদ করা উচিত যেগুলো আল্লাহ্‌র ভালোবাসার পথে অন্তরায়। চাই মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ কিংবা জন্মভূমিই হোক না কেন।

১. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের হিজরত

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ط اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّاo اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًاo يٰٓاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّاo يٰٓاَبَتِ لَاتَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ط اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّاo يٰٓاَبَتِ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّاo قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ط لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّاo قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ط سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّاo وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّىْ ز عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّىْ شَقِيًّاo مريم : ٤١ ـ ٤٨

"আপনি এ কিতাবে ইবরাহীমের কথা বলে দিন। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন একজন সত্যবাদী নবী। যখন তিনি তার পিতাকে বললেন–হে আমার পিতা ! যে শোনে না, দেখে না, এমনকি আপনার কোনো উপকারও করতে পারে না, তার পূজা করেন কেন ? হে আমার পিতা ! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, তাই আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সরল পথ দেখাবো। পিতা ! শয়তানের বন্দেগী করবেন না। অবশ্যই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা ! আমার ভয় হয় দয়াময়ের কোনো শাস্তি না আপনার ওপর এসে পড়ে। তখন আপনি শয়তানের দলে পড়ে যাবেন। পিতা বললো—হে ইবরাহীম ! তুমি কি আমার উপাস্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো ? যদি তুমি বিরত না হও, পাথর নিক্ষেপে তোমাকে হত্যা করবো। তুমি আমার সামনে থেকে চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম বললেন–আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো।

www.pathagar.com

অবশ্যই তিনি আমার প্রতি বড়োই অনুগ্রহশীল। আমি আপনাদের এবং আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে ডাকেন তাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকবো। আশা করি আমার প্রতিপালকের ইবাদাত করে আমি বঞ্চিত হবো না।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৪১-৪৮।।

আল্লাহর পথে জিহাদ

বিরোধী শক্তির মুকাবেলায় সত্যের দাওয়াতের জন্য মুমিনগণ যে চেষ্টা সাধনা করেন, তা জিহাদ। এর চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন বাজী রেখে যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়া।

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ ــ الانفال : ٦٠

"তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য সাধ্য অনুযায়ী যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রাখো। নিজের শক্তি ও পালিত ঘোড়া থেকে। যেন আল্লাহর ও তোমাদের দুশমনেরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়।"–সূরা আল আনফাল ঃ ৬০।।

১. জিহাদ ঈমানের মাপকাঠি

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○ التوبة : ٢٤

"আপনি বলে দিন, তোমাদের কাছে যদি পিতা, ভাই, স্ত্রী, আত্মীয় স্বজন, অর্জিত ধন-সম্পদ, সেই ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা খুবই পসন্দ করো, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তাহলে অপেক্ষা করো আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত। আল্লাহ ফাসিকদের কখনো হিদায়াত নসীব করেন না।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ২৪।।

www.pathagar.com

অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে ধন-সম্পদ এবং পার্থিব আত্মীয়-স্বজনকে প্রাধান্য দেয়া আল্লাহর সুস্পষ্ট নাফরমানী। আর এ ধরনের নাফরমান আল্লাহর হিদায়াত থেকে বঞ্চিতই রয়ে যায়।

২. আল্লাহর পথে বেরুনোর পেরেশানী

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآاَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ص تَوَلَّوْ وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ـ التوبه : ٩٢

"তাদের সম্পর্কে আপত্তি করার কিছু নেই। যারা এসে আপনাকে যানবাহনের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলো, আপনি বলেছিলেন—আমিতো তোমাদেরকে যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো না। অগত্যা তারা ফিরে যেতে বাধ্য হলো। অথচ তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো। তাদের একটিই কষ্ট ছিলো, নিজেদের খরচে জিহাদে অংশগ্রহণের ক্ষমতা তাদের নেই।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ৯২।।

আল্লাহর কাছে সত্যিকার মর্যাদা ও মূল্য ঐ আবেগ বা পেরেশানীর যা সত্যের দাওয়াত দানকারীকে দীনি খেদমত ও দীন কায়েমের জন্য সদা ব্যতিব্যস্ত রাখে। দীনের জন্য পাগল এ লোকগুলো যদি জিহাদের উপকরণ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে না পারেন, ঈমানী শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ না পান, তারা অপারগ বা অক্ষম হিসেবে গণ্য। তারা ঐসব মুজাহিদের সম মর্যাদাবান, যারা আল্লাহর পথে জান মাল দিয়ে জিহাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

তাবুক অভিযান থেকে ফিরে এসে তিনি সাথীদের বলেছিলেন—'মদীনায় এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন, তোমরা যেসব উপত্যকা অতিক্রম করেছো, তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের সাথেই তারা ছিলো।' সাহাবাগণ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'তারা মদীনায় অবস্থান করেই এরূপ মর্যাদা লাভ করলেন ?' বললেন—"হ্যাঁ, তারা মদীনায় থেকেই সেই মর্যাদা লাভ করেছে। কারণ তাদের অক্ষমতাই তাদেরকে বিরত রেখেছে। আসলে তারা বিরত থাকার লোক নয়।'

www.pathagar.com

৩. জিহাদে অংশগ্রহণ না করা মুমিনদের কাহিনী

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ط حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ط ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○ التوبه : ١١٨

"সেই তিনজন যাদের ব্যাপারটি মুলতবী রাখা হয়েছিলো। বিশাল ও বিস্তৃত পৃথিবী তাদের কাছে সংকোচিত হয়ে গেলো এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো। তারা বুঝতে পারলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। অতপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি, যেন তারা ফিরে আসে। নিসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ১১৮।।

এ আয়াতে যে তিনজনের কথা বলা হয়েছে, তারা হচ্ছেন—কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুরারা ইবনু রবী' রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হিলাল ইবনু উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু। এরা ছিলেন খাঁটি মুমিন এবং নিবেদিত প্রাণ। ইতোপূর্বে তারা নিষ্ঠা ও সততার বহু প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু তাবুক অভিযানের সময় এরা শৈথিল্য প্রদর্শন করে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

হযরত কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেছেন—তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বারবার আবেদন করছিলেন। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম—অবশ্যই আমি যাবো। কিন্তু অবসাদ এসে জেকে বসলো। সব মুসলমান যুদ্ধে চলে গেলেন। যাবার ইচ্ছে নিয়ে আমি মদীনায় বসে রইলাম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক থেকে মদীনায় ফিরে এলেন, মুনাফিকরা বড়ো বড়ো শপথ করে নিজেদের অজুহাত পেশ করতে লাগলো। তিনি তাদের বাহ্যিক শপথ ও বক্তব্য শুনে মেনে নিলেন এবং প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন। বললেন —আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন।

যখন আমার পালা এলো, আমি পরিষ্কার বলে দিলাম—হে আল্লাহর রাসূল ! আমার কোনো ওজর ছিলো না। আমার গাফলতি ও শৈথিল্য

www.pathagar.com

আমাকে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। আমার দু সাথীও এরূপ সত্য কথা বলে দিলেন।

অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে নির্দেশ দিলেন—কেউ যেন আমাদের তিনজনের সাথে কথা না বলেন। ঘোষণা দেয়া মাত্র মদীনার ভূমি আমার জন্য পাল্টে গেলো। সঙ্গী সাথীহীন অবস্থায় স্বদেশে প্রবাসী হয়ে রইলাম। কেউ আমার সাথে সালামও বিনিময় করেন না। একদিন আমি হতাশাগ্রস্ত হয়ে আমার বাল্য বন্ধু আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গেলাম। সালাম দিলাম। তিনি কোনো প্রতি উত্তর দিলেন না। পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করলাম—আবু কাতাদা ! আমার ভেতর কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত নেই ? তিনি চুপ করে রইলেন। তৃতীয়বার আমি এরূপ বললাম, তিনি শুধু বললেন—আল্লাহই ভালো জানেন।' আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো, চোখ বেয়ে নেমে এলো অঝোর ধারা।

একদিন বাজারে এক ব্যক্তি আমাকে একটি পত্র দিলেন, গাসসান বাদশাহ্‌র। তাতে লেখা ছিলো—

'আমি শুনলাম আপনার সাথী নাকি আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। আপনি তো আর ফেলনা নন। আমার কাছে আসুন, যথাযথ মর্যাদা দেবো।'—বললাম, আরেক বিপদে জড়িয়ে গেলাম।

এভাবে চল্লিশ দিন গেলো। এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের এ ঘোষণা নিয়ে এলেন—স্ত্রী থেকেও আপনাকে পৃথক থাকতে হবে।' আমি স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম এবং বললাম—আল্লাহর ফায়সালার অপেক্ষা করো।

পঞ্চাশতম দিন ফজর নামাযের পর জীবন থেকে নিরাশ হয়ে বাড়ির ছাদে বসেছিলাম। এমন সময় কে যেন চিৎকার করে বললেন—'কা'ব ! আপনার কল্যাণ হোক।' একথা শুনেই আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। দলে দলে লোক এলেন, আমাকে মুবারকবাদ জানাতে। আমি উঠে সোজা মসজিদে নববীতে চলে গেলাম। দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা খুশীতে ঝলমল করছে। বললেন—'কা'ব ! সুসংবাদ, আজ তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন।' জিজ্ঞেস করলাম—'জনাব ! এ মাফ কি আপনার থেকে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে ? জবাব দিলেন—'আল্লাহর পক্ষ থেকে।' সেই সাথে সূরা তাওবার এ আয়াতটি পড়ে শুনালেন।'

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা এ মনীষীদের শিক্ষামূলক ঘটনাটি চিরদিনের জন্য পবিত্র কুরআনে সংরক্ষণ করে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসবেন, এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন। সেই সাথে এটিও লক্ষ্য রাখবেন—দীন ও জাতির সংকট মুহূর্তে তারা যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, ময়দানে নেমে পড়বেন এবং যথাসর্বস্ব দীন ও জাতির জন্য কুরবানী করে দেবেন। এরূপ নাজুক মুহূর্তে নিজেদের সামান্যতম অবহেলা ও অলসতা যুগ যুগান্তরের দীনদারী ও ঈমানকে বরবাদ করে দিতে পারে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

গ্রন্থ নির্দেশিকা

'আল কুরআনের শিক্ষা'-২ পুস্তকাকারে রূপ দিতে যেসব বইয়ের সাহায্য নেয়া হয়েছে—

১. মজমু'আয়ে তাফাসীর—ফারাহী (র), ভাষান্তর ঃ মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী।

২. তাফহীমুল কুরআন—মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

৩. তরজুমানুল কুরআন—মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র)

৪. তাফসীরে বয়ানুল কুরআন—মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)

৫. তাফসীরে মাওজুহুল কুরআন—শাহ আবদুল কাদের দেহলভী (র)

৬. তরজুমায়ে কুরআন—মাওলানা ফতেহ মুহাম্মদ খান (র)

৭. আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল (তাফসীরে বায়যাবী) —কাজী বায়যাবী

৮. লুবাবুত তাবীল ফী মাআনিত্ তানযীল (তাফসীরে খাজেন) —আলাউদ্দিন বুগদাদী (র)

৯. তাফসীরুন নুফুসী—আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ (র)

১০. তাফসীর ওয়া তরজুমা—শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) ও মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র)

১১. সহীহ আল বুখারী—মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আবু বুখারী (র)

১২. সহীহ আল মুসলিম—মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র)

১৩. জামিউত তিরমিযি—মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত তিরমিযি (র)

১৪. সুনানু আবী দাউদ-আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আল আছ (র)

এছাড়াও জরুরী নির্ভরযোগ্য অনেক গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে। আল্লাহর নিকট দু'আ করছি তিনি যেন এসব গ্রন্থের লেখকদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করেন। আমীন।।

www.pathagar.com

আল কুরআন মানব সমাজের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধান ক্ষেত্র । তা একদিকে যেমন পার্থিব কল্যাণের অন্যদিকে পরকালিন মুক্তি ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। মানুষের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় নেই যার সমস্যার সমাধান আল কুরআন দিতে পারে না।

'আল কুরআনের শিক্ষা'র মধ্যে সেইসব সমস্যার সমাধান ও প্রয়োজনীয় হিদায়াত সম্বলিত আয়াতগুলো সাজিয়ে- গুছিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট শিরোনামের নিচে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে এবং তা সহজে বুঝানোর লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা হয়েছে।

- সহজ ও সরল অনুবাদ।
- প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।
- কোথাও কোথাও ব্যাখ্যাটি আরো সুস্পষ্ট করার জন্য হাদীসে রাসূল আনা হয়েছে।
- ভাষার দুর্বোধ্যতা পরিহার করে সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে ।
- ফিকহী ও ইলমী বির্তককে এড়িয়ে চলা হয়েছে ।
- কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা কুরআনের আয়াত দিয়েই করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করি যারা সঠিকভাবে আল কুরআনকে অনুবাদ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তারাও গ্রন্থখানা পড়ার পর কুরআনের প্রতি উৎসুক হয়ে ওঠবেন। আল-কুরআনের দাওয়াত ও তা'লীমের সাথে পরিচিত হতে পারবেন। তাছাড়া আয়াতগুলো বিষয়ভিত্তিক সাজানোর ফলে প্রতিটি হুকুম-আহকাম তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারা বুঝতে পারবেন কোন্ বিষয়ের আয়াত আল কুরআনের কোথায় কোথায় আছে।

সব ধরনের লোক-ই (মুসলিম কিংবা অমুসলিম) এ গ্রন্থখানা থেকে উপকৃত হতে পারবেন এবং আল কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তা জানতে পারবেন। বিশেষ করে যারা লেখক, চিন্তাবিদ, বক্তা, শিক্ষক কিংবা ছাত্র তারা সবাই সমানভাবে উপকৃত হবেন।

www.pathagar.com